বার্ষি ক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠবাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এগিয়ে চলেছে।

১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সম্পাদনা পরিষদ:

১। জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব — আহবায়ক

২। জনাব আবুল কাসেম, অতিরিক্ত সচিব — সদস্য

৩। জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান খান, যুগ্ম সচিব — সদস্য

৪। জনাব মোঃ খায়রুল কবীর মেনন, উপসচিব — সদস্য

৫। মিজ্ ফেরদৌসী বেগম, উপসচিব — সদস্য সচিব

প্রতিবেদন সংকলন: এমআইএস অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়।

আমির হোসেন আমু, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

evYx

*wkí gšYvj‡qi **ewlK cwZ‡e`b 2016-17** cKvk n‡"Q ‡R‡b Awg Avbw›`Z| G cKvkbvi mv‡_ RwoZ mK‡ji cwZ Avgvi Avšwik Awfb›`b iBj|*

meKv‡ji me‡kô evOwj, RwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi ingvb ‡mvbvi evsjv Movi ¯^c ‡`‡LwQ‡jb| ‡`wkq KvPvgvjwfwËK wkívq‡bi aviv ‡Rvi`vi K‡i KwL.I wkíLv‡Zi hyMcr Dbq‡bi gva¨‡g evsjv‡`‡ki A_bwZ kw³kvjx KivB wQj e½eÜz AvRxeb jwjZ ¯^c| G j‡¶¨ wZwb ¯^vaxbZv-DËi wØZxq wec‡ei e¨vcK Kgm~wP nv‡Z wb‡jI ¯^vaxbZwe‡ivax Ackw³ ZvuiK mcwievi‡i nZ¨v Kivq ‡m j¶¨ c~iY m¤¢e nqwb|

wKQzw` wej¤^ n‡jI e½eÜz i³ I Av`‡ki myhvM¨ DËivwaKvi, wekœ‡iY¨ †bZv, gvbbxq cavbgšx, RननেÎx †kL nwmbv RwZi wcZvi ¯^c‡K ev¯‡e i|cvq‡bi j‡¶¨ RwZ‡K HK¨e× K‡i wkímgx.‡mvbvi evsjv Movi c‡_ AMmi n‡"Qb| GRb¨ wZwb i|cKí-2021 I i|cKí-2041 †NvIYv K‡i evsjv‡`k‡K mgy×i Kw•¶Z Mš‡e¨ wb‡q †h‡Z wbišI c‡Póv Pwj‡q hv‡"Qb| Gi d‡j evsjv‡`k `ªZ Dbq‡bi gnvmoK a‡i GwM‡q hv‡"Q| wek e¨vs‡Ki g~j¨vq‡b evsjv‡`k wbgœga¨g Av‡qi †`k wn‡m‡e ¯xKwZ. †c‡q‡Q| Dbq‡bi Pjgvb aviv Ae¨vnZ †i‡L wbawiZ mg‡qi g‡a¨B gvbbxq cavbgšx †NwlZ i|cK‡íi ev¯evqb m¤¢e n‡e e‡j Avgvi wekvm|

‡UKmB wkíLvZ Qvov A_%bwZK mgy× ARb m¤¢e bq| GKB mv‡_ fwel¨Z cR‡b¥i myÿvq শিল্পায়ন প্রক্রিয়া cwi‡ekevÜe nIqv বাঞ্ছbxq| G ev¯eZv we‡ePbvq †`ke¨vcx cwi‡ekevÜe meR wkívq‡bi aviv †Rvi`v‡ii j‡ÿ¨ gvbbxq cavbgšxi wb‡`kbvq wkí gšYvjq KvR K‡i hv‡"Q| RvZxq wkíbwZ-2016 cYq‡bi d‡j †`‡k Ávbwfwˇk wkívq‡bi bZzb aviv mPbv n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ wRwWwc‡Z wkíLv‡Zi Ae`vb 32.48 kZvs‡k DbxZ n‡q‡Q| g¨vbyd¨vKPwis I †mev wkíLv‡Z cey×i aviv Ae¨vnZ i‡q‡Q| GmGgBLv‡Zi Dbqb, ¸YMZgvb AeKvVv‡gv myó, †gavm¤ú‡`i myÿv, wkí উদ্ভাবন, অ্যাক্রেডিটেশনসহ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুঘটকগুলোর ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারিখাতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া *mymsnZ Ki‡Z gšYvjq †_‡K m¤¢e me ai‡bi bxwZ mnvqZv †`qv n‡"Q| Gi d‡j †`‡ki* শিল্পখাত উজ্জীবিত হয়েছে এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা এসেছে।

wkí gšYvjq cYxZ ewlK cwZ‡e`bwU MZ A\_eQ‡i gšYvjq Ges Gi AvIZvaxb `ßi/ms¯v¸‡jvi mvgMxK কর্ম কান্ডের *GKwU cvgvY¨* দলিল। এর মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সবাই সম্যক ধারণা পাবেন। এটি *RbM‡Yi Z_¨ cwßi AwaKvi I †Rvi`vi Ki‡e e‡j Avgvi wekvm|*

Awg G cKvkbvi eûj cPvi Kvgbv KiwQ|

আমির হোসেন আমু, এম.পি

27 fv`, 1424 e½vã
11 †m‡Þ¤i, 2017 wL÷vã

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যাপক কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চ অর্থ নৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে নিশ্চিত শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ২৮ থেকে ৪০ শতাংশ ও শিল্পখাতে শ্রমশক্তি নিযুক্তির হার ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ছাড়াও শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে ৫৬৩.৫৬ কোটি টাকায় মোট ৪৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্য ক্রমগ্রহণ করেছে। উক্ত সময়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কতৃক ''জাতীয় শিল্প নীতি-২০১৬'' প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্ম কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে বার্ষি কপ্রতিদেনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বার্ষি ক প্রতিবেদনে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত কর্ম সূচি ও অর্জিত সার্বি কচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের গত এক বছরের কার্য ক্রমসম্পর্কে সমূহ ধারণা লাভ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্ম কর্তা-কর্ম চারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	১
২.	মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন	২
৩.	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল	৫
৪.	মন্ত্রণালয়ের অর্পি ত দায়িত্ব	৬
৫.	মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৭
৬.	জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি	৭-৮
৭.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৮
৮.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও বাস্তবায়ন	৯
৯.	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি	৯-১০
১০.	সিআইপি (শিল্প)	১১-১২
১১.	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	১২
১২.	আইসিটি ও ই-গভর্ন্যান্স কার্য ক্রম	১৩
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা	১৪-২২
১৪.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্য ক্রম	২২-২৩
১৫.	প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	২৩-২৬
১৬.	মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্য ক্রম	২৬
১৭.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহের নামের তালিকা ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:	২৭
১৮.	(১) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পো ারেশন(বিসিআইসি)	৩১-৪০
১৯.	(২) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	৪৩-৪৯
২০.	(৩) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৫৩-৫৫
২১.	(৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	৫৯-৬৯
২২.	(৫) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন(বিএসটিআই)	৭৩-৮৪
২৩.	(৬) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৮৭-৯২
২৪.	(৭) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৯৫-৯৭
২৫.	(৮) পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	১০১-১০৪
২৬.	(৯) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)	১০৭-১১৪
২৭.	(১০) প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য ালয়(বয়লার)	১১৭-১১৮
২৮.	(১১) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	১২১-১২৫

শিল্প মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিল্প খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার শিল্প বান্ধব শিল্পনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। দেশের শিল্প সম্প্রসারণে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণে শিল্প মন্ত্রণালয় সরকারের লক্ষ্য অর্জনেনিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানার মাধ্যমে সার, চিনি ও কাগজ উৎপাদন, মোটরযান সংযোজন, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের মান সুরক্ষা, মেধা সম্পদ সংরক্ষণ, বৃহৎ শিল্পে নীতিগত সহায়তা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্য ক্রমের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করে আসছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শাসনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিল্পের বিকাশকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন ও দেশের শিল্প উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে EPSCIC, যা আজ BSCIC হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান করে যাচ্ছে। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি কর্পোরেশন ও ৭টি দপ্তর রয়েছে। কর্পোরেশনের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু আছে, যার মাঝে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের(বিসিআইসি) ১৩টি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের (বিএসএফআইসি) ১৭টি এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের(বিএসইসি) অধীনে ৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন

শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন

যথোপযুক্ত শিল্প নীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানার পুনর্গ ঠন ও সংস্কার,ক্ষুদ্র, মাঝারি মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে নীতিগত সহায়তা প্রদান, পণ্যের মান সুরক্ষা ও মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্য ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

ভিশন ও মিশন অর্জনের জন্য গৃহীত কর্ম কৌশল

সরকারের রূপকল্প-২০২১ কে ভিত্তি করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন নতুন করে পুন:র্বি ন্যাস করা হয়েছে।। সময়ের বিবর্তনে সরকারের কার্য ক্রমে প্রাগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়নে বিবিধ কর্ম সূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' এর স্থলে ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬'' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণসহ পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্য ক্রম গ্রহণ করা। শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় শিল্পনীতি ছাড়াও ট্রেডমার্কস আইন ২০০৯, শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ২০১০, লবণ নীতি ২০১১, পরিবেশসম্মত জাহাজ ভাঙ্গা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে The Ship Breaking & Ship Recycling Rules 2011, ভৌগলিক নির্দে শক আইন ২০১৩, ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩, রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দে শনাবলী২০১৩, ''জাতীয় গুণগত মান (পণ্য) ও সেবা নীতি'' ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং শ্রমশক্তি নিয়োজনে (মোট কর্ম সংস্থানে) অবদান ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্ম-কর্ম সংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদামাফিক সার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবারে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিএসটিআই-এর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্য বণ্টন রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উক্ত রুলসের আলোকে প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণে মাননীয় মন্ত্রী নেতৃত্ব প্রদান করেন। রুলস অব বিজনেস,১৯৯৬ অনুসারে সরকারের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা [Principal Accounting Officer] হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম০৮ (আট)টি অনুবিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং অনুবিভাগসমূহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজে সমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা এবং সুষ্ঠু সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনুবিভাগ ও অধিশাখাসমূহ কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে পুন:র্বিন্যাস করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব/কার্যবণ্টনএবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশনারদের নাম, পদবি ও ঠিকানা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে www.moind.gov.bd প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনবলঃ

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
সিনিয়র সচিব/সচিব	০১	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৭	-
যুগ্মসচিব	০৪	১০	-
যুগ্মপ্রধান	০১	০১	-
উপসচিব	১১	১৮	-
উপপ্রধান	০১	০১	-
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩০	১০	২০
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৬	০৪	০২
প্রোগ্রামার	০১	-	০১
সহকারী প্রোগামার	০২	-	০২
হিসাব রক্ষন কর্মকর্ত	০১	-	০১
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-	০১
প্রশাসনিক কর্মকর্ত	৩৩	২৮	০৫
ব্যক্তিগত কর্মকর্ত	২০	২০	-
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্ত	০১	-	০১
হিসাবরক্ষক	০১	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০২	০৪
সীট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৯	০৭	২২
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪	০৮	০৬
ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১	০১	-
ক্যাশ সরকার	০১	০১	-
অফিস সহায়ক	৬০	৪৩	১৭
কুক/বাবুর্চি ও গার্ড/দারোয়ান	০২	-	০২
সর্ব মোট	২৩১	১৬৬	৮৩

মন্ত্রণালয়ের অর্পিত দায়িত্ব

রুলস অব বিজনেস এর Allocation of Business অনুযায়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানতঃ নীতিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা ও দপ্তরসমূহের কাজে গতিশীলতা আনয়নে মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্য পরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

Allocation of Business অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries.
2. Administration of industrial policy.
3. Promotion and protection of investment through international investment agreements.
4. Dealings and agreements with other countries and international organisations for technical assistance, aid *etc*,. in the field of industry.
5. National agencies and institutions for —
   (a) promoting industrial productivity, and
   (b) testing industrial products.
6. Standards and quality control.
7. Explosive (excluding the Administration of Explosive Substance Act and Rules).
8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for industries.
9. Production, supply and distribution of processed foodstuff.
10. Industrial monopolies, combines and trusts.
11. Factories and Boilers and Administration of Boilers Act.
12. Industrial research.
13. Standardization of weights and measures.
14. Matters relating to Patent, Design and Trade Marks Department.
15. Testing and quality control of industrial and commercial products.
16. Industrial exhibitions and demonstrations.
17. Omitted.
18. Matters relating to National Productivity Organisation.
19. Industrial credit, State aid to industries.
20. Development of salt industry including manufacture and trade in salt, control of price and development of salt cottage industry.
21. Matters relating to micro, cottage industries and SMEs.*
22. Industrial management
23. Co-operation in the industrial sector.
24. Assistance to all industries other than those dealt with by any other Ministry/Division.
25. Co-ordination of the development work of small scale industries.
26. Co-ordination of matters relating to rural industrialisation.
27. Co-ordination of matters of general policy of non-financial undertakings.
28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalised industrial corporations.
29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents containing information about performance of the industries under this Ministry.
30. Communicating to the Corporation Government's social, economic and development policies and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare industrial policy.
31. Pricing policy of the products of nationalised industries.
32. Analysing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the Minister of any deviation in performance from budget and suggesting to the Minister for corrective actions.
33. Ensuring adherence to the financial rules and practices.

34. Submission of annual performance reports including balance-sheets of sector corporations to the Cabinet.
35. Secretariat administration including financial matters.
36. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Ministry.
37. Liaison with International Organisations and matters relating to protocols and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
38. All laws on subject allotted to this Ministry.
39. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
40. Fees in respect of any of the subject allotted to this Ministry except fees taken in courts.
41. Matters relating to ship building, breaking and recycling.**

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রম

০১. আইন, নীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৭ নামে একটি খসড়া আইনের উপর মন্ত্রিসভা-বৈঠকের নীতিগত অনুমোদন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ, মন্ত্রিসভা-বৈঠকের চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ এবং আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়া আইনটি বিল আকারে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উহা জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে।

০২. জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১৯ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪০১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৬-২০১৭ সালে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি				মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	-	০১	-	-	০১
বিসিআইসি	৪৬	৫৭	০	০	১০৩
বিএসএফআইসি	০৬	০	০	০	০৬
বিসিক	০১	০	০	০	০১
বিএসইসি	০	০	০	০	০
বিএসটিআই	০	০	০	০	০
বিআইএম	০	০	০	০	০
ডিপিডিটি	০২	০	০	০	০২
বিটাক	০	০	০	০	০
বিএবি	-	-	-	-	-
এনপিও	০৩	০	০	০	০৩
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০২	০	০	০১	০৩
মোট=	৬০	৫৮	০	০১	১১৯

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৬-২০১৭ সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত জনবলের তথ্য

দপ্তর/সংস্থার নাম	নিয়োগের শ্রেণি			মোট
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	
শিল্প মন্ত্রণালয়	-	০৩	-	০৩
বিসিআইসি	২৬	৪৫	০৫	৭৬
বিএসএফআইসি	৭৩	০	০	৭৩
বিসিক	৫৭	০	০৮	৬৫
বিএসইসি	৩৩	০	০	৩৩
বিএসটিআই	১৬	০৪	০৮	২৮
বিআইএম	০৭	০	০	০৭
ডিপিডিটি	০	০	০	০
বিটাক	১১	১৪	৮৯	১১৪
বিএবি	০	০	০	০
এনপিও	০২	০	০	০২
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০	০
মোট=	২২৫	৬৬	১১০	৪০১

০৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ৮৮৫ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০৭৫৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং ১৭৮ টি বৈদেশিক কর্মসূচিতে ২৯১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ৪৫ টি স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে ৮৬৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ৬৮ টি বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১০৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ২০১৬-২০১৭ সালে প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য

সংস্থার নাম	স্থানীয় প্রশিক্ষণ		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ		সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা		সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	
	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে
শিল্প মন্ত্রণালয়	২৫	৫৪০	১৩৫	২৩১	-	-	-	-
বিসিআইসি	১০৭	৫৫২	০৬	১০	২০	০৩	৩৪৮	০৬
বিএসএফআইসি	৩৯	১২৫১	০৩	০৪	০৪	০৩	০৬	০৩
বিসিক	৬৪৫	১৭৬২৩	০১	০১	০৬	০৪	১৬	০৪
বিএসইসি	২৮	১৫৭	০২	০২	০২	০৩	০৪	০৩
বিএসটিআই	-	-	-	-	-	-	-	-
বিআইএম	১২	১০২	০১	০২	০	০১	০	০১
ডিপিডিটি	০২	৫৪	১৫	২০	০২	১৫	১৬০	২০
বিটাক	০	০২	০	০৩	০	০	০	০
বিএবি	০৮	২৫২	০২	০২	০২	০৩	২৬০	০৫
এনপিও	১৪	১৬	০৯	১০	০৩	৩৬	৭০	৬২
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৭	০৬	০৪	০৬	০৬	০	০৩	০
মোট=	৮৮৫	২০৭৫৫	১৭৮	২৯১	৪৫	৬৮	৮৬৭	১০৪

৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

বর্ত মান সরকারের রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি অপরিহার্য কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় শিল্প মন্ত্রণালয় ০১ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৭ মেয়াদে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শ ন করা হয়। কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক উহা বাস্তবায়নে যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়।

বার্ষি ককর্ম সম্পাদনচুক্তি (Annual Performance Agreement) ২০১৬-২০১৭ বাস্তবায়ন

সরকারের নীতি ও কর্ম সূচিরযথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জন এবং সরকারি কর্ম কান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় গত ০৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁ ইয়া এনডিসি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষি ক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতেস্বাক্ষর করেন। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব এবং দপ্তর/সংস্থার পক্ষে স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষি ক ও বার্ষি ক অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বার্ষি ক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনও সিস্টেমে আপলোডসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি:

৫.১ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

(ক) <u>ডিপিডিটি ও এসআইপিও এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর</u>

গত ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে মেধাসম্পদ বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীনের মান সংস্থা SIPO (The State Intellectual Property Office of the People's Republic of China) এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকটি সম্পাদিত হওয়ায় উভয় দেশে মেধা সম্পদ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারস্পারিক আস্থা বৃদ্ধি পাবে। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিপিডিটির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

(খ) <u>বিএসটিআই ও এসএসি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর</u>

গত ২৬/০৪/২০১৭ তারিখে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও চীনের মান সংস্থা Standardization Administration of China (SAC) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দু'দেশের দুই মানসংস্থার মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। এছাড়া চীনে বিএসটিআই এর প্রত্যয়ন চিহ্ন সম্বলিত পণ্যের প্রবেশাধিকারের পথ সুগম হবে।

(গ) <u>বিএসটিআই ও বিএসবি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর</u>

গত ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও ভুটানের মান সংস্থা Bhutan Standards Bureau (BSB) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকটি বাস্তবায়ন করা হলে বিএসটিআই ও বিএসবি এর মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এর ফলে ভুটানে বিএসটিআই এর সনদ চিহ্ন সম্বলিত বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকারের পথ সুগম হবে।

৫.২ মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর বৈদেশিক ভ্রমণ/পরিদর্শন

(ক) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর ইরান সফর যৌথ বিনিয়োগে ইরানে ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ রেজা নেমাতজাদেহ-এর আমন্ত্রণে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি গত ০২-০৩ অক্টোবর, ২০১৬ ইরান সফর করেন। সফরকালে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পেট্রো-কেমিক্যাল, সার ও ইস্পাত শিল্পে সহায়তাসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দুদেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও ব্যবসার প্রসারে সরাসরি বিমান ফ্লাইট চালু এবং ব্যাংকিং সহায়তা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উভয় মন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এবং ইরান সরকারের শিল্পায়ন রূপকল্প-২০২৫ বাস্তবায়নে দু'দেশের মধ্যে অর্থ বহ সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে স্থবির হয়ে থাকা যৌথ অর্থ নৈতিক কমিশনের কার্য ক্রম পুনরায় চালুর বিষয়ে একমত হন। বৈঠকে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ইরানের চাবাহারে যৌথ বিনিয়োগে একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এছাড়া, তিনি জি-টু-জি (G2G) পদ্ধতিতে ইরান থেকে ইউরিয়া সার, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প সংক্রান্ত মেশিনারিজ ও পণ্য আমদানি এবং বাংলাদেশের ইস্পাত শিল্পে ইরানের সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হতে ইস্পাত প্রকৌশল বিষয়ক একটি প্রতিনিধিদল ইরানে প্রেরণের প্রস্তাব দেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, ইরানের উদ্যোক্তারা যৌথ বিনিয়োগে বাংলাদেশের পুরাতন চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, চিনিকলের উপজাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সরাসরি বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। তিনি বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্যসহ অন্যান্য কৃষিভিত্তিক পণ্য আমদানি করতে ইরানের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইরানের শিল্প, খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

(খ) United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) এর আমন্ত্রণে শিল্পমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সপ্তম থ্রিআর (3R) আঞ্চলিক ফোরামে অংশগ্রহণ।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) এর আমন্ত্রণে গত ০২-০৪ নভেম্বর, ২০১৬ অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সপ্তম থ্রিআর (3R) আঞ্চলিক ফোরামে যোগদান করেন। ফোরামে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণ খুবই ফলপ্রসূ এবং প্রশংসিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদারের লক্ষ্যে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাংক, উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন ও জাতিসংঘভুক্ত সংস্থাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা লাভের পথও সুগম হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য স্বল্প কার্বননির্গমনকারীশিল্পায়নের ধারা প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

০৬. সিআইপি (শিল্প)

৫৬ জন শিল্প উদ্যোক্তাকে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান

'সিআইপি (শিল্প)-২০১৫ কার্ড' বিতরণ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৫৬ জন শিল্প উদ্যোক্তার মাঝে 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি(শিল্প)-২০১৫ কার্ড' বিতরণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্ড বিতরণ করেন। ২০১৫ সালের জন্য পাঁচ ক্যাটাগরিতে নির্ব াচিত৪৯ জন এবং পদাধিকার বলে ০৭ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্র পেয়েছেন। এদের মধ্যে বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে ২৫ জন, মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে ১৫ জন, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে ০৫ জন, মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে ০২ জন, কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ০২ জন রয়েছেন। এ উপলক্ষে রাজধানীর একটি হোটেলে সিআইপি (শিল্প) কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । উল্লেখ্য, সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্রধারীদের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, বর্তমান সরকার দেশে বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন কার্য ক্রম জোরদারের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। টেকসই বেসরকারি খাতের বিকাশে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ প্রণয়ন করেছে। এর আলোকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার ১শ'টি অর্থ নৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন্ পরিবেশ দূষণ থেকে রাজধানীবাসীকে সুরক্ষায় সরকার সাভারে আধুনিক চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তুলছে। পাশাপাশি বিসিকের মাধ্যমে রাসায়নিক, প্লাস্টিক এবং হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্ব াচিত উদ্যোক্তারা শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্ম াণের অভীষ্ট লক্ষ অর্জনে নতুন উদ্যমে নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেশের শিল্পখাতসহ সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ ও পরিচালনায় সম্পৃক্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্ব াচনকরে থাকে। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিআইপি (শিল্প) নির্ব াচননীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে সর্বে াচ্চ৬০ (ষাট) জনকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে ঘোষণা করার সুযোগ রয়েছে । এর মধ্যে পদাধিকারবলে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর ১০ জন এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটেগরির ৫০ (পঞ্চাশ) জনকে নির্ব াচনকরা হয়। সর্ব শেষ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ সিআইপি (শিল্প)-২০১৫ হিসেবে মোট ৫৬ জনকে কার্ড বিতরণ করা হয়।

১৯৯৬ সাল থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রদান কার্য ক্রমশুরু হয়। সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্ব াচিতব্যক্তিবর্গ কে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্য ায়েবিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধ মানশিল্পায়নকে আরও বেগবান করা এবং অর্জিত অগ্রগতিকে ধরে রাখা ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে প্রণোদনামূলক কার্য ক্রমকেগুরুত্ব প্রদান আবশ্যক। মুক্ত বাজার অর্থ নীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে সার্থ ক হন সে বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্য ায়ে নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।

বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে সিআইপি (শিল্প) নির্ব াচনসংক্রান্ত তথ্য-

সন	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
২০১৪	১২	২১	৯	৬	২	১	৫	৫৬
২০১৫	৭	২০	১২	৪	২	২	৯	৫৬
সর্ব মো	৪১	৭৩	৩৪	১৯	৫	২	১৩	২০১

০৭. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (ship Recycling Industry)

পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সর্ব মোট১৯৩ টি জাহাজের অনুকূলে বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণি ত সময়কালে উক্ত জাহাজসমূহের অনুকূলেবিভিন্ন ফি বাবদ সর্ব মোট প্রায়২.০৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এসোসিয়েশন(বিএসবিএ) এর তথ্য মতে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কাস্টমস ডিউটি, AIT, ভ্যাট ইত্যাদি মিলিয়ে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সরকারি খাতে জমা হচ্ছে।

এ শিল্পের সার্বি ক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

(ক) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সার্বি ক উন্নয়ন পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ‘বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৭’ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গত অধিবেশনে বিল আকারে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। আইনটি কার্য কর হলে এ শিল্পের সার্বি ক তত্ত্বাবধানের জন্য জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড ও ওয়ান স্টপ সার্ভি স প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(খ) পরিবেশ সুরক্ষা এবং এ শিল্পে কর্ম রত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ শিল্পের সার্বি ক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে International Maritime Organization (IMO)’র সহায়তায় ‘Safe and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh’ শীর্ষ ক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজে Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) নির্ম াণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

০৮. আইসিটি ও ই- গভর্ন্যান্স কার্য ক্রম

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালের আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন ওয়েবপোর্টাল(www.moind.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে যা নিয়মিত আপডেট করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টালে জাতীয় শিল্পনীতি,জাতীয় লবণনীতি, ত্রৈমাসিক শিল্পবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ওয়েবপোর্টালে বাজেট ব্যবস্থাপনা, ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, বার্ষিক প্রতিবেদন ও ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা,GRS, তথ্য অধিকার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক তথ্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তা/কর্মচারীদের ইন্টারনেট ব্যবহার ও দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের জন্য সকল কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়কে ওয়াইফাই-এর আওতায় আনা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ২০ এমবিপিএস (মেগা বিট পার সেকেন্ড) ব্যান্ডউইডথ ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তার ডোমেইন ইমেইল আইডি খোলা হয়েছে এবং ই-মেইলে বিভিন্ন দাপ্তরিক তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া গত ০৯/০২/২০১৭ তারিখ হতে নথি ব্যবস্থাপনা (ই-নথি) মূল সার্ভারে চালু করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য ফেসবুক পেজ ও ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের হোমপেজের ছবি

০৯. শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও বাজেট প্রক্ষেপণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অনুন্নয়ন	২৫৫,৯৬,৩২	৩০৪,৭৫,০০	২৬২,২৩,০০	২১১,০৮,০০
উন্নয়ন	৫৬৩,৫৭,০০	১৫২০,১৫,০০	১৬৭২,১৭,০০	১৮৩৯,৩৮,০০
মোট	৮১৯,৯৩,৩২	১৮২৪,৯০,০০	১৯৩৪,৪০,০০	২০৫০,৪৬,০০

৯.১ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন):

(হাজার টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা	সংশোধিত বাজেট (২০১৬-১৭)		মোট সংশোধিত বাজেট (২০১৬-১৭)	বাজেট (২০১৭-১৮)		মোট বাজেট (২০৭-১৮)
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	(অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	(অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)
সচিবালয়	২৩,৬৫,৮০	৩৫,৫৮,০০	৫৯,২৩,৮০	*৭৭,১৪,২০	১৯১,৯৪,০০	২৬৯,০৮,২০
আন্তর্জাতিক চাঁদা	১,৮০,০০	-	১,৮০,০০	১,৮০,০০	-	১,৮০,০০
বিএসএফআইসি	*২৬,১০,০০	২৭,৩৭,০০	৫৩,৪৭,০০	১,২১,০০	২০৬,০০,০০	২০৭,২১,০০
বিসিক	১৪৪,০৫,২১	৩৯২,৭৫,০০	৫৩৬,৮০,২১	১৫৮,৪৬,০০	৮৪০,৪১,০০	১০৩৪,২৫,৯৭
বিআইএম	৮,৬১,৫০	-	৮,৬১,৫০	৮,৮৬,৪০	-	৮,৮৬,৪০
বিটাক	৩৮,৪৬,৯৩	১২,০২,০০	৫০,৪৮,৯৩	৪২,৩২,০০	১৭,০১,০০	
ডিপিডিটি	৫,২৩,০০	-	৫,২৩,০০	৬,০০,৪০	-	৬,০০,৪০
এনপিও	৪,৫৮,২৫	১,০০,০০	৫,৫৮,২৫	৫,০৯,০০	২৫,০০,০০	৩০,০৯,০০
বয়লার	১,৩৩,৭৩	-	১,৩৩,৭৩	১,৭৯,০০	-	১,৭৯,০০
বিএবি	২,১১,৯০	-	২,১১,৯০	২,০৭,০০	-	২,০৭,০০
বিসিআইসি	-	৬৫,৫৬,০০	৬৫,৫৬,০০	-	১৪৩,৭৯,০০	১৪৩,৭৯,০০
বিএসইসি	-	১,২০,০০	১,২০,০০	-	২৪,০০,০০	২৪,০০,০০
বিএসটিআই	-	২৮,৪৯,০০	২৮,৪৯,০০		৭২,০০,০০	৭২,০০,০০
মোট	২৫৫,৯৬,৩২	৫৬৩,৯৭,০০	৮১৯,৯৩,৩২	৩০৪,৭৫,০০	১৫২০,১৫,০০	১৮২৪,৯০,০০

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএসএফআইসিকে *২৫,০০,০০ (পঁচিশ কোটি) টাকা ভূর্তকী প্রদান করা হয়েছে এবং
২০১৭-১৮ অর্থ বছরেবিসিকের এসএমসিআইএফ-কে *৫০,০০,০০ (পঞ্চাশ কোটি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৯.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন(অনুন্নয়ন):

(হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি %	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি %
সচিবালয় (শিল্প মন্ত্রণালয়)	২৩,৬৫,৮০	২০,৯৭,৫০	৮৮.৬৬	৮৮.৮৮
আন্তর্জাতিক চাঁদা	১,৮০,০০	১,৫৭,৮৮	87.71	৭৩.৫৯
বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পো রেশন(বিএসএফআইসি) মেরামত মঞ্জুরী	২৬,১০,০০	২৬,১০,০০	১০০	১০০
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পো রেশন (বিসিক)	১৪৪,০৫,২১	১৪৪,০৪,১১	১০০	১০০
বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৮,৬১,৫০	৮,৬১,০০	১০০	১০০
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৩৮,৪৬,৯৩	৩৮,৪৬,৯৩	100	৯০
বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিশেন বোর্ড (বিএবি)	২,১১,৯০	১,৬৬,৫৪	78.59	১০০
প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য াল'	১,৩৩,৭৩	১,২৪,৯৬	93.44	৮৭.১৬
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর	৫,২৩,০০	৪,৯৪,১৬	94.49	৮৮.৬৩
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন (এনপিও)	৪,৫৮,২৫	৪,৩৫,২২	94.97	৯৭.৫৩
মোট শিল্প মন্ত্রণালয়	২৫৫,৯৬,৩২	২৫১,৯৮,৩০	৯৮.৪৪	৭৭.০১

৯.৩ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রাপ্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(হাজার টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৬-১৭ প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা	জুন/১৭ পর্য ন্ত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ	২০১৬-১৭ বাস্তবায়ন অগ্রগতি %	২০১৫-১৬ বিগত অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি %
সচিবালয়	৭৪,৯১,৫৭	৬৪,৬৮,৬১	৮৬.৩৫	৯৫.৯৬
স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৩৬৯,৩৬,১৭	২২২,১৫,০৬	৬০.১৪	৬২.১১
বয়লার পরিদর্শ কের কার্য লয়	৩,৭৮,১৬	৪,৭১,৮৯	১২৪.৭৯	১১৩.৬৪
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	১৫,৬৩,৭০	১৬,৫৪,৭০	১০৫.৮২	১২৪.৮১
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন	১০,২১	১,১৯	১১.৬৬	১০৩.৯৬
মোট =	৪৬৩,৭৯,৮১	৩০৮,১১,৪৫	৬৬.৪৩	৭০.১৪

৯.৪ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লভ্যাংশ/রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা:

(হাজার টাকায়)

প্রাতিঃ কোড নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৭-১৮ বাজেট
৩৯০১	মন্ত্রণালয়	৮৪,০২,৭৮
৩৯০৫	স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৪১৪,৬৭,৮৪
৩৯৩১	বয়লার পরিদর্শ কের কার্য লয়	৪,৫৩,০০
৩৯৩৪	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর	২০,২৮,৭৫
৩৯৩৭	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)	১১,৬৩
	মোট-	৫২৩,৬৪,০০

৯.৫ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ/রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা:

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	২০১৭-১৮ অর্থ বছর
১।	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পো রেশন(বিসিআইসি)	১১০,০০,০০
২।	বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পো রেশন(বিএসইসি)	৫৫,০০,০০
৩।	বৃটিশ-আমেরিকা টোবাকো কোম্পানি	২,২০,০০
৪।	নূভিস্তা ফার্ম া(বাংলাদেশ) লি.	৭,৫০
৫।	ইউনিলিভার (বাংলাদেশ) লি.	২৪০,০০,০০
৬।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড	২,৮৫,৬০
৭।	রেকিট এন্ড বেনকাইজার (বাংলাদেশ) লি.	৭০,০০
৮।	মিরপুর সিরামিক ওয়ার্কস লি.	১,১২
৯।	হিমাদ্রি লিমিটেড	২২
১০।	দি বেংগল গ্ল্যাস ওয়ার্কস লি.	৮,২০
১১।	কর্ণ ফুলি ফার্টি লাইজার কোঃ	২,৩৫,২০
১২।	স্যানোফি এ্যাভেনটিস (বাংলা) লি.	১,৪০,০০
	মোট	৪১৪,৬৭,৮৪

৯.৬ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরেউন্নয়ন বাজেট এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	জাতীয় পর্য ায়	শিল্প মন্ত্রণালয়
২০১৬-১৭	৪৯	৫৬৩.৫৬	৪৭৮.১৬	৮৫.৩৯	৯০%	৮২.২৫%

৯.৭ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বিবরণ	বাজেট ২০১৬-১৭		মোট
		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়
সচিবালয়	৪	৩৪.১৬	২৪.৭৩	২০.৭১
বিসিআইসি	৩	৬৫.৫৬	৬৫.৫৬	৬৫.৪৩
বিএসএফআইসি	৩	২৭.৩৭	১৬.৭৫	১৪.০৩
বিসিক	২৮	৩৯২.৭৬	৩৫৫.৬৮	৩২৪.৫১
বিটাক	২	১২.০২	১২.০২	১১.৮৬
বিএসটিআই	৬	২৮.৪৯	২৫.২৪	২২.৪৯

৯.৮ মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্য ক্রমসমূহ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্য ক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
১. শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন	●বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর ●শিল্পে উৎপাদিত নতুন পণ্যের Design নিবন্ধন ●শিল্প পণ্যের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন	●পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
	●ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন ●বিপণন সমীক্ষা ও সাব-সেক্টর স্টাডি পরিচালনা ও প্রকাশ ●বিপণন ব্যবস্থাকরণ ●বেকারত্ব দূরিকরণ	●বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
২. পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ	●পণ্যের জাতীয় মাননির্ধারণ ওআন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান (Harmonization)	●বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউশন (বিএসটিআই)
	●মান নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম পরিচালনা ●ডায়াগোনোস্টিক ল্যাবরেটরিসহ সকল টেস্টিং ল্যাবরেটরির মান নিয়ন্ত্রণ ●খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ●ISO 15189অনুসারে মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান ●ISO/IEC 17020 অনুসারে পরিদর্শন সংস্থাকে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান	●বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
	●লবন উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	●বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
৩. পরিবেশবান্ধবশিল্প শিল্পায়ন	●অপারেটরের পরীক্ষা গ্রহণ ●বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদান ●বয়লার সার্টি ফিকেশন	●প্রধান বয়লার পরিদর্শন কার্যালয়
	●Common Effluent Treatment Plant (CETP)স্থাপন	●বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
৪. উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ	●লবণে আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ ●শিল্প পণ্যের উৎপাদন জোরদারকরণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ	●বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক)
	●ভোজ্য তেলে ভিটামিন"এ" মিশ্রণ সমৃদ্ধকরণ	●সচিবালয়
	●সার, কাগজ, সিমেন্ট, স্যানিটারিওয়্যার, হার্ড বোর্ড কেবলস ও গ্লাসশীট উৎপাদন অব্যাহত রাখা ●কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার আমদানি	●বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)
	●চিনির উৎপাদন অব্যাহত রাখা	●বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
	●কেবলস উৎপাদন অব্যাহত রাখা ●জাহাজ নির্মাণশিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান	●বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি)
৫. শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা	●ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	●বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM)
	●হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বর্ধন	●বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র (বিটাক)
	●রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানাগুলোর শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য	●ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্য ক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা
১	২	৩
	প্রশিক্ষণ প্রদান	অর্গানাইজেশন
৬. কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	●নুতন সার কারখানা স্থাপন করা	●বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
	●প্রকৌশলশিল্প পণ্য উৎপাদন	●বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন(বিএসইসি)
৭. রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা	●সরকারি-বেসরকারি শিল্পকারখানা অলাভজনক হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম পরিচালনা	●ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

৯.৮ (ক) দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৯.৮ (খ) দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৯.৮ (গ) শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ শিল্প নীতি ও আইনসমূহ যুগোপযোগী করা হলে শিল্প বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। শ্রম স্বার্থ রক্ষা ও উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে উঠবে কর্ম সংস্থান এবং দেশের সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থানের পাশাপাশি তাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমূহের সংস্কারের ফলে উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কর্ম ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকিহ্রাস করবে ফলে শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

৯.৮ (ঘ) পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ গুণগত ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সহজলভ্য করা হলে, তা ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী নারীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখবে। ফলে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৯.৮ (ঙ) পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিতহলেশিল্প পরিবেশের উন্নতি হবে। ফলে শিল্প শ্রমিকসহ আশে-পাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ফলে কর্মজীবী মায়েদের সুস্বাস্থ্য এবং তাদের পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৯.৮ (চ) উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ সার উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃষিজ পণ্যশিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে। এতে দরিদ্র চাষীদের অর্থনৈতিকস্বচ্ছলতাবৃদ্ধি পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ কৃষি খাতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নারীরা জড়িত। শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে নারীর উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশের ফলে নারীর কর্ম সংস্থানের হারও বৃদ্ধি পাবে।

৯.৮ (ছ) শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকদের বর্ধি ত আয় নিশ্চিত হবে

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন শ্রম প্রশিক্ষণ কার্য ক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে নারীউদ্যোক্তাদের অনুপাত নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৯.৮ (জ) কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে মঙ্গা এলাকায় এ ধরনের কার্য ক্রম গ্রহণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ কর্মে সম্পৃক্ত থাকবে, যা মঙ্গা এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ হলে মূলত: নারীদের কর্ম সংস্থান বেশি হবে যা তাদের অর্থ নৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে

৯.৮ (ঝ) রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ পূর্ণ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা এবং অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক করা হলে চাকরির নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও শ্রম অসন্তোষ হ্রাস পাবে। ফলে সার্বি ক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে

৯.৯ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ	
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অনুন্নয়ন	১০৪১,৫৩,৯৬	১০০৯,৪১,২৫	১১০২,৪৭,০২	১১৮৬,৮৩,৫৪
উন্নয়ন	৫৫০,৯৮,৭১	৯৫৭,১৩,৮১	১০০১,২৯,৩০	১০৮৫,৭৮,৫৬

৯.১০ অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্ম সূচিসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes)

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্ম সূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনানুযায়ী শিল্প স্থাপন দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সম্ভাবনা ও চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, প্লাস্টিক মুদ্রণ, মৌ-চাষ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। অন্যদিকে দেশের গ্যাস, কয়লা, খনিজ এবং কৃষিজ কাঁচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি Balancing Modernization Replacement and Expansion (BMRE) এর মাধ্যমে বন্ধ কারখানা চালুকরণ ও লাভজনক করার মাধ্যমে কর্ম সংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন • কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি • রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা
২. বিসিকের শিল্প নগর-অর্থ নৈতিকজোন কর্ম সূচিকেশক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ শিল্প নগর প্রতিষ্ঠা কর্ম সূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থ নৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো নির্মা ণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে ঔষধ	• পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্য ায়ে উন্নীতকরণ • উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ

অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্ম সূচিসমূহ	সংশ্লিস্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য
শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ ত অর্জন ও ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা • কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৩. কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ তাঅর্জন দেশে সারের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ তা অর্জনের জন্য সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে আরো ১ (এক) টি নতুন সার কারখানা স্থাপন করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ
৪. দূষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত করা ঢাকা নগরীর দূষণ হ্রাসের জন্য বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষ্যে ট্যানারি, গার্মেন্টস ও ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পসমূহকে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণপূর্ব ক নগরীর বাইরে স্থানান্তর করা এবং শিল্প পার্কসমূহে "Common Effluent Treatment Plant(CETP)"বাস্তবায়ন করা দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য অপরিহার্য বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন
৫. শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান বিসিক এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

৯.১১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্ম কৃতি নির্দে শকসমূহ(Key Performance Indicators)

নির্দে শক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. জিডিপিতে শিল্প(ম্যানুফ্যাকচারিং)খাতের অবদান	১-৭	%	৩১	৩১.২৮	৩২	৩৫	৩৫	৩৭	৩৮
২. শিল্প উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার									
ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	২,৪,৫,৭	%	১২	১১.০১	১৩	১৪	১৪	১৫	১৬
খ) ক্ষুদ্র শিল্প			১২	৭.০২	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
৩. রাসায়নিক সারের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের হার	৪,৬	%	59.0	43.93	৫১.৯৬	51.96	৫১.৯৬	5১.৯৬	৫২
৪. চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ব অংশ	৪	%	১১		১১	১১	১১	১১	১২

৯.১২ মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতিক অর্জন:

বিগত তিন বছরে শিল্পমন্ত্রণালয় দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগমান করতে "শিল্পনীতি ২০১৬" ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন শিল্প নীতিতে বিবৃত হয়েছে। পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থি ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পকারখানার মাধ্যমে সার, চিনি, কাগজ উৎপাদন, মোটরযান সংযোজন, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের মান সুরক্ষা এবং মেধা সম্পদ সংরক্ষণ করেছে। শিল্পমন্ত্রণালয় সম্প্রতি বার্ষি ক ৫.৮০লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষম নতুন একটি সার কারখানা স্থাপন করেছে।

১০.মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়:

বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	**নারীর হিস্যা**	**শতকরা হার**
মোট বাজেট	৮২০	২৬৪	৪৩.৩৪
উন্নয়ন বাজেট	৫৬৩	১৬৫	২৯.৩০
অনুন্নয়ন বাজেট	২৫৬	৩৬	১৪.০৪

১১. নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:

নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত স্বংসম্পূর্ণ অনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের অর্থ নৈতিক মূলধারায় অধিকহারে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সহজশর্তে আর্থি ক সুবিধা নিশ্চিত করতে দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরুপ:

(ক) ভিশন-২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)- এর কার্য ক্রমসম্প্রসারণ পূর্ব কআত্মকর্ম সংস্থানসৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষ কপ্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৩৭৬ জন মহিলাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১২৫৫ জন মহিলার কর্ম সংস্থান হয়েছে। অবশিষ্টদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে স্বাবলম্বি হচ্ছে। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে Skill for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় মেশিনসপ, ওয়েল্ডিং ও ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড ১২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে থেকে প্রায় ৭০% বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে মহিলা হোস্টেল নির্ম াণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের কার্য ক্রমপ্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ও ভোকেশনালের প্রায় ২০০ জন ছাত্রীকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) বেসরকারি পর্য ায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করছে। এ লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। বিসিক কর্তৃক যে সকল শিল্প নগরী/পার্ক স্থাপন করার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, সে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮১৯ জন নারীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩,০০০ জনকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌচাষের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে আশা করা যায় প্রকল্প মেয়াদে ২,০০০ জন মহিলা উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। প্রশিক্ষণ শেষে মৌখামার স্থাপনকল্পে ঋণ নিতে ইচ্ছুক মহিলাদেরকে ঋণ প্রদান করা হবে। ৯% সরল সুদে সর্বো চ্চ২৫,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হবে। এতে করে প্রশিক্ষিত নারীদের সাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

(ঘ) ১৯৯৭-৯৮ সালে পরিচালিত গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনে জানা যায়, শিশু ও গ্রামীণ নারীদের (বিশেষভাবে গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারী মা) মধ্যে ভিটামিন-'এ' ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করে। এ ছাড়া কিশোরীদের মধ্যেও ভিটামিন-'এ' ঘাটতিজিনত রোগ দেখা যায়। ভিটামিন-'এ' এর অভাব থেকে মহিলা ও শিশুদের অ্যানিমিয়া হতে পারে, গর্ভ কালীন মৃত্যুঝুঁ কি ও বিষন্নতা বাড়ায় এবং কার্য ক্ষমতা কমায়। ভিটামিন'এ' ঘাটতিজনিত সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে ইউনিসেফ-এর কারিগরি সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা গর্ভ বতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মা এবং কিশোরীদের অপুষ্টি প্রতিরোধ সবচেয়ে উপযোগী কার্য ক্রম এবং সমগ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(ঙ) এসএমই ব্যাংকিং এর প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সার্বি ক কর্ম কৌশলের অংশ হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়। দেশের তফসিলি ব্যাংক ও আর্থি ক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক২০১৭ সালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১,৩৩,৮৫৪ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।২০১৬ সালে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ১১৩,৫০৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৪১,৯৩৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১২৫%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যাংক ও আর্থি কপ্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ১২৯,০৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ১৭.১৭% বেশী। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে এসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৭২,৩৪৪ কোটি টাকা যার মধ্যে ব্যবসা খাতে ৪৬,৬০৩ কোটি টাকা, শিল্প খাতে ১৭,৫২৬ কোটি টাকা এবং সেবা খাতে ৮,২১৫ কোটি টাকা ।

(চ) কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ যাতে স্বল্প খরচে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে বেশ কয়েকটি পুনঃঅর্থ ায়ন স্কিম চালু রয়েছে। এ স্কিমসমূহের আওতায়২৮/০২/২০১৭ তারিখ পর্য ন্ত৫৩,৯১৯টি এসএমই উদ্যোগে অর্থ ায়নের বিপরীতে৬,২৫৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থ ায়ন প্রদান করা হয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত যেমন নারী উদ্যোক্তা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, নতুন উদ্যোক্তা, উৎপাদনশীল খাতে পুনঃঅর্থ ায়ন স্কিমসমূহের আওতায় অর্থ ায়ন অব্যাহত থাকবে । নিজস্ব অর্থ য়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের (এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক, জাইকা, ইরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি) অর্থ ায়নের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে নতুন নতুন পুনঃঅর্থ ায়ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এসএমই নারী উদ্যোক্তা খাতে সর্ব মোট৫,৪৮৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থ ব্ছরের তুলনায় ১৫২০ কোটি টাকা বেশী। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রথম ছয়মাসে এসএমই নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণবিতরণের পরিমাণ ২,২৬৩ কোটি টাকা। এসএমই খাতে বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা খাতে বিতরণের হার ২০১০-১১ অর্থ ব্ছরে ৩.৬৩ শতাংশ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে৪.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

(ছ) ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইউএনসিডিএফ) এর অর্থ ায়নে পাইলট ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম প্রণয়ন করা হচ্ছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদেরকে সহজ শর্তে অর্থ ায়নেরসুযোগ প্রদাণের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করতে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পুর্না ঙ্গএকটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম গঠণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। Asian Development Bank (ADB) and Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থি ক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত "স্কীলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)" এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০,২০০ জনকে বাজার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের টার্গে টগ্রুপে রয়েছে ৪০ শতাংশ নারী।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরেএ প্রকল্পের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম অব্যাহত থাকবে।

(জ) প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য ালয় বয়লার আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। শিল্প কারখানায় স্থাপিত বয়লারসমূহের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করার ফলে কর্ম ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও দুর্ঘ টনার ঝুঁ কি হ্রাস পাচ্ছে যা নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

(ঝ) দ্রুত শিল্পায়ন তথা শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এনপিও কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক মোট ৫৩ টি প্রশিক্ষণ কর্ম সূচির আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ২২০৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া এনপিও এপিও-র সহযোগিতায় বাংলাদেশে ০৩টি আন্তর্জাতিক কর্ম শালার আয়োজন করে। উক্ত কর্ম শালায় বিভিন্ন দেশের ৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১২. শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্য ক্রমঃ

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ৯৯% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এসএমই যা অর্থ নীতির প্রধান চালিকা শক্তি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সমন্বয়ে দেশে মোট এস্টাব্লিসমেন্টের সংখ্যা ৭৮,১৮,৫৬৫টি যার মধ্যে কুটির শিল্প ৮৭.৫২%, মাইক্রো শিল্প ১.৩৩%, ক্ষুদ্র শিল্প ১০.৯৯%, মাঝারি শিল্প ০.০৯% এবং বৃহৎ শিল্প ০.০৭% (সূত্রঃ অর্থ নৈতিক শুমরি-২০১৩)। এসএমই সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই মূলতঃ এসএমই অধিশাখার মূল লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে শিল্প সমৃদ্ধ আত্মনির্ভরশীল ও মধ্যম আয়ের দেশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এ অধিশাখা কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অধিশাখার কার্য ক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম কার্য ক্রম ছিল ইউরোপিয় ইউনিয়নের আর্থি ক ও কারিগরি সহায়তায় **"Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED)"** শীর্ষ ক প্রকল্পটির কার্য ক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন। প্রকল্পের আওতায় এসএমই সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি পর্য য়ে চামড়া, টেক্সটাইল, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ফার্নি চার খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।২০,০০০ হাজারের অধিক ব্যক্তি প্রকল্পের প্রত্যেক সুবিধাভোগী। প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ১ ও ২বি এর অধীনে সম্পাদিত কার্য ক্রম নিম্নেউল্লেখ করা হলোঃ

<u>প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট-১ এর অধীনে সম্পাদিত কার্য ক্রম নিম্নরূপঃ</u>

- জাতীয় এসএমই নীতি-২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন;
- এসএমই ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজিক পলিসি প্রণয়ন;
- বিভিন্ন বিষয়ের উপর সর্ব মোট৪২টি প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপের আয়োজন। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সর্ব মোট৯২৮জন যার মধ্যে ৫৭% পুরুষ এবং ৪৩% নারী;
- চারটি সেমিনার আয়োজন যাতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৬০০ জন;
- *"The State Of The SME Sector-The Manufacturing SME Sector In Bangladesh"* শীর্ষ ক সার্ভে সম্পাদন। ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট জেলার সর্ব মোট১২০০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ৯১টি বিজনেস এসোসিয়েশনের উপর উক্ত সার্ভে টি পরিচালনা করা হয়।
- (১) বিজনেস এনভারোনমেন্ট ফর এসএমই; (২) বিজনেস এডভাইজরি সার্ভি স ফর এসএমই, (৩) এক্সেস টু ফাইনেন্স ফর এসএমই; (৪) প্রোপার্টি এন্ড ল্যান্ড এ্যাভেইলেভিলিটি ফর এসএমইএবং (৫) বেস্ট প্র্যাক্টিস ইন এসএমই ডেভেলপমেন্ট শীর্ষ ক পাঁচটি ওয়ার্কিং পেপার/রিসার্চ পেপার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- (১) ট্রেনিং নিড এনালাইসিস; (২) জব এনালাইসিস-কমপ্লিট এন্ড কম্প্রিহেসসিভ জব প্রোফাইল ফর ইচ মেইন জব অব এসএমই ফাউন্ডেশন; (৩) অর্গ ানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজি; (৪) অপারেশনাল ম্যানুয়াল; এবং (৫) মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম শীর্ষ ক পাঁচটি পেপার এসএমই ফাউন্ডেশনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

<u>কম্পোনেন্ট-২বি এর অধীনে সম্পাদিত কার্য ক্রমঃ</u>

কম্পোনেন্ট ২ এর অধীনে বিজনেস ইন্টারমেডিয়ারি অর্গ ানাইজেশনসমূহকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে১০টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে সর্ব মোট১৯,৯৫৮ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে ১৫,৯১৪ জন (৭৯.৭৪%) পুরুষ এবং ৪,০৪৪ জন (২০.২৬%) নারী। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে ৪,০৬০ জনের নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং৮,১১১ জনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও চামড়া খাতে দুটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার ও একটি নলেজ সেন্টার, প্যাকেজিং খাতে একটি টেস্টিং ল্যাবরেটরি, স্পেশালাইজড টেক্সটাইল খাতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ২০টি ন্যাচারাল ফাইবার মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এ অধিশাখার তত্ত্বাবধানে এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের অর্থ ায়নে বাস্তবায়নকারী কম্পোনেন্ট২ এর অধীনে প্রকল্প এবং এতে অনুদানের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুদানের পরিমাণ (ইউরো)
১	বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা)-২টি প্রকল্প	৯,০৯,৫৩৭.৫৩
২	লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্ট াস এসোসিয়েশ(এলএফএমইএবি)-২টি প্রকল্প	৯,৩৯,৮১৮.৯১
৩	বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস এন্ড পাওয়ার লুম ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ)	১,৯৪,৫৬৭.৮৪
৪	বাংলাদেশ ফার্নি চার ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স এসোসিয়েশ	১,৯৪,০৭২.০৪
৫	বাংলাদেশ ওইমেন চেম্বার অব কর্ম াস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি(বিডাবিস্নউসিসিআই)	৭,১৫,৫৭০.৬৬
৬	বাংলাদেশ গার্মে ন্টস এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্ট ার্স এসোসিয়ে (বিজিএপিএমইএ)	১,৭৪,০৩৯.১৪
৭	অরোরা কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.	১,৭১,২৫৩.৯৩
৮	ইন্টারন্যাশনাল এ্যাপারেল ফেডারেশন (আইএএফ)	১,১৯,৫০৫.৫৭

বিজনেস ইন্টারমেডিয়ারি অর্গ ানাইজেশন(BIOs) দ্বারা বাস্তবায়িত উপ প্রকল্পসমূহ সফলভাবে সমাপ্তি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত উপ প্রকল্পগুলোর সমাপনি অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, প্রকল্প পরিচালক, ইইউ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে গত ১৯.১১.২০১৬ তারিখে হোটেল লেকশোর-এ INSPIRED প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁ ইয়া এনডিসি, ইউরোপিয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত জনাব পিয়েরে মিয়াদাইন, প্রকল্প পরিচালক জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ খায়রুল কবীর মেনন ছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্তাগণ ও উপ প্রকল্পসমূহের কর্ম কর্তাগণ এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অন্যদিকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এসএমই নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের এসএমই নীতি পর্য ালোচনা এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার/অংশীজনদের সাথে বিভিন্ন সময় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করতঃ যুগোপযোগী এসএমই নীতি'র একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া নীতিটি বর্তমানে যাচাই বাছাই পর্য ায়ে রয়েছে। নতুন এসএমই নীতি প্রণয়ন হলে তা দেশের এসএমই বিকাশে পূর্বে র তুলনায় অধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, গত ২৬.১২.২০১৬ তারিখে এসএমই অধিশাখার সাথে বিটাক অধিশাখাকে একত্রিত করে একটি নতুন ওয়ার্কিং অধিশাখার কার্য ক্রম শুরু হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র(বিটাক) এর কার্য ক্রম পরিদর্শ ন,মূল্যায়ন, ও পরামর্শ প্রদান এই অধিশাখার কার্য ক্রমের আওতাভুক্ত। গত অর্থ বছরে এসএমই ফাউন্ডেশন৮০০ জনের অধিক ব্যক্তিকে এবং বিটাক ২৩৫৫ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ফলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্ম সংস্থান তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিটাকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায় সকলেই বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছেন অথবা আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

১৩. প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়ন:

- বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ অর্জনে দীর্ঘ মেয়াদীপরিকল্পনা হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ৭ম পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলের আলোকে গৃহীত অর্থ নৈতিকখাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বার্ষি কউন্নয়ন কর্ম সূচি (এডিপি)। এ বার্ষি কউন্নয়ন কর্ম সূচির অংশ হিসেবে শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৪৯টি প্রকল্পের অনুকূলে **মোট ৫৬৩.৫৬ কোটি** টাকা বরাদ্দ ছিল (জিওবি ৪৭৮.১৭ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৫.৩৯ কোটি)। এ বরাদ্দ হতে জুন ২০১৭ পর্য ন্ত৫০০.৬২ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৮৮.৮৩%) অবমুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে জিওবি ৪২৯.৬৩ কোটি (বরাদ্দের ৮৯.৮৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০.৯৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮৩.১৪%)। এ সময়ে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয়ের পরিমাণ **মোট ৪৫৯.৬৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮১.৫৭ %)**, যার মধ্যে জিওবি ৩৩৩.৩৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৯.৭২%) এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৬.৩০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৪৭.৯১%)।

- বাংলাদেশের অর্থ নীতিঅদ্যাবধি কৃষি নির্ভর এবং কৃষি খাতে সারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারের এ **ক্রমবর্ধ মান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "শাহজালাল ফার্টি লাইজারপ্রজেক্ট (সংশোধিত)"** শীর্ষ ক প্রকল্পটি মোট ৪৮৭৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৮৮৩৬.৭২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬০৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পের জিওবি অংশের কাজ অসমাপ্ত থাকায় পুনরায় প্রকল্পটি মোট ৫০৫৩৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৬৭৯১.৩৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬০৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি খাতে প্রতিবছর প্রায় ২৫ লক্ষ মে. টন সারের চাহিদা রয়েছে। সারের এ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান সার কারখানাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ কার্য ক্রমের পাশাপাশি বার্ষি ক ৫.৮০ লক্ষ মে. টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন শাহজালাল ফার্টি লাইজারের কারখানা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখান হতে নিয়মিত সার উৎপাদিত হচ্ছে।

- সিমেন্ট ও ক্লিংকার উৎপাদনের জন্য ছাতক সিমেন্ট কারখানা বিএমআরইকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের বন্ধ কারখানা চালু করার অংশ হিসেবে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল প্রাংগনে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের জন্য প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে সার সংরক্ষণ ও বিতরন সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের)টি বাফার গুদাম নির্মাণ এবং ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (UF-85) প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫০১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে "Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries in Bangladesh"-শীর্ষ কপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিসিকের চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজরীবাগস্থ ট্যানারি শিল্পসমূহকে সাভারে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে সাভারে ২০০ একর জমিতে উন্নত পল্ট তৈরির মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে চামড়া শিল্পনগরীতে CETP ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, STP (Sewege Treatement Plant) নির্মাণ, SPGS (Sludge Power Generaation System) নির্মাণ, SWMS (Solid Waste Management System) নির্মাণ, স্থাপন ও ট্যানারি মালিকদের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান কার্য ক্রমএবং ট্যানারি মালিকদের কারখানা নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে মন্ত্রণালয়, বিসিক, প্রকল্প কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানসহ নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে এবং বর্তমানে সার্বি ককার্য ক্রমসন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণও ট্যানারি শিল্প নির্মাণ করতঃ আনুষঙ্গিক যাবতীয় কাজ শেষ করে হাজারীবাগ হতে ট্যানারিগুলো চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের আরো উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়াতে সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারসহ একটি শিল্প পার্ক স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এজন্য ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এ শিল্প পার্কে ৩.২৭ একর আয়তনের 'এ' টাইপ প্লট ৩০টি, ২.৩৫ একর আয়তনের 'বি' টাইপ প্লট ৫টি এবং ১.৩৩ একর থেকে ৩.০০ একর আয়তনের 'এস' টাইপ প্লট ৭টি সহ মোট ৪২টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে। এ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- সার্ব জনীনআয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্য ক্রমেরমাধ্যমে দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়নে সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সার্ব জনীনআয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্য ক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিপূরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্ল্যান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে এবং দেশ হতে গলগন্ড রোগ দূরীভূত হয়েছে।

- বিসিকের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্লাস্টিক কারখানা এবং মুদ্রণ শিল্প সমূহকে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে একটি আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব জায়গায় স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিসিক প্লাস্টিক শিল্প নগরী এবং বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী-শীর্ষ কপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার আবাসিক এলাকা হতে সকল কেমিক্যাল গোডাউন/কারখানা অপসারণের লক্ষ্যে উন্নত ভৌত অবকাঠামো সমৃদ্ধ এবং স্বাস্থ্যসম্মত কেমিক্যাল পল্লী স্থাপন, রংপুর, বিসিকের ৮টি শিল্প নগরীসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, নরসিংদী, রাউজান, বরিশাল শিল্প নগরীসমূহ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- বিএসটিআই এর কার্য ক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন পাঁচটি জেলায় (কুমিল্লা, কক্স-বাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং রংপুর) বিএসটিআই আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হচ্ছে। বিএসটিআই এর চট্টগ্রাম ও খুলনা কেন্দ্রের আধুনিকায়নের কার্য ক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া "Establishment of Testing facilities of Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor in BSTI"-শীর্ষ কপ্রকল্পের মাধ্যমে বিএসটিআই এর Air conditioner, Refrigerator, Electric fan & Electric Motor পরীক্ষার জন্য ল্যাব স্থাপিত হচ্ছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউরোপিয় ইউনিয়ন-এর আর্থি কএবং ইউনিডো-এর কারিগরি সহযোগিতায় Better Work and Standards Programme (BEST) বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের উৎপাদিত পণ্য, উপকরণ বা যন্ত্রপাতির গুণগতমান ও গ্রাহক সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশি পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে National Quality Policy প্রণয়ন করা হয়েছে।

- ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে "Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)"-শীর্ষ ক প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেইন-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ এবং জেলায় কর্ম শালাআয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি গোল টেবিল বৈঠক ও একটি র‍্যালি আয়োজন করা হয়েছে। "ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটি মোবাইলকোর্ট আইন ২০০৯-এর সিডিউলভুক্ত করা হয়েছে।

- "নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি মোট ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত: বিদ্যমান চিনিকলটির উৎপাদন বহুমূখীকরণের মাধ্যমে চিনির পাশাপাশি রিফাইন্ড সুগার, এ্যলোকোহল, বায়োগ্যাস ও বায়ো-কম্পোস্ট উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্য ন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিপোর্ট বুয়েট, BERC, PDB, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্য ালোচনা কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

- "ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষ কপ্রকল্পটি মোট ১০১৫৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল। সম্প্রতি প্রকল্পটি **৪৮৫৬২.০০** লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধনের প্রস্তাব একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মূলত: বিদ্যমান চিনিকলের সাথে পরীক্ষামূলক বিট সুগার প্ল্যান্ট, সুগার রিফাইনারি, কো-জেনারেশন, ডিস্টিলারি, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং বায়োকম্পোষ্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হবে। জুন ২০১৬ পর্য ন্তপ্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ৮%। ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

- বিটাক কর্তৃক হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ শীর্ষ ক প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুরুষ এবং মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পটি ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল। সম্প্রতি প্রকল্পের তৃতীয় সংশোধনের প্রস্তাব একনেকে

অনুমোদিত হয়েছে। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১৯৬.৬৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৯। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪৮৪০ জন পুরুষ এবং মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জুন ২০১৬ পর্য ন্ত সময়ে ১০০৮০ জন পুরুষ এবং ৭২০০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন ২০১৬ পর্য ন্তক্রমপুঞ্জিভূত আর্থি ক অগ্রগতি ৯৯.৩১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০ %। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন অগগ্রতি আর্থি ক ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব ১০০%। এছাড়াও "বিটাকের কার্য ক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন"-শীর্ষ কপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় টুল ভবন নির্ম াণকাজ শুরু হয়েছে।

১৪. মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্য ক্রম

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১১টি দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তির চিত্র:

ক্রমিক নং	দপ্তর /সংস্থা	অডিট আপত্তির সংখ্যা
১।	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)	২১৪২
২।	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	১৯৩৭
৩।	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৯৩৫
৪।	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন(বিসিক)	১৭২৫
৫।	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট(বিএসটিআই)	২৭৩
৬।	বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	৪৯
৭।	বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৬৯
৮।	ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অরগানাইজেশন (এনপিও)	৪
৯।	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএিব)	৩
১০।	পেটেন্ট ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্ক (ডিপিডিটি)	১৯
১১।	প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য ালয়	১
	মোটঃ	**৭১৫৭ টি**

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	সভার সংখ্যা (সাধারণ/অগ্রিম)	আলোচিত অনুচ্ছেদ	নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অনুচ্ছেদ	নিষ্পত্তিরকৃত অনুচ্ছেদ সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	বিসিআইসি	১৭	৪৯৬	৩২৪	২৯৯
০২।	বিএসএফআইসি	৮	৩৩১	২৬০	১৯৯
০৩।	বিএসইসি	৫	১০৩	৪৭	৪৩
০৪।	বিসিক	৪	১০২	৪২	৩১
০৫।	বিএসটিআই	২	৩০	৩০	৩১
০৬।	বিটাক	-	-	-	২৭
০৭।	বিআইএম	-	-	-	৫
০৮।	এনপিও	-	-	-	১
০৯।	বিএবি	-	-	-	-
১০।	ডিপিডিটি	-	-	-	-
১১।	প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য ালয়	-	-	-	১০
	সর্ব মো।	**৩৬**	**১০৬৪**	**৭০৩**	**৬৪৬**

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর সমূহের নামের তালিকা ও গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রম:

সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পো রেশন(বিসিআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পো রেশন(বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পো রেশন(বিএসইসি)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পো রেশন(বিসিক)

দপ্তরসমূহ

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)

প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য াল

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন(বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

ভূমিকা :

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ব বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৩টি চালু কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি হার্ড বোর্ড মিল ও ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার কারখানা রয়েছে। এছাড়া চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) দ্রুত উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে খুলনা হার্ড বোর্ডমিলস্ লি. এর উৎপাদন আপাততঃ বন্ধ আছে। তাছাড়া সংস্থাটির অধীনস্থ ঢাকা লেদার কোম্পানি লি., নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এবং খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. কারখানা ৩টি বন্ধ রয়েছে। সার কারখানা গুলোতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৯,২২,৭১৭ মে. টন ইউরিয়া, ১,০৭,১৯০ মে. টন টিএসপি ও ৫৪,৭৫৮ মে. টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে গত ১৯-০৪-১৭ খ্রি. হতে এএফসিসিএল, ১৭-০৪-২০১৭ খ্রি. হতে ইউএফএফএল ও গত ১৭-০৪-২০১৭ খ্রি. হতে পিইউএফএফএলসহ তিনটি ইউরিয়া সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে৬,৭৭৫.২৫ মে. টন কাগজ, ৪৭,৬৩৫ মে. টন সিমেন্ট, ১৩.৩৫ লক্ষ বর্গ মিটারগ্লাসশীট, ৬১৫.৮০ মে. টন স্যানিটারিওয়্যার সামগ্রী, ৭০৩.৪৫ মে. টন ইন্স্যুলেটর এবং ৩৩২.০৪ মে. টন রিফ্র্যাক্টরিজ উৎপাদিত হয়েছে। পে-অফ ও বন্ধ কারখানাগুলো পুনরায় চালুর কার্য ক্রম চলছে বিসিআইসি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কারিগরি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। বিসিআইসি'র শাখা অফিস চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি আলোচ্য অর্থ বছরে১৭.১৭ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার আমদানি করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৯১ টি উপজেলায় প্রায় ৫৫৯৫ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ কার্য ক্রমপরিচালনা করেছে।

পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কার্য ক্রমঃ

রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ২৭ নম্বর অধ্যাদেশের সংশোধনী (১৯৭৬ সনের ২৫ নম্বর সংশোধনী) বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১লা জুলাই, ১৯৭৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যানকে সংস্থাটি পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনকল্পে সংস্থার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান সংস্থার পরিচালক মন্ডলী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও কারখানা প্রধানদেরকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কার্য ক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে থাকেনকর্পোরেশনের সার্বিক কার্য ক্রম সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত একজনচেয়ারম্যান ও ৫ জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিটি কারখানার জন্য রয়েছে আলাদা এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ড। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/ ১ জন ডাইরেক্টর উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে শিল্প মন্ত্রালয়ের একজন প্রতিনিধি বোর্ডের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সংশ্লিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ নিজ নিজ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তদারকীর মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনাকরে থাকেন।

সংস্থার অধীনস্থ কারখানাসমূহ ও চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক কর্ম কান্ডতত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা, নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক চাহিদা অনুযায়ী সরকারি খাতে সার আমদানি এবং সারাদেশে ডিলারদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে হয়ে থাকে। অধীনস্থ কারখানাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থ-কারিগরি সহায়তা প্রদান, শূন্য পদে লোক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, কারখানাসমূহের কমন আইটেম আমদানি, বিপণন সহায়তা প্রদান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান ও সার ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্য ক্রম সংস্থার প্রধান

কার্য ালয়ের বিশেষায়িত বিভাগসমূহ করে থাকে তা ছাড়াও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন, কারখানাসমূহের অর্থ নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা কার্য ক্রম করা হয়।

শিল্প কল-কারখানা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ অত্যন্ত জরুরি। বিসিআইসি দেশে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থি ক ও কারিগরি সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানা প্রাঙ্গণে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ খ্রি. সালে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন "Training Institute for Chemical Industries" (TICI) স্থাপন করা হয়। এটি বিসিআইসি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন কোর্সেবিসিআইসি'র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবিশ ও চাকুরিরত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরি কর্ম কর্তাও শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ হতে পাশ করা দেশে ও বিদেশে চাকুরি প্রার্থী শিক্ষিত যুবক তাদের কারিগরি জ্ঞান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ জনবল রসায়ন শিল্পসহ দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরি এবং কারিগরি সেবা প্রদান করে আসছে। এখান থেকে প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায়৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমান চালু কারখানাসমূহঃ

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	অবস্থান	স্থাপনা কাল	উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
১।	শাহজালাল ফার্টি লাইজারকোম্পানি লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	২০১৬ খ্রি.	ইউরিয়া	মে. টন	৫,৮০,০০০
২।	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টি লাইজারলি.	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	১৯৮৭খ্রি.	ইউরিয়া	মে. টন	৫,৬১,০০০
৩।	যমুনা ফার্টি লাইজারকোম্পানি লি.	তারাকন্দি, জামালপুর।	১৯৯১খ্রি.	ইউরিয়া	মে. টন	৫,৬১,০০০
৪।	আশুগঞ্জ ফার্টি লাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লি.	আশুগঞ্জ, বি-বাড়িয়া।	১৯৮১খ্রি.	ইউরিয়া	মে. টন	৫,২৮,০০০
৫।	ইউরিয়া ফার্টি লাইজাফ্যাক্টরি লি.	ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	১৯৭০ খ্রি.	ইউরিয়া	মে. টন	৪,৭০,০০০
৬।	পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজারফ্যাক্টরি লি.	পলাশ, নরসিংদী।	১৯৮৫ খ্রি.	ইউরিয়া	মে. টন	৯৫,০০০
৭।	টিএসপি কমপ্লেক্স লি.	নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	১৯৬৫ খ্রি.	টিএসপি	মে. টন	১,০০,০০০
৮।	ডিএপি ফার্টি লাইজার কোলি.	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	২০০৬ খ্রি.	ডিএপি	মে. টন	৫,২৮,০০০
৯।	কর্ণ ফুলী পেপার মিলস্লি.	চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্ব ত্য জেলা	১৯৫৩ খ্রি.	পেপার	মে. টন	৩০,০০০
*১০।	খুলনা হার্ড বোর্ড মিলসলি.	শহর খালিশপুর, খুলনা।	১৯৬৫ খ্রি.	হার্ড বোর্ড	লঃবঃ ফুঃ	৩০০
১১।	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.	ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৯৩৭ খ্রি.	সিমেন্ট	মে. টন	১,৯০,০০০
১২।	উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লি.	কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।	১৯৫৯ খ্রি.	গ্লাসশীট	লঃবঃ মিঃ	১৮.৬৭
১৩।	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি.	বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৮১ খ্রি.	স্যানিটারিওয়্যার	মে. টন	৩,৪০০
				ইন্স্যুলেটর	মে. টন	১,২০০
				রিফ্র্যাক্টরিজ	মে. টন	৫০০

* চলতি মুলধনের অভাব এবং কাঁচামাল সংকটের কারণে গত ২৬.১১.২০১৩ খ্রি. তারিখ থেকে খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্ লি. সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

ক) যৌথ উদ্যোগে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পণ্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার %	লক্ষ্যমাত্রা
১	কর্ণ ফুলী ফার্টি লাইজার কোং লি.	ইউরিয়া সার	৪৩.১৫	২০০৪৯.৮৫
২	স্যানোফি (বাংলাদেশ) লি.	ঔষধ	১৯.৯৬	৭০০.১৮
৩	বায়ার ক্রোপ সায়েন্স লি.	এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০	৮০.০০
৪	নোভারটিস (বাংলাদেশ) লি.	ঔষধ ও এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০	৬৫০.০২৪
৫	সিনজেনটা (বাংলাদেশ) লি.	এগ্রো-কেমিক্যালস	৪০	৪১০.৫৭৬
৬	ঢাকা ম্যাচ ইন্ড্রাস্ট্রিজ কোং লি.	নিরাপদ দিয়াশলাই	৩০	২৫৫.০০
৭	বাল্ক ম্যানেজমেন্ট (বিডি) লি.	প্যাকেজিং এন্ড সার্ভিস	৩০	১.৫০
৮	মিরাকল ইন্ড্রাস্ট্রিজ লি.	পলি প্রপাইলিন ওভেন ব্যাগ এবং স্যাক ক্রাফট পেপার ব্যাগ	২০	৩৪০.০০

খ) যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পন্য	বিসিআইসির বিনিয়োগ	
			শতকরা হার %	লক্ষ টাকা
১	ইস্টার্ন পাল্প এন্ড পেপার মিলস্	পাল্প এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড পেপার	২০	প্রদেয়=১৫০.০০ পরিশোধ=১২১.৭৬
২	বাংলাদেশ ফার্টি লাইজার এন্ড এগ্রো-কেমিক্যালস লি.	এস এস পি সার	৪.২৯	৮০.০০

উন্নয়নমূলক কার্য ক্রমঃ

বিসিআইসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে রসায়ন শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত শিল্পনীতির আলোকে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বিসিআইসি এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহেউৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত ভিত্তিক কার্য ক্রম গ্রহণ এবং সরকারি নীতি/দিকনির্দে শনাঅনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু বিগত সরকারের আমলে যে সমস্ত কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান সরকারের দিকনির্দে শনানুযায়ীসেগুলো পুন:চালুকরণের জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্য াবলীঃ

১. দেশে শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গোডাউন নির্ম াণ' শীর্ষ ক প্রকল্পঃ

''সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩ (তের) টি বাফার গোডাউন নির্ম াণ'' শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৩ (তের) টি জেলা যথাঃ ১) নীলফামারী, ২) সুনামগঞ্জ, ৩) চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৪) গোপালগঞ্জ, ৫) পঞ্চগড়, ৬) শেরপুর ৭) নেত্রকোনা, ৮) কিশোরগঞ্জ ৯) পাবনা, ১০) যশোর, ১১) বরিশাল, ১২) রাজবাড়ি ও ১৩) গাইবান্ধা - এ একটি করে বাফার গোডাউন (প্রতিটি ১০,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্ম াণের জন্য ডিপিপি (Development Project Proposal) প্রনয়ন করা হয়। যা গত ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। দেশের কৃষক/জনগণের নিকট সার বিতরণ সুবিধার জন্য জিওবি ও বিসিআইসি'র যৌথ আর্থি কসহায়তায় মোট ৪৮২.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পটি সরকার হাতে নেয় যার জিওবি ৩৬১.৫৩ কোটি টাকা ও বিসিআইসি'র নিজস্ব অর্থ ায়ন১২০.৫১ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০১৯। গত ০৩-০৭-২০১৭ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য ক্রমএগিয়ে যাচ্ছে।

উপরিল্লিখিত ১৩ (তের) টি জেলায় বাফার গোডাউন নির্ম াণ হলে ভবিষ্যতে সার সংরক্ষণ সহজতর হবে এবং বিতরণেও অনেক সুবিধা হবে। তাছাড়া, প্রয়োজনের সময় দ্রুতগতিতে সার কৃষকের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, ফলশ্রুতিতে কৃষকেরা

সময়মত ফসলে সার প্রয়োগ করতে পারবেন। এতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে প্রকল্পটির জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। তাই উক্ত অর্থ বছরে কোন অর্থ ব্যয়ও হয়নি।

২. ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজার প্রকল্পঃ

ইউরিয়া ফার্টি লাইজার ফ্যাক্টরি লি. (ইউএফএফএল) ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজার ফ্যাক্টরি লি. (পিইউএফএফএল) এর খালি জায়গায় একই পরিমাণ গ্যাস দিয়ে আধুনিক, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন, শক্তি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজার প্রকল্প" নামক নতুন সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে টেন্ডার ডকুমেন্ট Pre-Qualified বিডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। Tender Document জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১১/০৭/২০১৭ খ্রি. পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে যা ১০-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখে উন্মুক্ত করা হবে। ইতোমধ্যে গত ২৮-০৩-২০১৭ খ্রি. ও ৩০-০৩-২০১৭ খ্রি. তারিখে যথাক্রমে উক্ত প্রকল্পের Site Visit ও Pre-bid মিটিং সম্পন্ন হয়েছে।

বন্ধ কারখানা পুনঃচালুকরণ প্রকল্প

১. শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনঃ চালুকরণ'' প্রকল্প ।

চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনঃ চালুকরণের ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দে শনার ভিত্তিতে কারখানাটি পুনঃ চালুকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয় ২০১৩ সনের অক্টোবর মাসে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক তরল/ফ্লেক্স কস্টিক সোডা ২০ মে. টন, লিকুইড ক্লোরিন ১৩.৫ মে.টন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ৩০ মে.টন, স্টেবল ব্লিচিং পাউডার ১৫ মে.টন উৎপাদিত হবে। কারখানার মেকানিক্যাল কমপ্লিশন এবং প্রি-কমিশনিং ও কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গত ১৭-১১-২০১৬ খ্রি. তারিখে সিসিসিএ পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়। গত ১৩-০১-২০১৭ খ্রি. তারিখ সিসিসিতে PGTR এর কার্য ক্রমশুরু হয়। কিন্তু PGTR সফল না হওয়ায় ২য় বার PGTR এর কাজ চলছে, আশা করা যায় শীঘ্রই PGTR এর কার্য ক্রমশুরু করা যাবে ।

২. শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পুনঃ চালুকরণ' প্রকল্প ।

নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলটি (এনবিপিএম) ১৯৬৭ সালে পাবনা জেলার পাকশীতে ১৮৮.৪১ একর জমির উপর স্থাপিত হয়। মিলটির প্রধান কাঁচামাল হলো ব্যাগাস অর্থ্যাৎ আখের ছোবড়া। এখানে উৎপাদিত কাগজ রাইটিং এবং প্রিন্টিং কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষি ক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০ মে. টন। মিলটি কাঁচামালের অভাব এবং ফার্নেস অয়েলের উচ্চ মূল্যের কারণে ক্রমাগত লোকসানের প্রেক্ষিতে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতিমালার আওতায় গত ৩০-১১-২০০২ তারিখে পে-অফের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়।

১৬-০৪-২০১৭খ্রি. তারিখে সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর জায়গায় যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে পেপার মিল বা অন্য কোন শিল্প স্থাপনের জন্য বিসিআইসির সাথে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে।

৩. শিল্পায়নের লক্ষ্যে ''খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনঃ চালুকরণ'' প্রকল্প ।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলটি (কেএনএম) ১৯৫৭ সালে খুলনা জেলার খালিশপুরে ৮৭.৭১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৯ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। এর প্রধান কাঁচামাল গেওয়া কাঠ এবং উৎপাদিত পণ্য নিউজপ্রিন্ট। মিলটির বার্ষি ক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৮,০০০ মে. টন। সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করায় মিলটির কাঁচামালের তীব্র সংকট ও ফার্নে সঅয়েলের উচ্চ মূল্যের কারণে ৩০-১১-২০০২ তারিখে পে-অফের মাধ্যমে মিলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও অন্যান্য স্থাপনাসহ) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর সভাপতিত্বে গত ০৬/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত সরকারি বিধি/বিধান অনুসরণে খুলনা

নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) এর মূল্য নির্ধারণেরজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর গত ১১/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও অন্যান্য স্থাপনাসহ) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট ৮১৪,৪১,০৯,০২৩/-(আটশত চৌদ্দ কোটি একচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার তেইশ) টাকা মূল্যে বিক্রয়ের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বিষয়টি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগকে গত ০১ জুন, ২০১৭ খ্রি. তারিখে অবহিত করা হয়।

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের পর কেএনএম এর অবশিষ্ট জমি এবং কেএইচবিএম এর জমি একীভূত করে তদস্থলে একটি আধুনিক, শক্তি সাশ্রয়ী পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল যৌথ উদ্যোগে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জায়গায় বাফার গোডাউন নির্মাণেরউদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পাশাপাশি দেশে কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকায় কেএনএম চত্বরে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

(১) শাহজালাল ফার্টি লাইজার প্রকল্প(২য় সংশোধিত):

এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প হিসাবে হাতে নেয়া হয়।

চীন সরকারের 1.6 Billion RMB Yuan Chinese Govt. Concessional Loan (CGCL), চীনা এক্সিম ব্যাংকের US$ 325.00 million 'Preferential Buyer's Credit (PBC) ও বাংলাদেশ সরকারের ৮৮৮৩৬.৭২ লক্ষ টাকার সমন্বয়ে মোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন US$ LSTK মূল্যসহ সর্বোচ্চ৪৮৭৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মে. টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টি লাইজার প্রকল্প(এসএফপি) চীনা পদ্ধতি অনুসরণে চীন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদার চীনের মেসার্সকমপ্ল্যান্ট কর্তৃক LSTK এর ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিঅদ্যাবধি কৃষি নির্ভরএবং কৃষি খাতে সারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারের এ **ক্রমবর্ধমানচাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "শাহজালাল ফার্টি লাইজারপ্রজেক্ট (সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৮৭৪৪৪.৭২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৮৮৩৬.৭২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬০৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পের জিওবি অংশের কাজ অসমাপ্ত থাকায় পুনরায় প্রকল্পটি মোট ৫০৫৩৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০৬৭৯১.৩৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬০৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি খাতে প্রতিবছর প্রায় ২৫ লক্ষ মে. টন সারের চাহিদা রয়েছে। সারের এ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান সার কারখানাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ কার্যক্রমেরপাশাপাশি বার্ষিক ৫.৮০ লক্ষ মে. টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন শাহজালাল ফার্টি লাইজারসার কারখানা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখান হতে নিয়মিত সার উৎপাদিত হচ্ছে।

চুক্তির শর্তানুসারে General Contractor (M/S COMPLANT)-কে ০১-০৬-২০১২ তারিখে প্রকল্পের জায়গা বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি কার্যকরের তারিখ১৬-০৪-২০১২ থেকে ৩৮ মাসের (জুন'২০১৫) মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল কিন্তু প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সেপ্টেম্বর২০১৫ মাসে শেষ হয় এবং ২০-০৯-২০১৫ তারিখে প্রকল্পে পরীক্ষামূলক ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয়। শাহজালাল ফার্টি লাইজার প্রকল্প চালুর জন্য কমিশনিং শেষে ২৯-০২-২০১৬ তারিখে Final Acceptance Certificate (FAC) প্রদান করা হয়েছে। গত ০১-০৩-২০১৬ তারিখে শাহজালাল সার কারখানায় বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং কারখানাটির নতুনভাবে নামকরণ করা হয় "শাহজালাল ফার্টি লাইজারকোম্পানি লি."। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শী জিনপিং এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪-১০-২০১৬ তারিখে কারখানাটির শুভ উদ্বোধন করেন। সম্প্রতি মেয়াদকাল ৩০-০৬-২০১৮ তারিখ পর্যন্তবৃদ্ধি করে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়েছে।

প্রকল্পটিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাজেটে মোট ৪০.৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ১০.০০ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য খাতে ৩০.৫৮ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে প্রকল্পটিতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৪০.৫৮ কোটি টাকা (জিওবি ১০.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০.৫৮ কোটি টাকা)।

প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সর্ব মোট ব্যয় ৭৯৯.৯২ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ৮১৩.৮৪ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯৮৬.০৮ কোটি টাকা এবং জুন, ২০১৭ইং পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৫০%। বর্তমানে আবাসিক কলোনীসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

(২) মর্ডাণাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশঃ

ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই) ১৯৯০ সাল হতে শিল্প কারখানার জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এছাড়াও TICI প্রশিক্ষকগণের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা দেশের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি সহায়তা সার্ভিস প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্স ও কারিগরি সহায়তা সার্ভিস এর চাহিদা ক্রমান্নয়ে বাড়ছে। সে প্রেক্ষিতে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

উক্ত প্রকল্পটি দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা "KOICA" এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ খ্রি. হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৫০১৬.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে, যার মধ্যে জিওবি ১০১৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ২২৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে জিওবি ৫০৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে মোট ২২৭০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৫০৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ বছরের বাজেটের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়েছে । প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৭ খ্রি. পর্যন্তসর্ব মোট ব্যয় হয়েছে ৪৯১৮.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি ৯৪৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন'২০১৭ খ্রি. পর্যন্তপ্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭২.৫২%।

(৩) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণঃ

ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) ১৯৩৭ সালে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে মোট ২৫৫.৬০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪১ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। তখন কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক ৫০০ মে. টন এবং বার্ষিক ৩০০ স্ট্রীম ডেজ এর ভিত্তিতে প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৫০,০০০ মে. টন। দীর্ঘ দিন ধরে কারখানাটি পরিচালিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল কমে যাওয়ায় বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মে. টন এর স্থলে হ্রাস পেয়ে ২০০-৩০০ মে. টন এ দাড়িয়েছে। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে কারখানাটি লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে

এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দৈনিক ১৫০০ মে. টন (বার্ষিক ৪,৫০,০০০ মে. টন) ক্লিংকার ও দৈনিক ৫০০ মে. টন (বার্ষিক ১,৫০,০০০ মে. টন) সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন "ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ" প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটির ডিপিপি গত ০৮-০৩-২০১৬ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়, যার প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয়ঃ ৬৬৬৮১.৮৩ লক্ষ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রা- ৪৪২৯৬.১২ লক্ষ টাকাসহ)। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে এবং বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৯।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে-

১। মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বার্ষিক ১,৫০,০০০ মে. টন সিমেন্ট ও ৩,০০,০০০ মে. টন ক্লিংকার উৎপাদন করা যাবে;
২। উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত হবে;
৩। নারীর কর্ম সংস্থানসহ দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটবে;
৪। মিলটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে এবং জিডিপি ও শিল্প খাতে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে;

৫। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে;
৬। বড় ধরনের কোন পরিবর্তন ছাড়াই পরবর্তী ১৫ (পনের) বছর সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখা যাবে;
৭। কারখানার উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) লোকের জীবন ও জীবিকার জন্য আয়ের সংস্থান বজায় থাকবে;
৮। পরিবেশ দূষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে।

(৪) উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লিমিটেডের জন্য একটি অত্যাধুনিক গ্লাস উৎপাদন কারখানা স্থাপন শীর্ষ কপ্রকল্পঃ

"উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লিমিটেডের জন্য একটি অত্যাধুনিক গ্লাস উৎপাদন কারখানা স্থাপন" শীর্ষ কপ্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক ৩২০ মে. টন গ্লাস উৎপাদন সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি (Development Project Proposal) প্রণয়ন কার্য ক্রমচলমান রয়েছে।

(৫) ইউরিয়া ফরমালিহাইড -৮৫ (UF-85) শীর্ষ কপ্রকল্পঃ

ফেঞ্চুগঞ্জে এনজিএফএফ এর স্থলে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ইউরিয়া ফরমালিহাইড -৮৫ (UF-85) শীর্ষ কপ্রকল্প স্থাপনের জন্য Pre-Feasibility ও Techno-Economic Feasibility Study সম্পন্ন করে প্রতিবেদন ১১-০৭-২০১৭ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রনয়ণ কার্য ক্রম হাতে নেয়া হবে।

সেবামূলক কার্য ক্রমঃ

বর্তমান যুগে যেখানে মানবাধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে অবহেলার কোন সুযোগ নেই। এই বিষয়টিকে উদ্দীপনা সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনকল্যাণমূলককার্য ক্রমের উপর সর্বাধিকগুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে বিসিআইসিও তার পে-রোলে কর্মরত কর্মচারীগণের কল্যাণমূলক সুবিধাদি সম্প্রসারণেপিছিয়ে নেই। উন্নয়নমূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তান ও নির্ভরশীলদের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা পৌর এলাকা এবং নিয়ন্ত্রণাধীণ কারখানাসমূহে ৬টি কলেজ ও ১০টি স্কুল পরিচালনা করছে। প্রত্যেক বছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করে আসছে।

স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীণ কারখানাসমূহে পর্যাপ্ত এমবিবিএস ডাক্তার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োজিত থেকে কারখানার নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে থাকে। বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকগণ ১৬ সপ্তাহের মজুরিসহ প্রসূতিকালীন ছুটি পেয়ে থাকেন। তাছাড়া শ্রমিকদেরকে বিনা মূল্যে অধিকাংশ ঔষধ কারখানার মেডিক্যাল সেন্টার থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে শ্রম আইনের আওতায় আর্থিক ক্ষতিপূরণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে

আইসিটি বিভাগে Personnel & MIS System চলমান থাকার পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য আই প্রহরী ও সেবাভিত্তিক কৃষি সেবা হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। বর্তমানে Biomatric Time Attendance System পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়েছে।

উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২০১৬-২০১৭) :

পণ্যের নাম	একক	বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
ইউরিয়া	মে. টন	৯,২৮,০০০	৯,২২,৭১৭
টিএসপি	মে. টন	১,০০,০০০	১,০৭,১৯০
ডিএপি	মে. টন	৪০,০০০	৫৪,৭৫৮
কাগজ	মে. টন	৮,০০০	৬,৭৭৫.২৫
সিমেন্ট	মে. টন	৫০,০০০	৪৭,৬৩৫
গ্লাসশীট	লক্ষ বর্গ মিটার	১৩.৯৩	১৩.৩৫
স্যানিটারিওয়ার	মে. টন	৮০০	৬১৫.৮০
ইন্স্যুলেটর	মে. টন	৭০০	৭০৩.৪৫
রিফ্র্যাক্টরিজ	মে. টন	৪০০	৩৩২.০৪

সার বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনাঃ

সারাদেশে কৃষকদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিরুপিত চাহিদা মোতাবেক বিসিআইসি নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার উৎপাদনের পাশাপাশি আমদানি করে ২৫টি বাফার গুদাম, ৩টি ট্রানজিট গুদাম ও কারখানাসমূহের মাধ্যমে সারা দেশে ডিলারদের অনুকূলে ইউরিয়া সার বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৫,০০,০০০ মে. টন সারের চাহিদার বিপরীতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের শুরুতে ১২,৯২,৯১৯ মে. টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ৯,২২,৭১৭ মে. টন; কাফকো থেকে ২,৮৫,৯৯২ মে.টন ও বহির্বি শ্বথেকে ৮,২৯,৫৪৭ মে.টন আমদানিকৃত ইউরিয়া সারসহ মোট ৩৩,৩১,১৭৫ মে. টন ইউরিয়া সারের বিপরীতে মোট ২৩,৬৫,৭৩৭ মে. টন ইউরিয়া সার দেশের ৪৯১ টি উপজেলার ৫৫৯৫ জন ডিলারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

অপরদিকে বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ডিএপিএফসিএল ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১,০০,০০০ মে. টন ডিএপি সার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১,৭৪৯ মে. টন, টিএসপিএল ১,০০,০০০ মে. টন টিএসপি সার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,১০,৮১৫ মে. টন এবং উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লি. ১,৫০,০০০ লক্ষ বর্গফুট গ্লাসশীট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৪১,০০০ লক্ষ বর্গফুট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। কারখানাটির প্রযুক্তি পুরাতন বিধায় বর্তমানে বাজারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত Float Glass এর সাথে উসমানিয়ায় উৎপাদিত গ্লাস প্রতিযোগিতা করতে না পারায় বিক্রয় কম হয়েছে।

কৃষকদের মাঝে সার বিতরণের বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা দেশে সুলভ মূল্যে কৃষক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার বিতরণ করা হয়েছে।

২। সুলভ মূল্যে সার বিতরণের লক্ষ্যে ০১-১১-২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে ডিএপি সারের মূল্য কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজিতে২.০০ টাকা কমানো হয়েছে অর্থাৎ২৭.০০ টাকা থেকে ২৫.০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে

৩। সারের সুষ্ঠু বিতরণ অব্যাহত রাখা ও ভবিষ্যতে সারের বর্ধিত চাহিদা মোকাবেলার জন্যপ্রতিটি ১০,০০০ মে. টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের ১৩টি জেলায় নতুন বাফার গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে ''সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে

কাগজ বিক্রয়ঃ

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপারমিলস্ লি. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে৮,০০০ মে. টন কাগজ বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,২৬০ মে. টন বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। কারখানাটি দীর্ঘ দিনের পুরাতন বিধায় উৎপাদন কম হওয়ার কারণেই মূলতঃ বিক্রয় কম হয়েছে। কারখানাটি ডিলারের মাধ্যম ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি কাগজ বিক্রয় করে থাকে।

ছাতক সিমেন্ট বিক্রয়ঃ

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৫০,০০০ মে. টন সিমেন্ট বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৭,৬৩৫ মে. টন সিমেন্ট বিক্রয় করেছে। কারখানাটি পুরাতন হওয়ার কারণে উৎপাদন এবং বিক্রয় কম হয়েছে। কারখানাটি ডিলারের মাধ্যম ছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি সিমেন্ট বিক্রয় করে থাকে।

ইন্সুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার ও ফায়ার ব্রিকস বিক্রয়ঃ

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ইন্সুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮০০ মে. টন স্যানিটারিওয়্যার বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৮৫.০৩ মে. টন, ৭০০ মে. টন ইন্সুলেটর বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৬৯.০৫ মে. টন এবং ৪০০ মে. টন ফায়ার ব্রিকস বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৭.৯৫ মে. টন বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ক্রেতাদের চাহিদা কম থাকায় ফায়ার ব্রিকসের বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিক্রয় কম হয়েছে। উক্ত কারখানা ডিলারের মাধ্যমে ছাড়াও টেন্ডার এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি মালামাল বিক্রয় করে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বিসিআইসির আর্থিক কর্মকাণ্ড

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১৬-২০১৭ (সাময়িক)
১।	কারখানার সংখ্যা	১৩টি
২।	উৎপাদন	১৭৭২.৬২
৩।	বিক্রয়	২১২৩.২২
৪।	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	১১৬.৬৩
৫।	ডিএসএল প্রদান	৪২৩.৮৫

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) ও বহিঃর্বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের পরিমাণ এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের অর্থের পরিমাণ (সাময়িক) নিম্নে দেয়া হলঃ

বৎসর	আমদানিকৃত ইউরিয়া (মে. টন)	আমদানি বাবদ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	আমদানিকৃত সারের বিক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৬-২০১৭	১১,৪৭,৩৩২	২,৮৪৩.২১	১,৬০৬.২৭	১,২৩৬.৯৪	৩৭৯.৩২

ডিএপি ফার্টি লাইজারপেপার ও সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য মেসার্স সৌদি সালওয়া কেএসএ এবং বিসিআইসি'র মধ্যকার এমওইউ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এম.পি

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭ (১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫ নং আদেশবলে (সংশোধিত)বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) বিএসএফআইসি গঠিত হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান এবং ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীণ ১৫ টি চিনিকল, ১টি ডিস্টিলারি ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে।

উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন গঠিত হয়ঃ

- মিলজোনে উন্নত জাতের ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণ করা,
- স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা
- সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে চিনির বাজার দর স্থিতিশীল রাখা,
- পর্যায়ক্রমে মিলসমূহেরবিএমআরই/বিএমআর ও সুগার রিফাইনারি স্থাপনের মাধ্যমে দেশকে চিনিতে স্বনির্ভর করা,
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা ইত্যাদি।

উৎপাদন ক্ষমতা

- ১৫টি চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ২১ হাজার ৪৪ মে.টন। বছরে ১২৫ আখ মাড়াই দিবসে প্রায় ২৬.২৫ লক্ষ মে.টন আখ প্রয়োজন হয়। উক্ত পরিমাণ আখ হতে ৮% চিনি আহরণ হারে চিনিকলসমূহের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার মে.টন।
- রেনউইক অ্যান্ড যজ্ঞেশ্বর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা(কাস্টিং ও মেশিনিংসহ) ১ হাজার ১৪১ মে.টন ।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এ অবস্থিত ডিস্টিলারি ইউনিটের বার্ষিক স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৫.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার।

২০১৬-২০১৭ সনের কর্ম কান্ড

- ২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমে ১৫ টি চিনিকলে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৫৬% চিনি আহরণ হারে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৫০ মে.টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৫৫ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে ৬.০৫% চিনি আহরণ হারে ৫৯ হাজার ৯৮৫ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। তাছাড়া ৫৬ হাজার ৯৮০ মে.টন মোলাসেস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৮ হাজার ৫৪৫ মে.টন মোলাসেস উৎপাদিত হয়েছে।
- কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ডিস্টিলারিতে ৪৮.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৭.৩২ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল এবং ফরেন লিকার ৮.১০ লক্ষ প্রুফ লিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭.৭০ লক্ষ প্রুফ লিটার উৎপাদিত হয়েছে।
- রেনউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেডে বার্ষিক ১ হাজার ২০০ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ হাজার ১৮৩ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কর্ম কান্ড

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতায় তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৫৬৩৭.৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ২৫২৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১৬৭৫.২৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয় এবং ১৪০০.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৬-২০১৭ এডিপি			
			বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি(%)
১।	বিএমআর অব কেরু এ্যান্ড কোং (বিডি) লিমিটেড বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩১-১২-২০১৬	৪৬৫৭.৪৭	৪৬৫.০০	২৭৫.০০	২৭৫.০০	১০০
২।	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০৭-২০১৩ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৮	৪৮৫৬২.০০	১০৫৯.০০	১০৫৯.০০	৭৮৮.২৫	৭৪.৪৩
৩।	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কে-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সুগার রিফাইনারি স্থাপন বাস্তবায়ন মেয়াদ: আরম্ভ : ০১-০২-২০১৪ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৮	৩২৪১৮.০০	১০০০.০০	৩৪১.২৮	৩৩৭.২৮	৯৮.৮৩
সর্ব মোট		**৮৫৬৩৭.৪৭**	**২৫২৪.০০**	**১৬৭৫.২৮**	**১৪০০.৫৩**	**৮৩.৫৯**

সেবামূলক কার্য ক্রম

‡ ২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু মূল্য বাবদ প্রায় ২৭২.৫৩ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা, কর্তন ও পরিবহণ খাতে প্রায় ২০(বিশ) লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

‡ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আখ চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মানসম্পন্ন আখ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা হিসেবে ভর্তুকি বাবদ ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

‡ তাছাড়া চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিশিল্প এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণসহ গরিবও মেধাবী আখচাষী পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্য ক্রম

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে করপোরেশনের সদর দপ্তরও অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী, শ্রমিক ও আখচাষীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। আলোচ্য সময়ে মোট ১২৫১ (এক হাজার দুইশত একান্ন) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন চিনিকলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে, দেশের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যার পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণঃ

(ক) চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্স ও সদর দপ্তরে ইন-হাউজ ট্রেনিং - ৭৯৪ জন।
(খ) দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ - ৪৫০ জন।
(২) বিদেশে প্রশিক্ষণ - ০৭ জন।
সর্ব মোট= ১২৫১ জন।

ই-পুর্জি কার্য ক্রম

২০১০-১১ আখ মাড়াই মৌসুম হতে পুর্জি বিতরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী মিলে আখ সরবরাহকারীদের অবগতকরণের জন্য তাদের নিজস্ব মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১১-১২ মাড়াই মৌসুম হতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (www.epurjee.info) থেকে উক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রতি বছর আখ মাড়াই মৌসুমে বর্ণি তসফটওয়্যার আপগ্রেডপূর্ব কচালুর ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে মিলের পুর্জি করণিকগণ বর্তমানে পুর্জি হাতে লিখার পরিবর্তে চাষির পাশবহি ন¥পুর্জি পোগ্রাম নং ই-পুর্জির সফটওয়্যারে ইনপুট করার সাথে সাথে পুর্জিতে বর্ণি ত সকল তথ্য সম্বলিত চাষির নামে পুর্জি অটোমেটিক প্রিন্ট হয়ে যারে অন্যদিকে ঐ চাষির নামে এসএমএস ও অনলাইনে পুর্জি প্রদর্শি ত হবে। এতে পুর্জি রাইটার দ্বারা কোন পুর্জি লেখার প্রয়োজন হবে না৷ ভুল ত্রুটি পরিহার, সময় ও মিলের আর্থি ক সাশ্রয় হবে৷ পুর্জি বিতরণের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত পোগ্রাম রেজিস্ট্রারসহ চাষিভিত্তিক এমআইএস রিপোর্ট প্রস্তুত করাসম্ভব হবে।

ই-গেজেট: ই-গেজেট এর মাধ্যমে আখ ক্রয় কর্ম সূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে চাষি ভিত্তিক পুর্জি বিতরণ কার্য ক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং আখ ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

ই-পেমেন্টঃ ই-পুর্জি ও ই-গেজেট প্রচলনের পর চিনিকলগুলোতে ২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা রুপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হয়েছে। এর ফলে আখ চাষিদের খুব সহজেই ক্রয়কৃত আখের মূল্য ও আখচাষে ভর্তুকির টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে।

ভিডিও কনফারেন্সঃ সদর দপ্তরের সাথে মিল সমূহের দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য আদান প্রদান, প্রয়োজনীয় দিক নির্দে শনা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রাজশাহী ও জয়পুরহাট সুগার মিলের সাথে ভিডিও কনফারেন্স কার্য ক্রম শুরু হয়েছে যা পর্য ায়ক্রমে সকল চিনিকলে বাস্তবায়ন করা হবে।

ই-গভর্নে ন্স কার্য ক্রম

‡ বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইটকে ন্যাশনাল ওয়েবপোর্ট ালে অন্তর্ভু ক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিএসএফআইসি'র ওয়েবপোর্ট াকনটেন্ট যাচাই এবং আপলোডের কার্য ক্রম চলছে। বিএসএফআইসির ওয়েবপোর্ট ালে(bsfic.portal.gov.bd) থেকে bsfic.gov.bd তে রিডাইরেক্ট করা হয়েছে। BSFIC'র ওয়েবসাইটকে পূর্ণ াঙ্গভাবে জাতীয় তথ্য বাতায়নের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সার্ব ক্ষণিক'এ-টু আই' এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

‡ কেরু অ্যান্ড কো: (বিডি) লি: এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে কেরু এন্ড কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের বিশেষ করে ফরেন লিকারের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সংগে সার্ব ক্ষণিক অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষার্থে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে সেবামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা হয়েছে।

‡ বিএসএফআইসি সদর দপ্তরে মোট ৩৫ (পঁয়ত্রিশ)টি কম্পিউটারে বর্তমানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু আছে । এ সংযোগ ব্যবহার করে মন্ত্রণালয় ও মিলসমূহের সাথে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ, অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ,ভিডিও কনফারেন্স সম্পাদন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। ইতোমধ্যে পরিচালক মন্ডলীর দপ্তরে Wi-Fi চালু করা হয়েছে।

‡ আইসিটিতে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিএসএফআইসির সকল কম্পিউটার অপারেটরদেরকে ইউনিকোডের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়সহ সরকারি সব চিঠিপত্র ইউনিকোড সমর্থি ত বাংলা সফটওয়্যার অভ্র নিকস ফন্টের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। ইউনিকোড সমর্থিত বাংলা সফটওয়্যার অভ্র ব্যবহার করে বিএসএফআইসি'র ওয়েবসাইট এবং ন্যাশনাল ওয়েবপোর্ট ালে কনটেন্টগুলো আপডেটকরণের কাজ চলছে।

‡ বিএসএফআইসি'র সদরদপ্তরে পুরাতন DOS ভিত্তিক FoxPro programming এর মাধ্যমে এ্যাকাউন্টিং, পে-রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সুগার ডিলারস ডাটা-বেইজকে window ভিত্তিক Integrated Accounting Software Package (Tally) এ রুপান্তর

করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বর্ণি ত সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের ফলে বিএসএফআইসি'র কর্ম কাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাগজের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

বিএসএফআইসি'র আইসিটি ও ই-গভর্নে ন্স কার্য ক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রধান কার্য ালয় হতে ই-পুর্জি কার্য ক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্ভা র স্থাপন; ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিনির বিপণন চালুকরণ; **Online recruitment, Online Tendering system** চালুকরণের ভবিষৎ পরিকল্পনাসমূহ সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিএসএফআইসি'কে একটি জনকল্যাণমুখী ও কার্য কর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পদ পরিস্থিতি

সংস্থার মিলগুলোর চলতি মূলধনের ঘাটতি রয়েছে। তবে বিপুল অংকের স্থায়ী সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। যদিও ঐ সম্পদের বুক ভ্যালু নিম্ন পর্য ায়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র ১৯ হাজার ৬১.১৯ একর জমির বুক ভ্যালু ১ হাজার ২০০.২৭ লক্ষ টাকা থাকলেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে রিভ্যালুয়েশন মূল্য ১০ হাজার ৯২৮.৪৪ কোটি টাকা। নিম্নে মিলওয়ারী বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমি ক্রয়ের বছর	জমির পরিমাণ (একর)	বুকভ্যালু (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান বাজার মূল্য (লক্ষ টাকায়) (২০১১-২০১২)
১	পঞ্চগড় চিনিকল লি.	১৯৬৫	২২৭.৩০	৪১.৮৫	৩২,২৭৬.৬৫
২	ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি.	১৯৫৬	২৮৮৭.০২	২৫.৮৪	৭৯,৬৬৮.৮৮
৩	সেতাবগঞ্জ চিনিকল লি.	১৯৩৩	৩৮৬০.৫০	৮.৭৬	১,৩৪,৯৬৮.৮৪
৪	রংপুর চিনিকল লি.	১৯৫৭	১৯২৫.৩৫	১৫.৭১	১,২১,৫০৪.৪৩
৫	শ্যামপুর চিনিকল লি.	১৯৬৫	১১১.৪৫	৩৬৪.১৯	২৬,৭৭৪.৫৫
৬	জয়পুরহাট চিনিকল লি.	১৯৬০	২১৭.২২	২৫.৪৭	৮৬,২০৫.৯৩
৭	রাজশাহী চিনিকল লি.	১৯৬২	২২৯.৫৮	৩০.৫৫	৪৮,০৮২.৪০
৮	নাটোর চিনিকল লি.	১৯৮২	৯৭.৭১	১৯.৮১	২৩,৭১৭.৫২
৯	নর্থ বেঙ্গল চিনিকললি.	১৯৩০	৪৯৬২.৯৪	১৪.৬১	৯৪,৮৩২.৯৬
১০	পাবনা চিনিকল লি.	১৯৯২	৬০.০০	১৫৮.২৫	১৪,৯২২.৭৪
১১	কুষ্টিয়া চিনিকল লি.	১৯৬১	২২০.০৫	১৮.৯৫	২৬,১৫৯.৪৯
১২	কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি.	১৯৩৮	৩৫৩৫.৫৬	৬.৮৪	১,৭১,২৩৭.৭২
১৩	মোবারকগঞ্জ চিনিকল লি.	১৯৬৫	২০৭.৭২	১৯.৯৭	৮৭,৩৪১.১৩
১৪	ফরিদপুর চিনিকল লি.	১৯৬৮	১২৯.৯৪	২৯.৯১	৭৫,৫৭৫.৪১
১৫	জিলবাংলা চিনিকল লি.	১৯৫৭	৩৫১.৪৮	১৪১.০৮	২৬,২০৫.১২
১৬	রেনউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং	১৮৮১	৩৭.৩৭	২৭৮.৪৮	৪৩,৩৬৯.৯২
মোট:			১৯,০৬১.১৯	১,২০০.২৭	১,০৯২,৮৪৩.৬৯

বাণিজ্যিক খামারঃ

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৫ টি সুগার মিলে বাণিজ্যিক খামার রয়েছে।
- ৫ টি সুগার মিলের বাণিজ্যিক খামারের মোট জমির পরিমাণ ১৫ হাজার ৭৯২ একর।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৬ হাজার ৬৬৬.৬৫ একর এবং লীজে ১ হাজার ৭৬৮.১৪ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে।
- মিলওয়ারী বাণিজ্যিক খামারে আখ চাষের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	আখ আবাদযোগ্য জমি (একর)	২০১৬-২০১৭ মৌসুমে আখ আবাদ (একর)		
				নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়	লীজে	মোট
১	ঠাকুরগাঁও	২৪৯৭.০০	১৮০২.০০	৭০৩.০০	৫৩২.০০	১২৩৫.০০
২	সেতাবগঞ্জ	৩৭০৩.০০	২৪৭৩.০০	৭৬৪.০০	১২৩৬.১৪	২০০০.১৪
৩	রংপুর	১৮৩২.০০	১৪৬০.০০	১০৬৩.৬৫	০	১০৬৩.৬৫
৪	নর্থ বেঙ্গল	৪৭০৫.০০	৩৯৩৮.০০	২৫০০.০০	০	২৫০০.০০

৫	কেরু	৩০৫৫.০০	২৩৪০.০০	১৬৩৬.০০	০	১৬৩৬.০০
	মোট	**১৫,৭৯২.০০**	**১২০১৩.০০**	**৬৬৬৬.৬৫**	**১৭৬৮.১৪**	**৮৪৩৪.৭৯**

দেশে চিনির চাহিদা ও উৎপাদন ক্ষমতা:

(ক) চিনির বাৎসরিক চাহিদা (আনুমানিক) : ১৪.০০ লক্ষ মে.টন
(খ) চিনিকলসমূহের বার্ষি ক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা : ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪০ মে.টন

২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমে ইক্ষু চাষ, আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং ২০১৭-২০১৮ মৌসুমের কর্ম সূচি

বিবরণ	২০১৬-২০১৭ মৌসুম		২০১৭-২০১৮ মৌসুম	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
ইক্ষু আবাদ (একর)	১২৭০৮৫	১১০২৫০	১১৫৪২২	
আখ মাড়াই (মে.টন)	১৫৪০০০০	৯৯১৪৫৫	১৩৫০০০০	
চিনি উৎপাদন (মে.টন)	১১৬৩৫০	৫৯৯৮৫	১২১৫১৩	
রিকভারি%	৭.৫৬	৬.০৫	৭.৪৩	
মোলাসেস (মে.টন)	৫৬৯৮০	৩৮৫৪৫	৬০৪৯৫	
স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)	৪৮.০০	৪৭.৩২	৫০.০০	
ফরেন লিকার উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)	৮.১০	৭.৭০	১০.১৩	

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ডিস্টিলারি পণ্য:

উৎপাদিত পণ্য		২০১৬-২০১৭ মৌসুমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ প্রুফ লিটার)	২০১৬-২০১৭ মৌসুমের উৎপাদন (লক্ষ প্রুফ লিটার)
ক)	১। দেশি মদ	৩৪.৮০	৩৪.৪০
	২। রেকটিফাইড স্পিরিট	৮.৫০	৭.৭০
	৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪.০০	৪.৭০
	৪। ই.এন.এ	০.৭০	০.৫২
	মোট=	৪৮.০০	৪৭.৩২

উৎপাদিত ফরেন লিকার:

প্রধান কাঁচামাল : ডিস্টিলারিতে উৎপাদিত রেকটিফাইড স্পিরিট ও ই.এন.এ
উৎপাদন ক্ষমতা : ১০.১৩ লক্ষ প্রুফ লিটার
ব্রান্ড এর নাম :

১। জিআরজিন	৫। জরিনা ভদকা
২। মলটেড হুইস্কি	৬। রোজা রাম
৩। ফাইন ব্রান্ডি	৭। ওল্ড রাম
৪। ইমপেরিয়াল হুইস্কি	৮। চেরী ব্রান্ডি
	৯। অরেঞ্জ ক্রাকাও

জনবল :

বিএসএফআইসি সদর দপ্তর ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণ:

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্ম রত জনবল	শূন্যপদ	মন্তব্য
প্রথম	৮২৬	৫৩১	২৯৫	
দ্বিতীয়	২১০	১৪১	৬৯	
তৃতীয়	৫৯৭৬	৫০০৯	৯৬৭	
চতুর্থ (শ্রমিকসহ)	১০২৫১	৯১৯৭	১০৫৪	
মোট	১৭২৬৩	১৪৮৭৮	২৩৮৫	

আর্থি ক ব্যবস্থাপনা(লাভ ও লোকসান -প্রভিশনাল) :

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে করপোরেশনের আওতাধীন কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড ডিস্টিলারি ইউনিট এবং রেনউইক,যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং(বিডি) লি. যথাক্রমে ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ও ৭১ লক্ষ টাকা (প্রভিশনাল) মুনাফা অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ঐ সময়ে যথাক্রমে ৫৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ও ৫ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। বিএসএফআইসি'র ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা চিনির বিক্রয় মূল্য কম থাকায় ২০১৬-২০১৭ মাড়াই মৌসুমেও লোকসান অব্যাহত আছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ৮১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

আখচাষ, মিলে আখ সরবরাহ ও চিনি উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতি :

দেশে সরকারি খাতে ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২.১০ লক্ষ মে.টন। চিনিকলগুলোর পূর্ণ ক্ষমতায় মাড়াই কার্য ক্রম পরিচালনার জন্য প্রতি মৌসুমে প্রায় ২৬.০০ লক্ষ মে.টন আখের প্রয়োজন। এ পরিমাণ আখ প্রাপ্তির জন্য প্রতি বছর ন্যূনতম ২.২০ লক্ষ একর জমিতে আখচাষ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে চাষ হয় গড়ে ১.৫০-১.৭০ লক্ষ একর জমিতে। আখচাষীদের অসহযোগিতার কারণে উৎপাদিত আখের ৪০% এর অধিক আখ মিলে সরবরাহ না করে গুড় তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৭.০ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চিনিশিল্পের গুরুত্ব ও অবদান :

- চিনিশিল্প দেশের চিনির চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- গ্রামীন অর্থ নীতিতে অর্থে র যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- প্রতি অর্থ বছরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর ইত্যাদি বাবদ ৭০.০০ কোটি টাকা জমা প্রদান করে।
- ৫ লাখ ইক্ষুচাষী ও ১৫ হাজারের উপর কর্ম রত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভ রশীল৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে ডিস্টিলারি ইউনিট, পরিবহণ ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত এবং শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থ াৎ মোট৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভ রশীল।
- চিনিকলসমূহের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষীগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ (কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি মিলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে শ্রমিক-কর্ম চারী-কর্ম কর্তা ছাড়াও যুব/যুব মহিলাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
- প্রতি বছর ইক্ষু ক্রয় বাবদ প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ বাবদ প্রায় ১২০-১৫০ কোটি টাকা, অগ্রিম শস্যঋণ বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা ইক্ষুচাষীদের মাঝে বিতরণ করা ছাড়াও সরকারের ভর্তুকি কার্য ক্রমের আওতায় আখচাষ খাতে প্রায়৫-৬ কোটি টাকা চাষীদের ভর্তুকি প্রদান করা হয়।
- চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিশিল্প এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমি পাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্ম াণ ও পল্লী সড়ক মেরামত করা হয়ে থাকে এবং গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- মিলজোন এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ণ/সংস্কার কাজে আর্থি ক সহায়তা প্রদান করা হয়।

এভাবে চিনিকলসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আখচাষিদের আখের মূল্য ও ভর্তুকির টাকা পরিশোধের জন্য রূপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশ ও বিএসএফআইসি'র সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (জাতীয়করণ, দ্বিতীয় সংশোধনী)-এর বিধানবলে গত ০১-০৭-১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) গঠিত হয়। প্রারম্ভিক পর্য ায়ে৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি. স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সরকারি নির্দে শনা ও প্রাক্তন মালিকের নিকট হস্তান্তরের পর উক্তরূপ ৬৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বর্ত মানে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে আটটি যথাক্রমে ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড(ইসিএল), ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড (ইটিএল), এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল), গাজী ওয়্যারস লিমিটেড (গাওলি), জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি. (জিইএমকো), ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড (এনটিএল), প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল), বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লিমিটেড (বিবিএফএল) চালু এবং পাঁচটি বন্ধ রয়েছে। এসব সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বালব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, এপিআই, জিআই ও এমএস পাইপ এবং সেফটি রেজর ব্লেড ইত্যাদি) উৎপাদন এবং বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল, ইত্যাদি সংযোজনমূলে উৎপাদন করে বিশেষতঃ সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের মাধ্যমে করে দেশের অর্থ নীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বিগত ৫(পাঁচ) বছরের বিএসইসি'র সার্বি ক কার্য ক্রমঃ

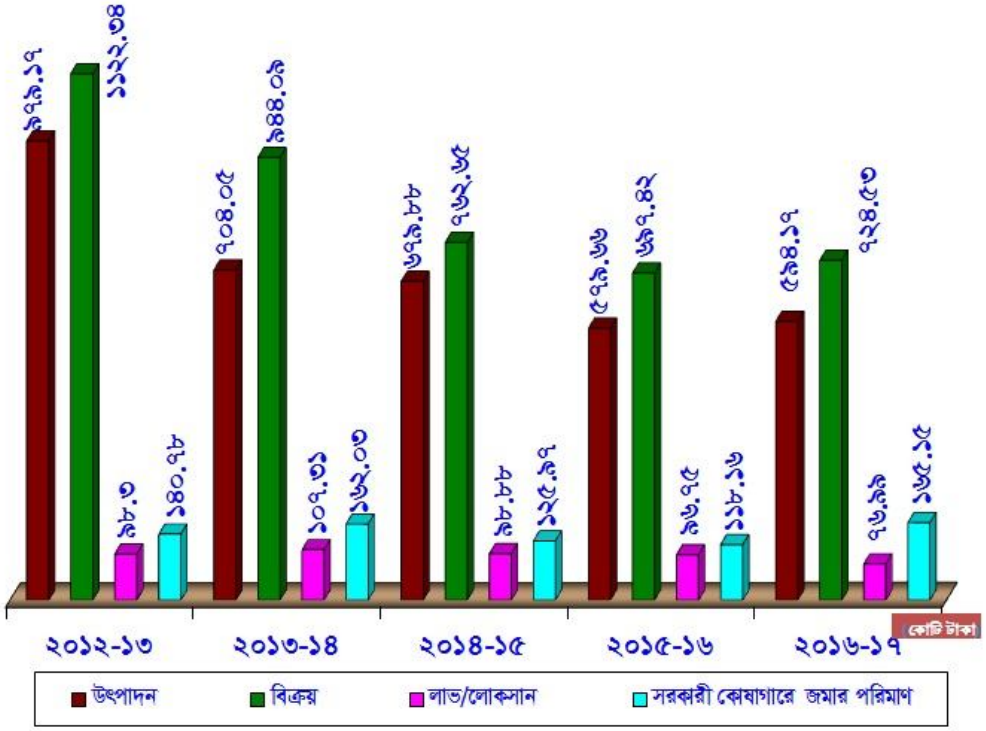

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বিএসইসির উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রম

ক. বিএসইস'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ণ টিউবস লি. (ইটিএল)-এর গত ১৯-০১-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্প ''এলইডি লাইট(সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্লান্ট ইন-ইটিএল''-এর ভবন নির্মাণ কাজ গত১০.০৮.২০১৭ তারিখ হতে শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানটিতে ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বালব উৎপাদনের পাশাপাশি অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বালব উৎপাদন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সালে বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর গত প্রায় চল্লিশ বছরে এটিই এডিপিভুক্ত প্রথম প্রকল্প। ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্য ক্রম সম্পন্ন হবে।

খ. গত এপ্রিল ২০১৭ তারিখ হতে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. (পিআইএল)-এর কারখানায় জাপানের মিৎসুবিসি মটরস্ কর্পোরেশনের কারিগরি সহযোগিতায় অত্যাআধুনিক পাজেরো স্পোর্ট জীপ(কিউএক্স) -এর বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাত কার্য ক্রম শুরু করা হয়। এছাড়াও প্রগতির কারখানায় মিৎসুবিসি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ, মিৎসুবিসি ASX SUV,ভারতের মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্র এবং চীনের ফোডে অটোমোবাইল কোম্পানির এসইউভি ও ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন করা হয়। উল্লেখ্য, উল্লিখিত মডেল ছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী টয়োটা, নিশান, ইত্যাদি ব্র্যান্ডের কার, পিকআপ, ডবল কেবিন পিকআপ, মাইক্রোবাস, এ্যাম্বুলেন্স, ইত্যাদি সিবিইউ অবস্থায় সরবরাহ করা হয়।

গ. রাষ্ট্রীয়খাতে দেশের একমাত্র মোটরসাইকেল সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লি. (এবিএল)-এর কারখানায় মোটরসাইকেল সংযোজন অব্যাহত রাখার জন্য চীনের চংকিং জংশেন আই/ই করপোরেশনের কোম্পানির সাথে ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড টেকনিক্যাল এসিসটেন্স এগ্রিমেন্ট গত ৩০-০৮-২০১৬ তারিখে পরবর্তী এক বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।

ঘ. বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (জিইএমকোলি) গত ১৭.০১.২০১৭ তারিখে সৌদি আরবের কোম্পানি আল-ফারনার এনার্জি জিইএমকোলি'র কারখানা পরিদর্শন করেছে। কোম্পানিটি রিয়াদে বিভিন্ন সাইজের ট্রান্সফরমার উৎপাদন করে। তারা জিইএমকো'র মেশিনপত্র আধুনিকীকরণপূর্ব ক অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণসহ রপ্তানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ প্রেক্ষিতে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সৌদি আরবের আলফানার এনার্জির সাথে সক্ষমতা স্টাডির বিষয়ে একটি এমওইউ স্বাক্ষর হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা গেলে জিইএমকোকে আরো লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দীর্ঘ দিন যাবৎ দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছে। পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণই হলো বিসিকের মূল উদ্দেশ্য। এরই ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি)শিল্পখাতে অবদানের হার ছিল ২১.৭৩ শতাংশ, যা পূর্ব বর্তী২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায়০.৭৫ শতাংশ বেশি (২০০৫-০৬ কে ভিত্তি বছর ধরে মূল্য সমন্বয়ের পর)। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রফতানিযোগ্য উৎপাদিত পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এর ফলে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্য

- শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

কার্য বন

বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেবা-সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্য ক্রম বিসিকের১) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ২) প্রকল্প ৩) বিপণন ৪) প্রযুক্তি ৫) অর্থ ৬) পুরকৌশল ৭) প্রশাসন এবং ৮) এমআইএস বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় স্থাপিত৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিসিকের মূল কার্য ক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে বিসিক প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নেও কাজ করছে। এর বাইরে দেশব্যাপী বিসিকের বাস্তবায়িত ৭৪টি শিল্প নগরী রয়েছে।

বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমানে মূলত দু'ধরনের কার্য ক্রম পরিচালনা করছে। তা হলো:

ক) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্য ক্রম এবং
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(ক) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্য ক্রম

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন ;
- উন্নত রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্প নগরী স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্লট বরাদ্দদান ;
- নিজস্ব ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন/প্রকল্প মূল্যায়ন ;
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ বিতরণ ;
- পণ্যের নকশা-নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা ; এবং
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান

(খ) নিয়ন্ত্রণমূলক কার্য ক্রম

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ;
- কর , শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্যকর্ম কান্ড ও সাফল্যের বিবরণ

শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ

বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা বাউদ্যোক্তা চিহ্নিত করা বিসিকের অন্যতম কাজ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র শিল্পে ৪৪৮৭ ও কুটির শিল্প খাতে ৯৪৩২ জন সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিসিক উক্ত খাতে উদ্যোক্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ সেবা সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা ও তাদের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার মানোন্নয়ন। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিসিকের ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে১০৫২১ জন উদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও ৭০০২ জন কে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিসিকের আইসিটি ল্যাবে ১০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণ দেশের শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা, কারিগরি, আর্থিক ও বিপণন দিক বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বিসিক **২০১৬-২০১৭** অর্থ বছরে৪৮৬টি প্রোফাইল প্রণয়ন করছে। আগ্রহী উদ্যোক্তগণ বিসিকের বিভাগীয় পর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়জেলা পর্যায়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগ মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্তে অথবা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যেসুনির্দিষ্টপ্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। গত **২০১৬-২০১৭** অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে যথাক্রমে২১৬৬ ও ৫৭৮৩ টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শিল্প ইউনিট/প্রকল্প নিবন্ধিকরণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিত ফি বিনিময়ে নিবন্ধিত হতে হয়। বিসিক কর্তৃক **২০১৬-২০১৭** অর্থ বছরে ৮৬৯টি ক্ষুদ্র এবং ১৯৫০টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঋণ ব্যবস্থাকরণ

বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নতুন ও বিদ্যমান ১৯৭৭টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৫৩৯৭টি কুটির শিল্প ইউনিটে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাকরণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে বিসিকের পরামর্শ ও সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ১২১৬টি ক্ষুদ্র এবং১৯৫০টি কুটির শিল্পে নিজস্ব তহবিল হতে বিনিয়োগ করেছেন।

কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ

গত **২০১৬-২০১৭** অর্থ বছরে বিসিক ৬০টি কারিগরি তথ্য সংগ্রহ এবং ৯৯৯টি বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ

বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪৩৫টি নকশা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২৪৪৮টি নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

শিল্পোদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো পণ্য বা পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বিপণন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। বিপণন সমীক্ষার আওতায় পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্যের মূল্য, চাহিদা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসমূহের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক৪২৩টি বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা,জামদানি মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৮টি মেলার আয়োজন ও ৭৮টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রায় ১৫৯৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সময়ে ৫২৯৩৫ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বিসিক শিল্প নগরীসমূহে ৪৫ হাজার ৮৮০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক বিগত ষাটের দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্প নগরী স্থাপন কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে করে উক্ত খাতের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিসিক দেশব্যাপী এ পর্য ন্ত মোট৭৪ টি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১০৩৮৯ টি শিল্প প্লট রয়েছে। তন্মধ্যে জুন ২০১৭ পর্য ন্ত ৫৮২২টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০০৫৩টি প্লট শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সব শিল্প প্লটে ইতোমধ্যে ৪৫৪৭টি শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে। শিল্পনগরীগুলোতে জুন ২০১৭ পর্য ন্ত২০ হাজার ১৭৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। তাছাড়া২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এসব শিল্প নগরীর শিল্পকারখানায় মোট ৫৫ হাজার ২৬২ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মাঝে ২৫ হাজার ৫২৯ কোটি টাকার পণ্য ছিল রপ্তানিযোগ্য। একই সময়ে শিল্প নগরী শিল্প ইউনিটগুলো হতে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বাবদ সরকার প্রায় ৩ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৪৫৪৭টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৯৪৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ রফতানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে। বিনিয়োগ উৎপাদন এবং কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্প নগরীসমূহের এই অবদান আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত মোট বিনিয়োগ	উৎপাদন মূল্য		সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব	কর্মসংস্থান (লক্ষ জন)
			মোট	রফতানিযেগ্য		
২০১৬-২০১৭	৪৮৮৬	২০১৭৮	৫৫২৬২	২৫৫২৮	৩৫৮৪	৫.৬৪
২০১৫-২০১৬	৪৮৮৬	২০১৭৮	৪৫৮৮০	২৪৯৩১	৩৭৩৯	৫.৬৪

শিল্প নগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্পনগরী যেমন-জামদানি, হোসিয়ারি ও ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আরো কয়েকটি শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এবং বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো হলো: এপিআই শিল্প পার্ক গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ, গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ, বিসিক শিল্পনগরী, মিরসরাই, বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা শিল্পনগরী-২, বিসিক শিল্পনগরী কুমারখালি, কুষ্টিয়া; বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা; শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী; ভৈরব শিল্পনগরী, বিসিক শিল্পনগরী, ঝালকাঠি এবং বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট মুন্সীগঞ্জ ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা এবং জিডিপিতে অবদান ও প্রবৃদ্ধি

ক্র: নং	শিল্প খাত ও অবদান	সাফল্য
১.	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৭ পর্য ন্ত)	১ লক্ষ ২২ হাজার টি
২.	কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১৭ পর্য ন্ত)	৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টি
৩.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্ম সংস্থান(জুন ২০১৭ পর্য ন্ত)	৩৭লক্ষ ৫৩ হাজার জন
৪.	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	২১.৭৩%
৫.	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	৩.৭১%
৬.	জাতীয় অর্থ নীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৭.২৪%
৭.	জাতীয় অর্থ নীতিতে শিল্প(ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের প্রবৃদ্ধির হার	১০.৯৬%
৮.	জাতীয় অর্থ নীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প(ম্যানুফ্যাকচারিং) প্রবৃদ্ধির হার	৯.২১%

- **সূত্র : বাংলাদেশ অর্থ নৈতিকসমীক্ষা ২০১৭**

জাতীয় অর্থ নীতিতে বিসিক শিল্প নগরীসমূহের অবদান

ক্র: নং	অবদানের বিষয়	সাফল্য
১.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪৮৮৬টি
২.	রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৯৪৬টি
৩.	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১৭ পর্য ন্ত)	২০১৭৮.১৭ কোটি টাকা
৪.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১৬-১৭)	৫৫২৬২.২৬ কোটি টাকা
৫.	বার্ষি ক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন(২০১৬-২০১৭)	২৫৫২৮.৪৬ কোটি টাকা
৬.	কর্ম সংস্থান(জুন ২০১৭ পর্য ন্ত)	৫.৬৪,০০০
৭.	সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১৬-১৭)	৩৫৮৪.৮৫ কোটি টাকা

বিসিকের লবণ উৎপাদন কার্য ক্রম

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে লবণ অন্যতম। লবণের কোনো বিকল্প নেই। তাই দেশকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ তা অর্জন ও চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লবণ শিল্পের বিকাশ জরুরি। বিসিকের সহায়তায় ১৯৬১ সাল থেকে দেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন কার্য ক্রম শুরু হয়। অদ্যাবধি বিসিক সরকারের একমাত্র মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাঠ পর্যায়ে লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্য ক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলাকায় ১২টি লবণ কেন্দ্র এবং ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং ও লবণের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। স্থাপিত ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার লবণ চাষিকে সাদা লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে লবণ উৎপাদন তথা লবণের গুণগতমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্য ক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর হতে মধ্য মে মাস পর্যন্ত সময়ে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে লবণের চাহিদা ছিল ১৫.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন। বিসিক উক্ত উৎপাদন মৌসুমে ১৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এর মাঝে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় উক্ত অর্থ বছরে ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তি বাস্তবায়নের কারণে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশি হওয়ায় প্রতি বছর পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বিসিক দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায় এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সদ্য সমাপ্ত **২০১৬-২০১৭** অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বিসিকের ২৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৩৯২৭৬.০০ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে ২৭০০৫.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৬৯% শতাংশ। উল্লিখিত এডিপি বরাদ্দের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৯৬২.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ৭৮০.৩৩ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রকল্প সাহায্যের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার ৮১%।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(জুন ২০১৭) **(লক্ষ টাকায়)**

ক্র	*প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল*	*প্রকল্প ব্যয়* *মোট (প্রঃ সাঃ)*	*২০১৬-১৭ অর্থ বছরের*				*শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)*	*ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার* %
			আরএডিপি বরাদ্দ মোট (প্রঃ সাঃ)	*অবমুক্ত অর্থ মোট (প্রঃ সাঃ)*	*মোট ব্যয় মোট (প্রঃ সঃ)*	*অগ্রগতির হার* %		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (জানুয়ারি ২০০৩ - জুন ২০১৭)	১০৭৮৭১.০০ (-)	১৬০০০.০০ (-)	১৬০০০.০০ (-)	১৪০৯০.১১ (-)	৮৮%	৬৬৪১৮.১১ (-)	৬২%
২.	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক (জানুয়ারি ২০০৮ - জুন ২০১৭)	৩৩১৮৫.৭৫ (-)	২০৫০.০০ (-)	২০৪০.৩৭ (-)	১৯৫৮.০৩ (-)	৯৬%	২২৩৮৫.৩১ (-)	৬৭%
৩.	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	৯৮৮৫.০০ (-)	১৮৫৭.০০ (-)	১৮৫৭.০০ (-)	১৭৪৯.৬৮ (-)	৯৪%	৯০০৭.৯৮ (-)	৯১%
৪.	বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৭)	২৯৯৫.০০ (-)	৬৮৮.০০ (-)	৬৮৮.০০ (-)	৬৮৮.০০ (-)	১০০%	২৬৮২.১১ (-)	৯০%
৫.	কুমিল্লা শিল্প নগরী -২ (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৭)	৫৪৩৩.০০ (-)	১.০০ (-)	০০.০০ (-)	০০.০০ (-)	-%	১৭.৪২ (-)	০.৩২%
৬.	বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	১৬১৬.০০ (-)	১.০০ (-)	০০.০০ (-)	০০.০০ (-)	-%	১৪৩.০৯ (-)	৯%

	(জুলাই ২০১০- জুন ২০১৭)							
৭.	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ (জুলাই ২০১০- জুন ২০১৯)	৬২৮৪৫.০০ (-)	৮০০০.০০ (-)	৬০০০.০০ (-)	৫৮.০০ (-)	৯৭%	১০২৮৬.০৯ (-)	১৬%
৮.	সর্ব জনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্য ক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৭)	৭০১৯.০০ (১৫৩৬.৬৩)	৭৮৫.০০ (৩৬২.০০)	৪৯০.০০ (১৮০.৩৩)	৪০৪.৩০ (১৮০.৩৩)	৫২%	৬৭৮৬.৪২ (২৩১০.১১)	৯৩%
৯.	বিসিক শিল্প নগরী, *বরগুনা* (জুলাই ২০১১- জুন ২০১৭)	১১১৬.০০ (-)	২০.০০ (-)	০০.০০ (-)	০০.০০ (-)	%	৪২২.৬০ (-)	৩৮%
১০.	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)	৯৩৬.০০ (-)	১০৫.০০ (-)	১০৫.০০ (-)	৯২.০০ (-)	৮৮%	৬৯৯.৫০ (-)	৭৫%
১১.	শ্রীমঙ্গল শিল্প নগরী (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)	৪০১৪.০০ (-)	১০০০.০০ (-)	৪২৫.০০ (-)	৩৪৫.১৯ (-)	৩৫%	২৯৬১.৫৪ (-)	৭৪%
১২.	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭)	৭২৯১.০০ (-)	১৫৮৭.০০ (-)	১৫৮৭.০০ (-)	১৫৪১.০০ (-)	৯৭%	৪১৪৭.৯২ (-)	৫৭%
১৩.	পাবনা বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৩- ডিসে ২০১৬)	৩৫৯৫.০০ (-)	১৮৬.০০ (-)	১৮৫.৯৫ (-)	১৮২.৮৩ (-)	৯৮%)	৩২১১.২৩ (-)	৮৯%
১৪.	বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৭)	১৫২৫.০০ (-)	৪৬৪.০০ (-)	১৮৮.০০ (-)	৯২.৩৫ (-)	২০%	৫৫৯.৪৩ (-)	৪৩%
১৫.	Poverty Reduction by Integrated & Sustainable Markets (PRISM) (জানু ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২৪)	৩২৪৯০.০০ (৩০০০০.০০)	৬৪৫.০০ (৬০০.০০)	৬৪৫.০০ (৬০০.০০)	*৬১৫২.৬৪ ৬২৯.৮০ (৬০০.০০)	৯৮%	*৬২০৫.০০ ৬৮২.১৬ (-)	১৯%
১৬.	বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই সম্প্রসারণ (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৭)	৩৪৫৩.২৪ (-)	৪০২.০০ (-)	৪০২.০০ (-)	৩২৫.০০ (-)	৮১%	২৭৩৩.৩৭ (-)	৭৯%
১৭.	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৭)	৩২৪৮.০০ (-)	১৫.০০ (-)	১৫.০০ (-)	১১.৫৬ (-)	৭৭%	৭২৬.৯৩ (-)	২২%
১৮.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২, (জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৮)	১২৮৮১.০০ (-)	১১.০০ (-)	১১.০০ (-)	৯.১০ (-)	৮৩%	৯.১০ (-)	০.০৭%
১৯.	বিসিকের ৪টি নৈপূণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন(জানু ১৫- ডিসে১৭)	২০০০.০০ **(-)**	১৮৪.০০ (-)	১৮৪.০০ (-)	৬৬.১৬ (-)	৩৬%	১৬৫.০১ (-)	৮%
২০.	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ(জুলাই২০১৫-জুন ২০১৯)	৬২০০.০০ **(-)**	২৮৩.০০ (-)	২৮২.৫০ (-)	২৪৩.৬১ (-)	৮৬%	২৫৫.২৩ (-)	৪%
২১.	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮	১৬৪০০.০০ **(-)**	৬০.০০ (-)	৬০.০০ (-)	৫২.০০ (-)	৮৭%	৫২.০০ (-)	০.৩১%
২২.	বিসিক প্লাস্টিক এষ্টেট, ঢাকা (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮)	১৩৩০০.০০ (-)	২১.০০ (-)	১৪.০০ (-)	১২.৮৭	৬১%	১৬.৫৪ (-)	০.১২%
২৩.	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী, সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮)	৭৬৮৫.০০ **(-)**	৪৭২০.০০ (-)	৪৩০৮.০০ (-)	৪৩০৪.৭০ (-)	৯১%	৪৩০৪.৭০ (-)	৫৬% -
২৪.	বিসিক মুদ্রণ শিল্পনগরী, (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮)	**১৩৮৭০.০০** **(-)**	৮০.০০ (-)	৮০.০০ (-)	৭২.১২ (-)	৯০%	৭২.১২ (-)	০.৫২%
২৫.	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)	২১৩২৬.০০ (-)	৭৫.০০ (-)	৭৫.০০ (-)	৬১.৫০ (-)	৮২%	৬১.৫০ (-)	০.২৯%
২৬.	বিসিক শিল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)	৭৯৮৪.০০ (-)	১৬.০০ (-)	১৬.০০ (-)	৫.৭৩ (-)	৩৬%	৫.৭৩ (-)	০.০৭%
২৭.	মাদারিপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	৩৭৭৩.০০ (-)	১০.০০ (-)	০০.০০ (-)	০০.০০ (-)	-%	০০.০০ (-)	-

	(জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)							
২৮.	শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন নিশবেতগঞ্জ-রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৯)	১১০৪.০০ (-)	১০.০০	১০.০০ (-)	১০.০০ (-)	১০০%	১০.০০ (-)	০.৯১%
	সর্ব মোট	*৩৯৫০৪০.৯৯ (৩১৫৩৬.৬৩)*	*৩৯২৭৬.০০ (৯৬২.০০)*	*৩৫৬৬৮.৮২ ৭৮০.৩৩*	*২৭০০৫.৬৪ ৭৮০.৩৩ *৩২৫২৫.৪৮*	*৬৯% ৮৩%*	*১৩৮৯২২.৯০ (২৯৪৭.৪৫) *১৪৪৪৫.৭৪*	৩৫% (৩৭%)

চামড়া শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান : সাভার, ঢাকা।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি আধুনিক উন্নত পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তর করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা। এর ফলে চামড়া শিল্পে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রপ্তানি বাড়বে, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে যা জাতীয় আয়ে (জিডিপিতে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। প্রকল্পটি ২০০ একর জমিতে অবস্থিত। এখানে ২০৫টি প্লটে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, বিদ্যুৎ এবং পানি সরবরাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস ইউনিটসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়াও শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)এর মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে।

অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক

প্রকল্পের অবস্থান : গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এপিআই শিল্পপার্কটিতে উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধা সম্বলিত পরিবেশবান্ধব স্থানে ওষুধ শিল্পের আমদানি বিকল্প কাঁচমাল তৈরির কারখানা স্থাপিত হবে। এই প্রকল্পটি ২০০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪২টি প্লটে ৪২টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।এ শিল্পপার্কে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড এর সুযোগ সুবিধা থাকবে।

বিসিক শিল্প নগরী, মীরসরাই

প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৯৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পটি ১৫.৩২ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৮৮টি শিল্প প্লটে ৮৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান : গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৩৪৯টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

প্রকল্পের অবস্থান : কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬১৬.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ১০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৬৮টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ

প্রকল্পের অবস্থান : সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬২৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থ নীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের উদ্দেশ্যে ৪০০ একর জমির উপর এ শিল্পপার্কটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিল্পপার্কে ৮০১টি শিল্প প্লটে ৫৭০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের অভ্যন্তরীন রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ লাইন,ব্যাংক,ওয়্যার হাউজ, কাস্টম ক্লিয়ারেন্স এবং ট্রেড লজিস্টিক, নেটওয়ার্ক বিল্ডিং, ইন্টারনেট সার্ভিস্ কনফারেন্স সেন্টার, ফায়ার স্টেশন, নিরাপত্তা সুবিধা, কনসাল্টিং সার্ভিস্ মেডিক্যাল সুবিধা, মেলার স্থান, শিশুযত্ন কেন্দ্রের সুবিধা, ডরমেটরি, ডাকঘর এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রসহ সকল অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা থাকবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সার্ব জনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্য ক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ প্রক(সিআইডিডি)

প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭০১৯.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসংখ্যার চাহিদানুযায়ী পরিমিত মাত্রার আয়োডিন মিশ্রিত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। দেশের জনগণকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহারের আওতায় আনা এবং ভোজ্য লবণে আয়োডিন মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পটাশিয়াম আয়োডেট সংগ্রহ/ আমদানি, সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। লবণ মিলসমূহে পরিমিত আয়োডিন মিশ্রণের লক্ষ্যে ২৬৭টি সল্ট আয়োডাইজড করার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে ৮৪ শতাংশ পরিবার আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করছে। লবণ মিল মালিক কর্তৃক লবণে আয়োডিন মিশ্রণ করে সরবরাহ হচ্ছে কিনা বিসিক থেকে তা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

বিসিক শিল্প নগরী. বরগুনা

প্রকল্পের অবস্থান : বরগুনা জেলার সদর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ১০.২১ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৬১টি শিল্প প্লটে ৬১টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ জনের কর্ম সংস্থানেরসুযোগ সৃষ্টি হবে।

শ্রীমঙ্গল শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান : মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০১৪.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ২০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ১৩০টি শিল্প প্লটে ৯০-১০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১২.১০ ভৈরব শিল্পনগরী

প্রকল্পের অবস্থান : কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭২৯১.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ৪০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ২৫১টি শিল্প প্লটে ২৫১টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৩৮০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পাবনা বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান : পাবনা জেলার সদর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫৯৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ১৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ১০০টি শিল্প প্লটে ৮০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৪০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন

প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৩৬.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌমাছি পালন ও মৌবৃক্ষ সংরক্ষণের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন। দেশে পরাগায়নের সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের মধু উৎপাদন বৃদ্ধি করে মধুর চাহিদা পূরণ। প্রকল্প মেয়াদে ৬০০০ মৌ-পালককে কার্য করী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নতিকরণ। মৌ চাষীদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকরণ।

বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি

প্রকল্পের অবস্থান : ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫২৫.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ১১.২৮ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৮৩টি শিল্প প্লটে ৬১টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ

প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৫৩.২৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ১২.৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৭২টি শিল্প প্লটে ৬০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী -২

প্রকল্পের অবস্থান : রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ২৫৬টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা

প্রকল্পের অবস্থান : চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২৪৮.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ২৫ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ১৬৯টি শিল্প প্লটে ১৬০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৮০০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিকের ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মেরামত ও আধুনিকায়ন

প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, নরসিংদী ও পাবনা জেলায় অবস্থিত ৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও পুনর্গ ঠন করা । প্রকল্প মেয়াদে৯টি ট্রেডে ৪৬০০টি কার্য করী প্রশিক্ষণ কোর্সে র মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে।

তেজগাঁও এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট নতুন ভবন তৈরি

প্রকল্পের অবস্থান : প্লট নং ৩৯৮, তেজগাঁও, ঢাকা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬২০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকার তেজগাঁও এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে সেখানে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সুবিধার্থে বিসিক প্রধান কার্য ালয়আঞ্চলিক কার্য ালয় এবং অন্যান্য সহযোগী কার্য ালয় স্থানান্তর করা । বিসিকের বহুতল ভবনটি নির্মাণ হলে আঞ্চলিক কার্য ালয় ও অন্যান্য প্রকল্প অফিসের ভাড়া বাঁচবে। উপরোন্ত অফিস স্পেস ভাড়ার মাধ্যমে বিসিকের আয়ের পথ সুগম হবে।

বিসিক শিল্পপার্ক, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের অবস্থান : টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পটি ৫০ একর জমিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এখানে অভ্যন্তরীণ রাস্তা,ড্রেন ও কালভার্ট, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উপযোগী সব অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ২৭১টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৬৫০০ জনের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কুমিল্লা শিল্পনগরী-২

প্রকল্পের অবস্থান : কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপন উপযোগী উন্নত শিল্পপ্লট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ লাইন ইত্যাদি অবকাঠামোগত সকল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি ২০ একর জমিতে অবস্থিত। ১৬২ টি শিল্পপ্লটে ১০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রিজম (Poverty Reduction by Integrated and Sustainable Markets)

প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২৪৯০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : **সার্বি ক**

বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণে তথা সহনশীল দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত লোকদের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

সুনির্দি ষ্টঃ

নির্দি ষ্ট এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপখাতের মানোন্নয়নের মাধ্যমে বর্ধি ষ্ণু কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও গৃহস্থালী ও সমাজ কর্ম মূলক আয়বর্ধ ক কর্ম কান্ডের অগ্রগতি সাধনআয়বর্ধ ক কাজে নারীদের অধিক সম্পৃক্ত করণ, বিশেষত উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপনা কর্মী হিসাবে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের পিপি অনুযায়ী কার্য ক্রম চলছে।

বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট

প্রকল্পের অবস্থান : মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বড়বার্তা মৌজা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিক শিল্প ইউনিটসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এ শিল্পনগরী স্থাপন করা হবে। ৫০ একর জমির উপর এ শিল্পনগরী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ শিল্পনগরীতে প্লাস্টিক খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প স্থাপন উপযোগী উন্নত শিল্পপ্লট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও কালভার্ট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ লাইন ইত্যাদি অবকাঠামোগত সকল সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এ শিল্পনগরীতে ৩৭০ টি শিল্প প্লটে ৩৬০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ১৮০০০ জনের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক আয়োজিত জামদানি মেলায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি জামদানি স্টল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু বৈশাখী মেলা ১৪২৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান করছেন। পাশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, এনডিসি

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

প্রেক্ষাপট:

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত অধ্যাদেশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 37 of 1985) এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি (CTL) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স ইন্সটিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণীবিন্যাস পরিদপ্তরটিও (Department of Agricultural Grading and Marketing) বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়।

বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব:

দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই'র মূল দায়িত্ব হচ্ছে :

ক) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন;

খ) প্রণীত মান বাস্তবায়নের লক্ষ পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টি ফিকেশন প্রদান;

গ) ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি তে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাক্ষেণ এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিতকরণ। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ করা;

ঘ) Management System Certification কার্য ক্রম বাস্তবায়ন।

সুষ্ঠুভাবে এ সকল কর্ম কান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে দেশে শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলা বিএসটিআই'র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পণ্যের মানকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তুলতে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে।

বিএসটিআই কাউন্সিল :

দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডি ন্যান্স১৯৮৫ এর আওতায় বিএসটিআই কাউন্সিল গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিএসটিআই'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি হচ্ছে বিএসটিআই কাউন্সিল। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে উক্ত অর্ডি ন্যান্সের সর্ব শেষ সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা৩৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উক্ত কাউন্সিল কমিটির সভাপতি ও শিল্প সচিব উক্ত কমিটির সহ-সভাপতি। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক উক্ত কাউন্সিল কমিটির সদস্য-সচিব।

বিএসটিআই যে সকল অধ্যাদেশ , আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় এর তালিকা:

১। The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985)
২। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No. XI of 1988)
৩। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Act, 2003
৪। The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982)
৫। The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act, 2001
৬। The Bangladesh Standards of Weights and Measures Rules, 1982
৭। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্ম চারীচাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৯
৮। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন প্রবিধানমালা ১৯৮৯

৯। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্ম চারী(অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ২০০২

১০। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্ম চারীচাকুরি প্রবিধানমালার (সংশোধিত) তফসিল, ২০০৫

১১। The Bangladesh Standards of Weights and Measures (Amendment) Rules, 2006

১২। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ(পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭।

১৩। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিংইন্সটিটিউশন (ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টি ফিকেশন)প্রবিধানমালা, ২০০৯।

বিএসটিআই'র জনবল :

বিএসটিআই'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমান মোট জনবল ৬০৭। তন্মধ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার ফলশ্রুতিতে নতুনভাবে ১১৩টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে বিএসটিআই'র কাজের পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে নতুনভাবে আরও ২৩টি পদ সৃজন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রতিঘরে একজন করে কর্ম ক্ষম ব্যক্তির চাকরি নিশ্চিত করার বিষয়ে বর্তমান সরকারের নির্ব াচনীঅঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিএসটিআই কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বিএসটিআই'র রাজস্ব খাতে মোট ২০১ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন, ২০১২ সালে ৪৮ জন, ২০১৪ সালে ৫৮ জন এবং অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ২০১৬ সালে ৮ জনসহ সর্ব মোট২০১ জন কর্ম কর্তা/কর্ম চারি নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ৭৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসারে কার্য ক্রমচলছে।

বিএসটিআই'র বাজেট :

নিয়মিত সার্বি ককর্ম কাণ্ডপরিচালনার ব্যয় বিবেচনা করে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থার বাজেট প্রণীত হয়। প্রণীত বাজেট অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে বিএসটিআই'র অনুকূলে সরকারি অনুদান দেয়া হতো। বিগত ২০০৩-২০০৪ খ্রি. অর্থ বছর থেকে কোন সরকারি অনুদান দেয়া হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের মাধ্যমেই যাবতীয় ব্যয় নির্ব াহ করা হচ্ছে।২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেজেট আকারে অনুমোদন করা হয়েছে।

উইং ভিত্তিক কার্য ক্রম:

বিএসটিআই'র কার্য ক্রম নিম্নবর্ণি ত৬টি উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকাস্থ প্রধান কার্য ালয় ছাড়া চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা ও ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিএসটিআই এর কার্য ক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে রংপুর ও কুমিল্লা জেলা সদরে অস্থায়ীভাবে বিএসটিআই মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ কার্য ক্রম শুরু করার লক্ষ্যে বিএসটিআই'র ৩০ তম কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক) মান উইং :

বিএসটিআই কর্তৃক এ যাবত সর্ব মোট৪০৩০ টি জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জুন/২০১৭ পর্য ন্তমান উইং এর অন্তর্গত ৬টি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক ১৭১টি মান অনুমোদিত হয়েছে। South Asian Regional Standards Organization (SARSO) এর আওতায় মোট ৫টি SAARC Sectoral Technical Committee (STC) গঠন করা হয়। মান উইং এর কর্ম কর্তারা সার্কভূক্ত বিভিন্ন দেশে SARSO STC এর ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত মোট ১৭টি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত সভাসমূহে মোট ৪০টি মানের খসড়ার উপর আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে ৯টি মানের খসড়া চূড়ান্ত হয়, যা SARSO এর Technical Management Board (TMB) এর সভায় South Asian Regional Standard (SARS) মান হিসেবে ৭টি মানের খসড়া অনুমোদন হয়েছে। উক্ত ৭টি মানের মধ্যে ৬টি মান সার্কভূক্ত সদস্য দেশ সমূহের ভোটিং এর জন্য সার্কুলেশন করা হয়েছে। SARSO এর Governing (GB) এর সভায় এ পর্য ন্ত৩টি মান চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

নিম্নে বিগত ০৫টি অর্থ বছর এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরে মান উইং কর্তৃক সম্পাদিত মান প্রণয়ন কার্য ক্রমের তথ্য দেয়া হলো :

মান প্রণয়ন কার্য ক্রম:

বিভাগের নাম	প্রণীত মানের সংখ্যা				
	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
কৃষি ও খাদ্য, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স এবং প্রকৌশল	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১০১টি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১৫১টি	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১১১টি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১১৬টি	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১৬৯টি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১৩৬টি	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ২৩৮টি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১৫৮টি	শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১২২টি বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত – ১৭১টি

খ) পদার্থ পরীক্ষণ উইং :

পদার্থ পরীক্ষণ উইং (১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ(২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং (৩) টেক্সটাইল বিভাগ নিয়ে গঠিত। অত্র উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন) টি পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে।

১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধীনে সিমেন্ট টেস্টিং ল্যাব, ব্রিক টেস্টিং ল্যাব, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ও কনডম টেস্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে সিমেন্ট, ব্রিক, এম এস রড, এ্যাঙ্গেল, প্লেট, কাস্ট আয়রন পাইপ, বাইসাইকেল রিম,কনডম, টাইলস, সেনিটারি ফিটিংস, পিভিসি পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেড, বল পয়েন্ট, স্টিল ট্র্যাংক, বুট, পেপার, সিজিএস সিট, হেলমেট, কনভেয়র বেল্ট,জিপি সিট, সিরামিক টেবিল ওয়ার ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে ইলেকট্রিক্যাল এবং ক্যাবল টেস্টিং ল্যাব, ফ্যান টেস্টিং ল্যাব, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল এনার্জি মিটার টেস্টিংল্যাব, লাইটিং Products টেস্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে পিভিসি ইন্সুলেটেড ক্যাবল, ফ্লেক্সিবল কর্ড, পাওয়ার ক্যাবলস এনামেল রাউন্ড কপার ওয়ার, সুইচ, সকেট, ইউপিএস, আইপিএস, ট্রান্সফরমার, ফ্যান রেগুলেটর, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল মিটার, টিউব লাইট, সিএফএল, ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প, ব্যালাস্ট, এলএএস ব্যাটারী, ওয়াচ ব্যাটারী, সার্কিট ব্রেকার, মিটার ব্রেকার ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩) টেক্সটাইল বিভাগের অধীনে টেক্সটাইল মেকানিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল কেমিক্যাল ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে কটন সুতা, পলিয়েস্টার সুতা, পলিয়েস্টার ব্লেড সাটিং, পলিয়েস্টার ব্লেড সুটিং, কাপড়ে রং এর স্থায়ীত্ব কটন ক্যানভাস, পপলিন কাপড়, গার্মে ন্টস পণ্য বিভিন্ন প্রকার ফাইবার আমদানিকৃত বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

বিগত ০৪টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরে পদার্থ পরীক্ষণল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্য ক্রমের তথ্য:

ক্রঃ নং	পরীক্ষীত নমুনার বিবরণ	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১।	ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষণের সংখ্যা	১০১৩৭০০ টি	১০৯৫৬০০ টি	১০৮৯৪০০ টি	৯৪৩২০০ টি	৯১৩০০০ টি
২।	সিএম এর আওতাভূক্ত বাধ্যতামূলক পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল এবং টেক্সটাইল পণ্য	৬৭১৯ টি	৪৫৭৬ টি	৭১১০ টি	৮৩৪৮ টি	৮৪৭৫ টি
৩।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	৪১৭.৭৭	৩৬৮.৪০	৫৬৪.৬৫	৫৪৫.৯৯	৫৫৮.৩৮

গ) রসায়ন পরীক্ষণ উইং :

রসায়ন পরীক্ষণ উইং (১) রসায়ন বিভাগ (২) ফুড ও ব্যাকটেরিওলজি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এ উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন)টি রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে। উক্ত ল্যাবগুলোতে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও আমদানিকৃত/রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (জৈব/অজৈব, খাদ্য/খাদ্যজাত পণ্য) রাসায়নিক পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কার্য সম্পাদন করাহয়।

রসায়ন বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Cement and Building materials Lab, Organic and inorganic materials Lab, Petroleum and Petroleum products Lab, Cosmetics Products Lab, GC-MS Lab, A A S Lab, H P L C Lab ইত্যাদি। এ সকল ল্যাবের মধ্যে GC-MS, A A S, H P L C যন্ত্রের মাধ্যমে Dairy products-এর Melamine ,খাদ্য পণ্যের Trace elements, পানির Trace elements, Vitamins – Minerals এবং খাদ্য পণ্যের Colour , Preservatives ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করা হয়।

ফুড ও ব্যাকটেরিওলজি বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Procssed Fruits Lab, Bakery Lab, Water Lab, Microbiology Lab, Oils & Fat Lab, Dairy Products Lab, Cereal-pulses Lab। এ সকল ল্যাবের মাধ্যমে Cereal and Bakery product, Fruits and Fruit products, Dairy and Dairy products, Drinking Water and Beverages, Edible Oil and Fats products, Spices and Condiments, Sugar and Sugar products ইত্যাদি পণ্যসমূহ পরীক্ষা করা হয়।

বিগত ০৪টি অর্থ বছরে এবং সম্প্রতি সমাপ্ত২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরেরসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্য ক্রমের তথ্যনিম্নে দেয়া হলো :

ক্রঃ নং	পরীক্ষীত নমুনার বিবরণ	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১।	খাদ্যপণ্য, জৈব পণ্য ও অজৈব পণ্য	১২৭৬০	১৪০৯২	১৪৩১৮	**১৮৭০৪**	**১৮৩৬২**
২।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	৩৯০.৪১	৫০৩.৫৭	৬৫৪.৮১৭	১১০২.০৪	১১২০.১১

ঘ) সার্টি ফিকেশন মার্কস (সিএম) উইং :

সার্টি ফিকেশন মার্কস কার্য ক্রমের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদানও এ উইং এর দায়িত্ব। স্বেচ্ছা ও বাধ্যতামূলক উভয় পদ্ধতিতেই এ কার্য ক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গেজেটের মাধ্যমে এ পর্য ন্ত৫৪টি পণ্যকে (৫৮টি খাদ্য পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য) বাধ্যতামূলক সার্টি ফিকেশন মার্কস এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই থেকে এ সকল পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে গুণগতমান সনদ গ্রহণ ছাড়া বাজারজাত করা আইনতঃ দন্ডনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিগত ৪টি এবং সদ্য সমাপ্ত ২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরে সিএম উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্য ক্রমের পরিসংখ্যান

পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) কার্য ক্রম:

ক্রমিক নং	কার্য ক্রম	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১।	নতুন লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা	১৬২৯টি	১৭৪২টি	১৪৭৭টি	১৯৭৪টি	১৯৫৭টি
২।	লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা	২৫৫৩টি	২২০২টি	১৮৪৫টি	২৫৪৫টি	২৫৮০টি
৩।	আবেদন (লাইসেন্সের জন্য) প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা	৭৮৯টি	৬০২টি	৭৬৩টি	৭৪৮টি	৬১৬টি
৪।	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	৩২১৩.০০	৩০১৯.৬৭	৩৭২৩.১৯ (ভ্যাট সহ)	৫৩৯৮.৯৯ (ভ্যাট সহ)	৪৬৮৪.০৩ (ভ্যাট সহ)

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্য ক্রম

ক্রমিক নং	কার্য ক্রম	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	১১৭৮টি	১০৯৬টি	৮৬৪টি	৯৫৬টি	৭৮১টি
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৪৯৬টি	১৭৫৮টি	১২৫৯টি	১৩৪৬টি	১০৬২টি

৩।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৪৯৬টি	১৭৫৮টি	১২৫৯টি	১৩৪৬টি	১০৬২টি
৪।	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ **(লক্ষ টাকায়)**	৪৭৩.১৩	৪০৩.১০	৩২৬.৮৬	৬৩৪.৬৩	৪৯৭.৮৮
৫।	গত ২০১২-২০১৩ খ্রি. অর্থ বছরে৩০ জন, ২০১৩-২০১৪ খ্রি. অর্থ বছরের৩০ জন, ২০১৪-২০১৫ খ্রি. অর্থ বছরে৬২ জন এবং ২০১৫-২০১৬ খ্রি. অর্থ বছরের৪২ জন এবং ২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরের ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃকভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৩০ জন কে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ১৯ টি প্রতিষ্ঠানকে সীলগালা করা হয়েছে।					

সার্ভি লেন্স টিম পরিচালনার কার্য ক্রম

ক্রমিক নং	কার্য ক্রম	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১।	সার্ভি লেন্স টিম পরিচালনার সংখ্য	৯১৮টি	৭৪৫টি	৬৬৮টি	৭৯০টি	৯৭৪টি
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (সার্ভি লেন্স টিম)	৩৯৬টি	২৫৯টি	১৫১টি	৫২৮টি	৩৭২টি
৩।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (সার্ভি লেন্স টিম)	০৪টি	১৬টি	২৪টি	৩৬টি	৭৮টি
৪।	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	১.৯৮	১.৫২	৩.৯৬	৫.১১	৪.৯৫

রমজান মাস জুড়ে বিএসটিআই'র অভিযান জোরদার

বছর জুড়েই মানহীন পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে থাকে বিএসটিআই। পবিত্র রমজান মাসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা আরও জোরদার করা হয়। এ সময়ে বিএসটিআই ঢাকা শহরে প্রতিদিন ৪ টি এবং ঢাকার বাইরে অন্তত ১টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। মানহীন পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের বিরুদ্ধে বিএসটিআই'র কঠোর অবস্থান তুলে ধরা, সেসব প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ৩১ মে, ২০১৭ তারিখে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অংশগ্রহণ করেন বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল হাসিব। নির্ব াহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ রানার নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়।

বিএসটিআই পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত

ঙ) মেট্রোলজি উইং :

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি তে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরি, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা (Accuracy) নিশ্চিত করণ এই উইং এর প্রধান কাজ। 'The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982' এবং 'The Standards of Weights and Measures (Amendment)Act 2001 এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ সারাদেশে মিটার, লিটার, প্লাটফরম স্কেল, পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট, ট্যাংক লরি, স্টোরেজ ট্যাংক ওয়েব্রিজ, বাটখারা, দাড়িপাল্লা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ভেরিফিকেশন কাজ মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

বিগত ০৪টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মেট্রোলজি উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্য ক্রমের তথ্য নিম্নেদেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কার্য ক্রম	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১।	**পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট ভেরিফিকেশন**	**৬০৪৪টি**	**৬৪৬১টি**	**৬৮৪২টি**	৭১১১টি	**৮০০১টি**
২।	**ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সংখ্যা**	**১১৭৮টি**	**১০৯৬টি**	৪৭৪টি	৬১৭টি	**৫৩০টি**
৩।	**মামলা দায়েরের সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)**	**১৪৯৮টি**	**১১৩৮টি**	৯০৪টি	১১৮৪টি	**১০২১টি**
৪।	**মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)**	**১৪৯৮টি**	**১১৩৮টি**	৯০৪টি	১১৮৪টি	**১০২১টি**
৫।	**জরিমানা আদায় (লক্ষ টাকায়) (ভ্রাম্যমান আদালত)**	**৩৮.৪১**	**২৯.৭১**	২৮.৩০	৫১.২৯	**৪৩.২৪ ১জনের ৭দিন ও ১২ জনের ৭ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে**
৬।	**জরিমানা কৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**	**১৪৯৮**	**১১৩৮**	৯০৪	১১৮৪	**১০২১**
৭।	**পরিচালিত স্কোয়াড/বিশেষ অভিযানের সংখ্যা**	**৯১৭**	**৭৩৩**	২২৩	৩০৩	**৩২৫**
৮।	**মামলা দায়েরের সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)**	**২৫২**	**১৭১**	**১৪৪**	৫৬৯	**৩০৩ ১১০ কাঠের দাড়িপাল্লা করা হয়েছে।**
৯।	**মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)**	**২৯**	**০২**	**০৬**	০৪	**১৩**

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা এবং অ্যাক্রিডিটেশন :

EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থি ক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি তে - (i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান **এবং** ল্যাবরেটরি সমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে ।

বিএসটিআই'র মেট্রোলজি উইং এর আওতাধীনে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের ৬টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির ৮টি প্যারামিটার নরওয়েজিয়ান অ্যাক্রেডিটেশন (NA) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রিডেটেশন বোর্ড (BAB) কর্তৃক যৌথভাবে অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত। আরও ৪টি ল্যাবের ৬টি প্যারামিটার Accreditation-এর আওতায় নিয়ে আসার কার্য ক্রমহাতে নেয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (NML) **কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি Calibration এর বিবরণ :**

ক্রঃ নং	যন্ত্রপাতির বিবরণ	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭
১.	মেট্রিক বাটখারা (ওয়েটস)	৫৭৭টি	৫৪৭টি	৬৩৮টি	৯১৫টি	৭৯৫টি
২.	ওজন যন্ত্র	১২২টি	৩০৩টি	৩১৮টি	৩৪৫টি	২৮২টি
৩.	লেংথ মেজার ক) টেপ খ) স্টীল স্কেল	 ৫৭টি ৪৮টি	 ৫১টি ৭৮টি	 ৭০টি ১০১টি	 ৫৪টি ৭৭টি	 ২৩টি ৮৩টি
৪.	ভলিউম মেজার	৩৬১টি	২৪৪টি	২৭২টি	৩১৫টি	৩৭৫টি
৫.	স্লাইড ক্যালিপার্স	৬০টি	৪৯টি	৪২টি	৬১টি	৫১টি
৬.	থার্মোমিটার	৬৫টি	১৯টি	১১৪টি	১২৮টি	১২৬টি
৭.	মাইক্রোমিটার	৩০টি	৩৬টি	৩৩টি	১৮টি	৩০টি

৮.	প্রেসার গেজ	৪১টি	২৮টি	৩২টি	৩৫টি	৩৩টি
৯.	টেম্পারেচার গেজ	২৯	-	০৪	১৮	-
১০.	থিকনেস গেজ	৩৪	৩২	১৪	৩৭	-
১১.	টেম্পারেচার ইন্ডিকেটর	২৯	১৯	-	০৭	-
১২.	হাইগ্রোমিটার	৬	১২	১৫	১৮	-
১৩.	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	১০৮.৩৯	১৪২.৭২	১৪৮.১৫	১৫৩.৬১	১৫৪.৭০
১৪.	স্টপ ওয়াচ	-	০৮	১০	১১	৮টি

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সমঝোতা স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য অধিকতর প্রসারের লক্ষে Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) এবং ভুটানের জাতীয় মানসংস্থা Bhutan Standards Bureau (BSB)-এর মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং টোবগের উপস্থিতিতে ভুটানে গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৭ খ্রি. তারিখে এ সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। বিএসটিআই'র পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালক এবং বিএসবি'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক তিন বছরের জন্য এ সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো স্ট্যান্ডার্ড াইজেশন্ মেট্রোলজি, কনফর্মি টি এ্যাসেসমেন্ট্ টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা। এ স্মারকটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় পক্ষে স্ট্যান্ডার্ড স্ টেকনিক্যাল রেগুলেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে একমত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় মানসংস্থার সাথে ভুটানের জাতীয় মানসংস্থার এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে ভুটান এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত বাধাসমূহ দূর হয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্য ক্রম ত্বরান্বিত হওয়াসহ সৌহার্দ পূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং টোবগের উপস্থিতিতে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বিশ্ব মান দিবস – ২০১৬

বিশ্ব মান দিবস ২০১৬ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে ২১ মে, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত 'পরিমাপ পরিবহণের নিয়ন্ত্রক (Measurements for transport)' শীর্ষ ক আলোচনা সভাঅনুষ্ঠিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিএসটিআই মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল হাসিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁ ইয়া এনডিসি বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে পরিমাপের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, যেকোনো পণ্য উৎপাদন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরির ক্ষেত্রে নির্দি ষ্ট পরিমাপের কাঁচামাল ব্যবহার করা জরুরি। এর ব্যত্যয় হলে, উৎপাদিত পণ্য জন নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। তিনি অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পণ্য ওজন, যানবাহন তৈরিসহ সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ অনুসরণের তাগিদ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জন নিরাপত্তার জন্য পরিবহণখাতে পরিমাপ নিয়ন্ত্রণে কার্য কর উদ্যোগ নেয়া জরুরি। তৈরি পোশাকশিল্পের পর ওষুধ শিল্পখাতে মান নিয়ন্ত্রণের ফলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি ওষুধ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলেসক্ষম হয়েছে। পরিবহণখাতে মাননিয়ন্ত্রণ করে দেশে রপ্তানিমুখী নতুন শিল্পখাত গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি জনগণের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, সারা বিশ্বে জনগণের নিরাপত্তা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য আস্থাশীল পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভ রশীল হয়ে থাকে। বিশেষ করে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে পরিবহণের ধারণ ক্ষমতা সমপরিমাণ ওজন পরিবহণ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; তাহলে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সার্বি ক উন্নয়নে দেশ আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি এবং বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁ ইয়া, এনডিসি, বিএসটিআই'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল হাসিব

বিএসটিআই ওয়েব সাইট :

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বিএসটিআই সম্পর্কেও দেশে এবং বহির্বিশ্বে মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইতে ওয়েব সাইট: www.bsti.gov.bd চালু করা হয়েছে এবং এর তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ের মান উইং এর ৫(পাঁচ)টি বিভাগের মধ্যে, মেট্রোলজি উইং ও ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিতে এবং সি এম উইং এ LAN (local area network) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দপ্তরসহ বিভিন্ন উইংয়ে ৫২টি এবং প্রত্যেকটি আঞ্চলিক অফিসে Internet সংযোগ দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বিএসটিআই'র ওয়েব সাইটটির উন্নয়নসহ এটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন, তথ্য সমৃদ্ধ ও ডায়নামিক করা হয়েছে। বর্তমান ওয়েবসাইটে বিএসটিআই'র হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশ করাসহ অভিযোগ বাক্স, এ্যাডভারটাইজমেন্ট/ টেন্ডার বক্স, নিউজ, ডাটাবেজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত Web site এ Online এ বিএসটিআই এর CM Licence Form গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সর্ব সাধারণকে অবহিত করা হয়েছে।

আঞ্চলিক অফিস থেকে পণ্যের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পণ্যের গুণগত মান স্বল্প সময়ে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসগুলো (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) থেকে যে সকল পণ্যের পূর্ণাঙ্গ(রাসায়নিক ও পদার্থিক) পরীক্ষা করা যাচ্ছে ঐ সকল পণ্যের পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করে সেখানেই সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক বর্তমানে কার্যক্রম চলছে। ফলে এসব কাজের জন্য উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ীদের এখন আর ঢাকায় আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। এর ফলে সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং সেবা প্রদান তরান্বিত হচ্ছে।

বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরি সমূহের অ্যাক্রিডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্ট এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম:

ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন :

বিএসটিআই-এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। বিএসটিআই'র প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আওতায় অক্টোবর/২০১৪ তে ১৪টি পণ্যের জন্য ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন পাওয়া গেছে। বিএসটিআই-এর উল্লেখিত ল্যাবগুলোর কার্যক্রম ভারতের NABL থেকে সন্তোষজনক হওয়ায় ১৪-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অ্যাক্রিডিটেশন এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মোট অ্যাক্রিডিটেড পণ্যের সংখ্যা ২৭টি এবং প্যারামিটারের সংখ্যা ১৬১টি রয়েছে। এছাড়া, Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই-এর National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখে অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করেছে। পাশাপাশি বিএসটিআই'র চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি পর্যায়ক্রমে অ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

Management System Certification বাস্তবায়ন :

বিএসটিআইতে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলো বিদেশি সংস্থার পরিবর্তে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO:9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO:14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO:22000 বিষয়ে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বিএসটিআই-এর Management System Certification Scheme (MSCS)-এর কার্যক্রম নরওয়েজিয়ান অ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক বিগত জুলাই ২০০৯ খ্রি. থেকে ৫ বছরের জন্য Accreditation প্রাপ্ত ছিল। উক্ত অ্যাক্রিডিটেশনের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতের National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে NABCB বরাবর আবেদন করার প্রেক্ষিতে

NABCB থেকে অ্যাক্রিডিটেশন গ্রহণ প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান আছে। ইতোমধ্যে Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকেও বিএসটিআই'র Management System Certification (MSC) সেলের অনুকূলে অ্যাক্রিডিটেশন পাওয়া যায়। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত ৪০টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:

National Standards Body(NSB) **হিসেবে বিএসটিআই ১৯৭৪ খ্রি. সালে** ISO **সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই** IEC, APMP, OIML, BIPM, CICC এর সক্রিয় সদস্য। **এ ছাড়া বিএসটিআই** WTO-TBT, SAARC Standard Coordination Board, Codex, AFIT **এর ফোকাল/এনকোয়ারি পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।**

কর্ম কর্তাদের প্রশিক্ষণ:

গত ২০১৫—২০১৬ অর্থ বছরে বিএসটিআই এর ৪২ জন কর্ম কর্তা বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২৬টি কর্ম সূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং এর আওতাধীন থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৫১ জন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ সকল কর্ম কর্তাস্ব স্ব কর্ম ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখছেন। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ৭টি ওয়ার্কশপ/সেমিনারে ১৯ জন অংশ গ্রহন করেন।

উল্লেখ্যযোগ্য কার্য ক্রম:

- বিএসটিআই-এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশনসিস্টেম ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) এবং National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত। বিএসটিআই'র সকল ল্যাবরেটরিকে পর্যায়ক্রমেঅ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনার কার্য ক্রমঅব্যাহত আছে।
- বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO:9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO:14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO:22000 বিষয়ে সিস্টেম সার্টি ফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিএসটিআই থেকে এ ধরণের সার্টি ফিকেটগ্রহণ করছে। বিএসটিআই'র Management System Certification Scheme Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত।
- বিএসটিআই'র চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক অফিসকে আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'Establishment & Modernization of BSTI Regional Offices at Chittagong & Khulna' শীর্ষ কপ্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।
- 'Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 districts)' শীর্ষ কপ্রকল্পের মাধ্যমে ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ এই ৫টি জেলায় বিএসটিআই-এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর অফিসের নির্মাণকাজসম্পন্ন করে সেখানে অফিসের কার্য ক্রমশুরু করা হয়েছে।
- এছাড়া পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিএসটিআই'র কার্য ক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে 'Expansion and Strengthening of BSTI (At 12 districts)' শীর্ষ কএকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, টাঙ্গাইল, পাবনা, রাঙ্গামাটি, নরসিংদী, নোয়াখালী ও বগুড়া জেলাসমূহের বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- 'Establishment of Testing Facilities of Air Conditioner, Refrigerator, Electric Fan & Electric Motor in BSTI' শীর্ষ কএকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে যার মাধ্যমে বর্ণি তপণ্যগুলোর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

➢ **Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপন :** বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে জার্মানির giz এর আর্থিক সহায়তায়Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য যেমনঃ Tubular Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, Electronic ballast নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

➢ এছাড়া 'Establishment of Calibration and Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI', শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তাবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সিএনজি স্টেশনের মাধ্যমে যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তার সঠিক পরিমাণ নিরুপণ করা সম্ভব হবে।

➢ এছাড়া বিএসটিআই'র ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরিকে সম্প্রসারণ, বিএসটিআইতে টায়ার-টিউব, এলপিজি সিলিন্ডার, হেলমেট এবং পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস পরীক্ষার জন্য নতুন ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

➢ 'জনগণের দোরগোড়ায় সেবা'- এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাংকের আওতাধীন আইএফসি'র সহায়তায় ইতোমধ্যেই বিএসটিআই'র সার্টি ফিকেশন মার্কস কার্যক্রমকেঅটোমেশন এর আওতায় আনা হয়েছে। অটোমেশনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়েইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) থেকে বিএসটিআই সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের নিমিত্ত কার্যক্রমগ্রহণ করা যাবে। ফলে কম সময়ে, কম খরচে সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিএসটিআই সরকার ঘোষিত রূপকল্প' ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণেভূমিকা রাখতে পারবে।

<u>গত ২০১৬-২০১৭ খ্রি. অর্থ বছরেবিএসটিআই এর চলমান প্রকল্প সমূহের বিবরণ ও উদ্দেশ্য</u> :

বিএসটিআই তে বর্তমানে এডিপিভূক্ত চলমান ৬ টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার :

(১) প্রকল্পের শিরোনামঃ Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 districts) (2nd Revised)

মেয়াদ: জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৯।

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা।

<u>উদ্দেশ্য</u> :

- ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং ল্যাবরেটরির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর এবং কক্সবাজার জেলাসমূহে বিএসটিআই এর কাযর্ক্রম সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ

(২) প্রকল্পের শিরোনাম : Modernization and Strengthening of Bangladesh Standard and Testing Institution (BSTI). (1st Revised)

মেয়াদ: অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১৭।

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৮১৩.৯৫ লক্ষ টাকা (প্র.সা. -১৮০৮.৪০ এবং জিওবি ১০০৫.৫৫)

<u>উদ্দেশ্য</u> :

বিএসটিআই কে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণ, সিমেন্ট ও ইটের গুণগত মান আন্তর্জাতিক মানের নিশ্চিত করাসহ এর আধুনিকায়ন।

(৩) প্রকল্পের শিরোনাম : `Establishment of Calibration and Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI (2nd Revised)'

মেয়াদ : জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৭।

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮১৫.০০ লক্ষ টাকা।

<u>উদ্দেশ্য</u> :

- ঢাকা মেট্রোলজি ইন্সপেক্টোরেট (ডিএমআই) অফিসে CNG Mass flow Meter Verification/ Calibration Laboratory এর ভৌতকাঠামো নির্মাণ।

- চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে CNG Mass flow Meter Verification/ Calibration Laboratory এবং ট্যাঙ্কলরি ক্যালিব্রেশন সেন্টার এর ভৌত কাঠামো নির্মাণ।

- সিএনজি ডিসপেন্সিং ইউনিটসমূহ যাচাইয়ের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক CNG Master Meter ও মাস্টার মিটার ক্যালিব্রেশন সিস্টেম যন্ত্রপাতি ক্রয়।

(৪) প্রকল্পের শিরোনাম : Establishment of Chemical Metrology Laboratory (CML) at NMI in BSTI.

মেয়াদ: জুলাই ২০১৩ - জুন ২০১৭।

প্রাক্কলিত ব্যয়: ২২৫৩.০০ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য :

১। রাসায়নিক পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রেফারেন্স মেটারিয়াল উৎপাদন, উন্নয়ন এবং প্রয়োগ।;

২। আন্তর্জাতিক পরিমাপের ক্ষেত্রে সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট (মেট্রিক পদ্ধতি) প্রতিষ্ঠা করা, পদার্থের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দূর করা;

৩। ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় একটি আধুনিক মানের কেমিক্যাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (০৮ কক্ষ বিশিষ্ট) স্থাপন করা হবে।

৪। ল্যাবটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরীক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য সার্টি ফাইড রেফারেন্স মেটারিয়াল(CRM), রেফারেন্স মেটারিয়াল (RM) ও স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স মেটারিয়াল(SRM) উৎপাদন করা হলে ল্যাবরেটরির বিশ্লেষণমূলক কাজের সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হবে।

(৫) প্রকল্পের শিরোনাম : `Establishment of Testing Facilities of Air conditioner, Refrigeratior, Electric fan & Electric Motor in BSTI.

মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৭।

প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২০০.০০ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য :

1. বিএসটিআইতে A/C, Freeze, Electric Motor এবং Electric fan এর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব স্থাপন করা;

2. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য A/C, Freeze, Electric Motor, Electric fan উৎপাদন, আমদানি এবং ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের চলমান বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় সহযোগিতা করা;

3. বিদ্যুৎ বিভাগের Sustainable and Renewable Energy Development (SREDA) এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

4. দেশিয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে TBT বাধা দূর করা;

5. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে Green House Gas emission কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা।

(৬) প্রকল্পের শিরোনাম : 'Establishment & Modernization of BSTI Regional Offices at Chittagong & Khulna.'

মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯।

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৩০৬.৬২ লক্ষ টাকা।

উদ্দেশ্য :

1. চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ভোক্তাদের জন্য মানসম্মত পণ্য নিশ্চিত করা;

2. চট্টগ্রাম ও খুলনায় বেজমেন্টসহ ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবনের ১০ তলা পর্যন্তস্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৩য় তলার সম্পন্নকরণ নির্মাণকাজ;

3. চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র

পটভূমিঃ

শিল্প ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি/মেরামত, শিল্প কারখানা রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক কারিগরি কৌশল প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার(আই.আর. ডি.সি.) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকটিভিটি সার্ভি সেস (আই.পি.এস) নামের দুটি সংস্থাকে একত্রিত করে ১৯৬২ সালে 'পিটাক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর হতে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ইহার ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র চলমান রয়েছে।

বিটাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত কর্ম চারিপ্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার মান উন্নয়ন করা;
২. শিল্প ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান কে পরামর্শ প্রদান করা;
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধ ারণযন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়নে সহযোগিতা করা ;
৪. দেশের প্লাস্টিক প্রযুক্তি ও টুলস, জিগস, ফিক্সারস্ এবং মেটাল প্রসেসিং ডাই উন্নয়নে সার্বি ক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা
৫. সরকারের উন্নয়নমূলক কর্ম কাণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে মহিলাদেরকে অগ্রধিকার দিয়ে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।

পরিচালনা পর্ষ দঃ

বিটাকের কার্য ক্রম গভর্নি ংবডির তত্ত্বাবধানে বাই-লজ (Bye Laws) দ্বারা পরিচালিত হয়। গভর্নি ংবডি এ প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধ ারণী কর্তৃপক্ষ।

বিটাক-এর গভর্নি ংবডি গঠনঃ

১.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (বিটাক ডেস্ক) শিল্প মন্ত্রণালয়	কো-অপট সদস্য
৪.	নির্ব াহী পরিষদ সদস্য বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
৫.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপ-সচিব (বাস্তবায়ন), অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
৯.	সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য

সচিব, বিটাক গভর্নি ংবডির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন।

কার্য ক্টনঃ

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি গভর্নি ং বডির নির্দে শনায় পরিচালিত হয়। মাননীয় শিল্প সচিব পদাধিকার বলে বিটাক গভর্নি ংবডির চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক বিটাকের সার্ব ক্ষণিক প্রধান নির্ব াহী।

মহাপরিচালককে সহায়তা করার জন্য ৪ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। পরিচালকগণের নিয়ন্ত্রণে প্রতি কেন্দ্রে একজন করে অতিরিক্ত পরিচালক আছেন, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ কেন্দ্রসমূহের কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্ম কান্ডপরিচালনা করে থাকেন।

বিটাকের কেন্দ্রসমূহঃ

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ০৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। যার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্ম কর্তাদ্বের বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

নাম	যোগাযোগ
পরিচালক বিটাক, ঢাকা	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ,ফোন-৮৮৭০৬৮০,৮৮৭০২৬৬ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৮৮৭০৭২৮,ই-মেইল- bitac@ dhaka.net
পরিচালক বিটাক, (সদর)	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ,ফোন-৮৮৭০৬৮০,৮৮৭০২২৭ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৮৮৭০৭২৮,ই-মেইল- bitac@ dhaka.net
পরিচালক বিটাক,চট্টগ্রাম	সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২১৯, ফোন(০৩১)২৭৭৩২১৪, ৭৫০০০৩ফ্যাক্স-৮৮-০৩১-৭৫১৪৭৭ ই-মেইল- bitacct@gmail.com
পরিচালক বিটাক,বগুড়া	নিশিন্দারা, কারবালা, বগুড়া ,ফোন- ০৫১-৫১৯৩১, ৬০৫২৭, ফ্যাক্স-৮৮-০৫১-৫১৯৩২ ই-মেইল- bitac, bogra @gmail.com
অতিরিক্ত পরিচালক বিটাক, চাঁদপুর	কুমিল্লা রোড, ষোলঘর, চাঁদপুর -৩৬০০, ফোন- ৬৬৭০৩, ৬৩০৬০, ফ্যাক্স-৮৮-০৮৪১-৬৩৪৪০, ই-মেইল- bitac1@bttb.net.bd.
অতিরিক্ত পরিচালক বিটাক, খুলনা	শিরোমনি শিল্প এলাকা, খুলনা-৯২০৪,ফোন- ৭৮৫৭৪৬, ৭৮৬০৫০ ফ্যাক্স-৮৮-০৪১-৭৮৫২৫৯, ই-মেইল- bitac@bttb.net.bd.
অতিরিক্ত পরিচালক বিটাক, বগুড়া	নিশিন্দারা, কারবালা, বগুড়া ,ফোন- ০৫১-৫১৯৩১, ৬০৫২৭, ফ্যাক্স-৮৮-০৫১-৫১৯৩২ ই-মেইল- bitac, bogra @gmail.com

প্রশিক্ষণ কার্য ক্রমঃ

বিটাকের মূল উদ্দেশ্য কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের সক্ষম যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক বছরে ১২টি ট্রাডিশন্যাল ট্রেডে ১৪ সপ্তাহের এবং ১৫টি ট্রেডে ৪/৬ সপ্তাহের স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য, ঢাকায় পুরুষদের জন্য একটি তিন তলা এবং মহিলাদের জন্য একটি পাঁচ তলা ডরমিটরী ভবন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে একটি দ্বিতল এবং খুলনা ও বগুড়ায় একটি করে একতলা ডরমিটরি ভবন রয়েছে।

বিটাক পরিচালিত ব্যবহারিক প্রাধন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ দেশের অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রশিক্ষণ অপেক্ষা উচ্চতর। বিটাকের প্রশিক্ষণ কর্ম সূচিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে বিশেষতঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ সংক্রান্ত উচ্চ প্রযুক্তি আন্তজার্তিক মানের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করা হয় বিধায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে স্বস্ব কর্ম ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রক্ষিণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিটাক- এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ বৃহৎ ওয়ার্কসপ রয়েছে। এছাড়া, এখানে বেশ কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছেন।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্ম কান্ডের মূল লক্ষ্য হলো0মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন" সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিটাক তার প্রশিক্ষণ কর্ম সূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন্ দেশের অভ্যন্তরে আত্ম-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত বিটাক হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবপুরুষ/মহিলার বিদেশে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিটাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এছাড়া, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং টি.টি.সি/ভিটিআইসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর বিটাক হতে এ্যাটাচমেন্ট ট্রেনিং নিয়ে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মেশিন সপ্ ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স সহ ১৪ সপ্তাহ ব্যাপী নিয়মিত বিভিন্ন কোর্সে ৪৬৯ জন, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী কোর্সে ৪৮৬ জনকে সিএনসি ও পিএলসির উপর ২৭ জনকে Skill for Employment Investment programme (SEIP) ৫৪০ জনকে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০৪০ জনকে এ্যাটাচমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণ পূর্ব কআত্ম-কর্ম সংস্থান মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষ কপ্রকল্পের আওতায় অটোক্যাড, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স, রেফ্রিজারেশান এন্ড এয়ার কন্ডিশনিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে৯০০ জন মহিলা ও ১৪৪০ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্য হতে ৪৪৯ জন মহিলা ও ৪০৭ জন পুরুষকে বিভিন্ন শিল্প কারখানা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ঃ

আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি বাবদ দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় বিটাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিটাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন পণ্য উৎপাদন বা বাজারজাত করে না। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে/চাহিদার ভিত্তিতে শুধু কারিগরি সহায়তামূলক সেবা হিসেবে আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে দেশের শিল্প কলকারখানা চালু রাখতে অর্থাৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান করে। বিটাক এর গ্রাহক সেবার তালিকায় বাংলাদেশ রেলওয়ে, সারকারখানা, চিনিকল, কাগজকল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সিরামিক ফ্যাক্টরি, টেক্সটাইল মিলস, জুট মিলস, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি, তিতাস গ্যাস কোম্পানি, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে যাতে দেশের আরো বেশি পরিমাণ বৈদিশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায় এ ব্যাপারে বিটাক সব সময় সচেষ্ট। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশের চাহিদা সম্পর্কে বিটাকের প্রকৌশলীগণ সার্ব ক্ষনিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে সব সময় অবহিত থাকেন এবংদেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি না করে বিটাক হতে তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়ায় আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধারা আগামী বছরগুলোতে অব্যাহত রাখতে বিটাক তৎপর রয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়নঃ

উৎপাদন কর্ম কান্ডের পাশাপাশিদেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিটাক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্য ক্রমপরিচালনা করছে। ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বিটাকসম্পাদিত উন্নয়ন কার্য ক্রম নিম্নরুপ্

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ
১।	বি আই এসএফ মিরপুর, ঢাকা	ইনসুলেটর ওয়্যার তৈরির কাজে ব্যবÜত জিগারিং মেশিন ও ক্র্যাংক প্রেস ˆতরি করা হয়েছে যার আমদানি মূল্য ২ কোটি টাকা পক্ষান্তরে বিটাক মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকায় কাঙ্ক্ষিত কাজটি সম্পন্ন করে সরবরাহ করেছে।
০২	বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. (মিল্ক ভিটা)	কনভেয়িং সিস্টেমের চেইন স্প্রোকেট, গাইডপুলি মেটালিক চ্যানেল, টেফলন চ্যানেল, এসএস ট্রে ক্যারিয়ার যার আমদানি মূল্য ৫ কোটি টাকা; বিটাক বর্ণি ত কাজটি মাত্র ৬৯ লক্ষ টাকায় সম্পাদন করেছেন।
০৩।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ফেঞ্চুগঞ্চ, সিসিপিপি।	বিভিন্ন ধরনের স্লিভ বুশ, শ্যাফট কাপলিং বুশ বিয়ারিং, ক্যাটন বেড রিজেনারেশন সার্ভি স ট্যাংক, এসিড ফোম কালেকটর ট্যাংক তৈরি করা হয়। যার আমদানি মূল্য ২ কোটি টাকা। বিটাক, কাজটি মাত্র ২০ লক্ষ টাকায় সম্পাদন করেছে।
০৪.	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র করখানা, গাজীপুর।	ভিজুয়াল ইন্সপেকশন মেশিন ও ট্রিমিং মেশিনের আমদানি মূল্য ৩ কোটি টাকা। বিপরীতেবিটাক, মাত্র ৬০ লক্ষ টাকায় তৈরি করে সরবরাহ করেছে।
০৫.	ন্যাশানাল টিউব লি. টংগী গাজীপুর।	ওভারহেড হোয়েস্ট ক্রেনের যন্ত্রাংশ তৈরি, যার আমদানি মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। বিটাক উহা মাত্র ১৫ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন করেছে।
০৬.	পাওয়ার গ্রীড কোং লি.	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন ধরণের কানেক্টর তৈরি করা হয়। পণ্যগুলোর আমদানি মূল্য বিটাক কর্তৃক সরবরাহ মূল্যের প্রায় চার গুণ। এক্ষেত্রে বিটাক প্রতিবছর গড়ে ৫০/৬০ লক্ষ টাকার কাজ করে থাকে। যার আমদানি মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা।
০৭.	এনএসডিসি সচিবালয়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা	প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত ঝুকিমুক্ত হাইড্রোলিক লিফট তৈরি করেছে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র। লিফটি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় এনএসডিসি কার্য ালয়ে ২৩-৭-২০১৭ তারিখে উদ্বোধন করেন। এ প্রথম বাংলাদেশে নিজস্ব প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য লিফট তৈরি করা হয়েছে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে বিটাকের ভূমিকাঃ

ধোলাইখাল ভিত্তিক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কর্ম রত জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিটাক হাতেকলমে এবং ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের টুল ড্রেসিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

বিটাকের সেবার অধিক্ষেত্রঃ

বিটাকে উন্নত যন্ত্রপাতি এবং সুসজ্জিত ওয়ার্কশপ এবং পর্য াপ্তদক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর সমৃদ্ধ। এ সকল যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগরগণ দ্বারা গুণগতমান বজায় রেখে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে থাকেন। বিটাক কারিগরি ক্ষেত্রে যে সকল সেবা প্রদানে সক্ষম সেগুলো

- কনভেনশনাল মেশিনিং এর যাবতীয় সুবিধা
- কপি মিলিং
- প্রোফাইল গ্রাইন্ডিং
- মেটাল (ফেরাস ও নন-ফেরাস) এ্যানালাইসিস
- সি এন সি লেদ
- সি এন সি মিলিং
- সি এন সি মেশিনিং সেন্টার
- ই ডি এম ও ওয়্যারকাট ই ডি এম
- স্টীল কাস্টিং
- পেন্টোগ্রাফ মিলিং
- সারফেস, সিলিন্ড্রিক্যাল ও বোর গ্রাইন্ডিং
- জিগ, ফিক্সার, প্রেস টুলস্ এন্ড প্লাস্টিক টুলস্ মেকিং
- টুলস এন্ড কার্ট ার গ্রাইন্ডিং
- ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন
- লাইট ফোর্জিং
- ফাউন্ড্রি (ফেরাস এন্ড নন ফেরাস কাস্টিং)
- হিট-ট্রিটমেন্ট
- ইলেকট্রোপ্লেটিং
- ডিজাইন এন্ড ড্রাফটিং
- ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল মেইন্টেন্যান্স্

বিটাক উল্লিখিত কারিগরি সেবার সমন্বয়ে বিভিন্ন আমদানি বিকল্প যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে জাতীয় অর্থ নীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে আসছে।বিশেষ করে হিট-ট্রিটমেন্ট ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল প্রয়োগ এবং প্লাস্টিক টেকনোলজিতেও বিটাকের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কর্ম কান্ডঃ

বিটাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্তে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধ ারণ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্সা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়নে সহযোগিতা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিটাকের ওয়ার্কসপগুলোতে নতুন সিএনসি মেশিনটুল সংযোজন করে সেবা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উন্নততর কারিগরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বিটাক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম তৈরি/মেরামত করে ১৯৪০.১২ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এ সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা বিটাক বাজেট নির্ধ ারিত মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ নির্ব হ হয়ে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বিটাকের কেন্দ্রভিত্তিক জবের বিপরীতে অর্থ প্রাপ্তিরবিবরণঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কেন্দ্রের নাম	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর আয়ের		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার(%)
1.	ঢাকা	১১০০.০০	৮৭৩.১০	৭৮.৩৭%
2.	চট্টগ্রাম	৫৪৫.০০	৪২৬.৯৩	৭৮.৩৩%
3.	চাঁদপুর	১৮৫.০০	২৫১.৬৯	১৩৬.০৪%
4.	খুলনা	২১০.০০	২১০.৪৯	১০০.২৮%
5.	বগুড়া	১৬০.০০	১৭৭.৯১	১১১.১৯%
	সর্ব মোট	২২০০.০০	১৯৪০.১২	৮৮.১৮%

অর্থ ও হিসাবঃ

প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তার তত্বাবধানে বিটাক-এর সকল হিসাব সংক্রান্ত কার্য ক্রম পরিচালনা করা হয়। বাজেট ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য ক্রম পরিচালনার জন্য বাজেট এন্ড অডিট কর্ম কর্তা এবং সচিবিটাক ঢাকা কেন্দ্রের আয়ন-ব্যয়ন কর্ম কর্তার দায়িত্ব পালন করেন।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের বেতন ও ভাতাদি দাখিলকৃত বিলের বিপরীতে রেখাংকিত চেকের মাধ্যমে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারীদের বেতন ও ভাতাদি সমন্বিত বিল আয়ন-ব্যয়ন কর্ম কর্তার মাধ্যমে ব্যাংক হতে নগদ উত্তোলন পূর্ব ক পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

৪. বাই-লজ অনুসারে বিটাক নিম্নোক্ত উৎস হতে তহবিল পেয়ে থাকে;

(ক) সরকারি অনুদান
(খ) সেবা প্রদানের ফিস

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	খাত	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর			
		বাজেট (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শতকরাহার (%)	মন্তব্য
1.	কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের বেত	১৪১৫.২৯	১৩৭৮.৬৬	৯৭.৪১ %	
2.	কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের ভাতাি	১৬৮৩.০৬	১৩০৬.২২	৭৭.৬০%	
3.	সরবরাহ ও সেবা	১৩৯৫.৫৫	১১৯৮.০০	৮৫.৮৪%	
4.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	১০০%	
5.	কন্ট্রিবিউটরি ভবিষ্য তহবিল	৩৭৫.০০	৫৪৫.০০	১৪৫.৩৩%	
6.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৫২৫.৬০	৮৫০.০০	১৬১.৯০%	
	সাহায্য মঞ্জুরি	৩.০০	৩.০০	১০০%	
7.	মোট রাজস্ব ব্যয়	৫৭৪২.৫০	৫৬২৫.৮৮	৯৭.৯৬%	

8.	সম্পদ সংগ্রহ /ক্রয় (মূলধন ব্যয়)	১৬০.৫০	১৬০.৫০	১০০%	
9.	সর্ব মোট(রাজস্ব ও মুলধন) ব্যয়	৫৯০৩.০০	৫৭৮৬.৩৮	৯৮.০২%	
10.	আয়				
11.	সরকারি অনুদান	৩৮৪৬.৯৩	৩৮৪৬.৯৩	১০০%	
12.	নিজস্ব আয়	২২০০.০০	১৯৪০.১২	৮৮.১৮%	
13.	সর্ব মোট আয়	৬০৪৬.৯৩	৫৭৮৭.০৫	৯৫.৫৫%	
14.	সর্ব মোট ব্যয়	৬০৪৬.৯৩	৫৭৮৬.৩৮	৯৫.৬৯%	

১. "বিটাকের কার্য ক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন"শীর্ষ ক প্রকল্পটি গত ০১-৫-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এবং বর্তমানে ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

২০১৬-১৭ সনের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেনেটর কর্ম কান্ডের বিবরণঃ

বিআইএম-এর বার্ষি ক প্রশিক্ষণ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ কোর্সে র ধরন	২০১৬ -২০১৭				২০১৫-২০১৬ অর্জন	
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন			
		কোর্সে র সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সে র সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সে র সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	নিয়মিত/বিশেষ দিবা কোর্স	৩৩	৩৩০	৬৬	১২০৪	৭৯	১৩৭৬
২	নিয়মিত/বিশেষ সান্ধ্যকালীন কোর্স	৫৫	৫৪৮	৪৭	৮৬২	৩৩	৫১৪
	মোট	৮৮	৮৭৮	**১১৩**	**২,০৬৬**	**১১২**	**১,৮৯০**
	সর্ব মোট	৮৮	৮৭৮	**১১৩**	**২০৬৬**	**১১২**	**১,৮৯০**

আলোচ্য বছরে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। পূর্ব বর্তী বছরের তুলনায় প্রশিক্ষণার্থীর প্রবৃদ্ধির হার ১০৯.৩১%। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ বাজার চাহিদার নিরিখে আয়োজন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীর পাশাপাশি স্ব-উদ্যোগে ও স্ব-অর্থ য়নেওপ্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন প্রতিকূলতায় নিয়মিত (বার্ষি ক কর্ম সূচিতেঅন্তর্ভু ক্ত) প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব না হলে মাসিক পরিকল্পণার ভিত্তিতে বিশেষ কোর্স আয়োজন করে তার ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বাড়তি চাহিদাপূরণের স্বার্থে অথবাপরীক্ষামূলকভাবেও কিছু বিশেষ কোর্স সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্য ক্রমঃ

নিয়মিত কার্য ক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে ব্যবস্থাপকীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম কর্তা ও ব্যবস্থাপকবৃন্দকেপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, দুর্যে াগ ব্যবস্থাপণা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট, বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ড্রাস্টিজ এবং রবি-একজিয়াটা লিমিটেড অন্যতম।

এক (১) বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহঃ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্ব াহীদের জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিআইএম মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শিল্প ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, আর্থি ক ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার সায়েন্স এই ৫টি বিষয়ের উপর দিবা সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করছে। এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহের২০১৬ সেশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসে সর্ব মোট৮৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে। ২০১৭ সেশনে এক বৎসর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাস ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

	ডিপ্লোমা কোর্সে র সংখ্যা	*ব্যাচ সংখ্যা*	*প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা*
ঢাকা ক্যাম্পাস	৫	১২	৬৮৭
চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস	১	৩	১৬৯
খুলনা ক্যাম্পাস	১	১	২৭
সর্ব মোট	৭	১৬	৮৮৩

ছয় (৬) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্বকে বিবেচনা করে ২০০৮ সালে সোস্যাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ছয় (৬) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পরিচালনা শুরু হয়। এ পর্যন্ত এ কোর্সে সর্ব মোট৫২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৬-১৭ সালে ১২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৩ সালে জার্মান সাহায্য সংস্থা জিআইজেডএর সহায়তায় 'প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট মেজর ইন লীন ম্যনুফেকচারিং'-শীর্ষক আরেকটি ছয়(৬) মাস মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে যাতে এ পর্যন্ত সর্ব মোট৯৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেছেন। ২০১৬-১৭ সালে ৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কার্যক্রমঃ

শিল্প উন্নয়ন গবেষণা সমন্বয় সভা হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে বিআইএম ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ''ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস এ্যওয়ারনেস এন্ড ইনোভেশন ক্যাপাসিটি অব ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ অর্গানাইনেশন ইন বাংলাদেশ'শীর্ষক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছে। আলোচ্য সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপণা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত এজেন্সি হিসেবে ''ইম্পেক্ট এনালাইসিস অব দ্য কন্সস্ট্রাকশন অব মাল্টি পারপাস সাইক্লোন সেল্টারস ইন কোস্টাল বেল্ট অব বাংলাদেশ'' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছে। জুন ২০১৭ মাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাছাই প্রক্রিয়া সমাপান্তে বিআইএম-এর গবেষকদল জাংশন বাংলাদেশ-ইএমকে রিসার্চ ফেলোশিপ লাভ করে। উক্ত ফেলোশিপএর আওতায় ''ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস রেজিস্ট্রেশন প্রাকটিস ইন বাংলাদেশ''-শীর্ষক গবেষণার কাজ শুরু করেছে। গবেষণা খাতে নিজস্ব সীমিত বরাদ্দের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিআইএম-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ 'দ্য ইমপেক্ট অব লিডারশিপ স্টাইল অন এমপ্লয়ী মোটিভেশন: এন এক্সপ্লোটারি স্টাডি অন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এবং 'দ্য ইফেক্ট অব এথিক্যাল লিডারশিপ অন এমপ্লয়ী কমিটমেন্ট' শীর্ষক দুটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়াও বিআইএম-এর অনুষদ সদস্যবৃন্দের তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সেশনে ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ সাত শতাধিক টার্ম পেপার সম্পন্ন করেছেন। এ সময়কালে বিআইএম-এর 'ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক জার্নালের দুইটি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বিআইএম-এর অনুষদ সদস্য ও অন্যান্য গবেষকবৃন্দের ১০টি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়েছে।২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিআইএম-এর পরামর্শ সেবা কার্যক্রমের আওতায়৪টি প্রতিষ্ঠানের আটত্রিশ সহস্রাধিক চাকুরি প্রার্থীর নিয়োগ পরীক্ষা সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে এনার্জি রেগুলেটরি অথারিটি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

বিআইএম অনুষদসদস্যবৃন্দের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমঃ

বিআইএম অনুষদসদস্যবৃন্দের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির সীমিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, ২০১৬-১৭ বছরে সকল অনুষদসদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য''ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট''-শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও বিআইএম এর অনুষদসদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ নিজস্বসক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিআইএম এ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে, পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, হিউম্যান রিসোর্স স্ট্র্যাটেজিস এ্যান্ড-পলিসিস, অন লাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট, সার্টিফিকেট কোর্স অন হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টপ্রোজেক্ট প্রোপোজেল প্রিপারেশন ইউজিং দ্যা লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এ্যাপ্রোচ, ক্যাপাসিটি ডেভেলাপমেন্ট এ্যান্ড-ডিজিটাল অফিস ম্যানেজমেন্ট, টিওটি অন সাসটেইনেবিলিটি অফ সাপ্লাই চেইন এ্যাপ্লিকেশন অফ ক্লাইমেট এক্সপার্ট এ্যাপ্রোর্চ ডাটা এন্ট্রি, এ্যানালাইসিস এ্যান্ড রিপোর্টিং উইথ এসপিএসএস, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট অন্যতম। বিআইএম-এর ৩ (তিন) জন অনুষদসদস্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং অপর ৪ (চার) জন অনুষদসদস্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে ২০১৭ সেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমায় অংশগ্রহণ করছেন। তাছাড়াও বিআইএম-এর এক বা একাধিক অনুষদসদস্য বা কর্মকর্তা বহিপ্রতিষ্ঠান হতে পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন কোর প্রিন্সিপ্যাল এন্ড ফিলোসোফি অব এসডিজি: এন ইপ্লিমেন্টেশন পার্সপেক্টিভ প্রজেক্ট প্লেনিং সফটওয়্যার (পিপিএস), ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্ক এন্ড অপোরচুনিটি এসেসমেন্ট, ন্যাশনাল ই- জিপি অর্গানাইজেশন এ্যাডমিন ট্রেনিং ন্যাশনাল ই- জিপি পোর্টাল প্রকিউরিং এনটিটি ইউজার ট্রেনিং, ট্রেনিং মেথডোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনালস বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের অগ্রগতিঃ

২০১৬-১৭ সালে বিআইএম শিল্প মন্ত্রনালয়ের অধীনস্থ প্রথম সংস্থা হিসেবে ই-জিপি অর্থাৎ সরকারি ইলেক্ট্রনিক ক্রয় পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তার কার্যকর ব্যবহার শুরু করেছে। একই সময়ে, বিআইএম জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অফিসিয়াল সকল নোটিশ ই-মেইল-এর মাধ্যমে প্রেরণ এবং সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের করার ব্যবস্থা নিয়মিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এরই সাথে, পূর্ব বর্তি সময়ে প্রচলনকৃতপারসোনেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিআইএমএম), স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স সমূহে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া, মোবাইল এপস্, অন-লাইন ট্রেনিং ইভালুয়েশন সিস্টেম কার্য কর রয়েছে।

সহযোগিতা কার্য ক্রম সম্প্রসারণঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিআইএম-এর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিস্ট প্রতিনিধিদল মরক্কো সফর করেন। উক্ত সফরকালে বিআইএম ও ইউনিভার্সি পোলিশ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সি টি অফ আগাদির মরক্কোর মধ্যে লেটার অফ ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে বিআইএম হতে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জনকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইউনিভার্সি পোলিশ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সি টি অফ আগাদির মরক্কো হতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ লাভ করবেন।

আলোকচিত্রে ২০১৬-১৭ সালে বিআইএম এর কার্য ক্রম

বিসিআইসি'র প্রকৌশলী ও কর্ম কর্তাদের বুনিয়াদিপ্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এবং বিআইএম-এর মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান।

মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বিআইএম এবং ইউনিভার্সি পোলিশ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সি টি অফ আগাদির মরক্কো-এর মধ্যে লেটার অফ ইনটেন্ট স্বাক্ষরিত

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) মেধাসম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে সৃজনশীলতা এবং নব উদ্যোগকে সহযোগিতা ও সুরক্ষার কোন বিকল্প নেই। এ অধিদপ্তর উদ্ভাবনের সুরক্ষার জন্য পেটেন্ট, পণ্য ও পণ্যের প্যাকেজিং এর নান্দনিক সৌন্দর্য সুরক্ষার জন্য ডিজাইন, পণ্য ও সেবার এর জন্য ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

০১. ট্রেডমার্কস উইং

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সর্ব মোট ৪৬০২ টি ট্রেডমার্কস সনদ, ২১২০ টি ট্রেডমার্কস নবায়ন সনদ এবং ১২১৩৫ টি আবেদন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০২. পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং:

২.১. পেটেন্টঃ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরেসর্ব মোট২৯০টি পেটেন্ট চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, ৪১৭টি পেটেন্ট সনদ নবায়ন এবং ২৫১টি আবেদন পরীক্ষণ করা হয়েছে।

২.২. ডিজাইনঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরেসর্ব মোট১৪৮৬ টি দরখাস্ত প্রাপ্তি, ১২৬৪ টি ডিজাইন দরখাস্ত পরীক্ষা ৮০২ টি সনদ প্রদান এবং ৩১২ টি সনদ নবায়ন কার্য ক্রমসম্পন্ন করা হয়েছে।

০৩. ভৌগলিক নির্দেশক (**GI**) পণ্য সম্পর্কিতঃ

বিগত বৎসরে বাংলাদেশে প্রথম ভৌগলিক নির্দে শক(GI) পণ্য হিসেবে 'জামদানি" কে নিবন্ধন করা হয়েছে। পরবর্তী ভৌগলিক নির্দে শক পণ্য হিসেবে ইলিশ মাছ কে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের নির্দে শনানুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক নির্দে শক পণ্য নিবন্ধনের জন্য সচেতনামূলক কার্য ক্রম ও প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত ৪ টি GI পণ্য নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জামদানি বাংলাদেশের প্রথম নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দে শব পণ্য। ভৌগোলিক নির্দে শব পণ্য নিবন্ধন সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

বৈদেশিক যোগাযোগঃ

৪.১.গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এর মেধাসম্পদ অফিস State Intellectual Property Office (SIPO) এর Deputy Director General, Ms. Zhang Jing, এর নেতৃত্বে ০৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল ২২ শেসেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ডিপিডিটির সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন।

State Intellectual Property Office (SIPO) প্রতিনিধিদলের ডিপিডিটিতে আগমন

৪.২. গত ০৩/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের Yunnan প্রদেশের Administration for Industry and Commerce এর ০৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল এ ডিপিডিটি'র সাথে মত-বিনিময় করেন।

৪.৩. গত ২৪/০১/২০১৭ তারিখে জাপান দূতাবাসের কর্ম কর্তাডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার মহোদয়ের সাথে মত বিনিময় করেন।

৪.৪. গত মার্চ মাসে State Intellectual Property Office (SIPO) এর ডেপুটি কমিশনার Dr. HE Zhimin এর নেতৃত্বে ০৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং ১৯/০৩/২০১৭ তারিখে ডিপিডিটি'র সাথে MOU স্বাক্ষর করেন।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এর সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এর মেধাসম্পদ বিষয়ক দপ্তর State Intellectual Property Office (SIPO) এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৪.৫. ডিপিডিটির রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন গত ১২-১৪ এপ্রিল, ২০১৭ দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত মেধাসম্পদ দপ্তর সমূহের প্রধানদের সম্মেলনে যোগদান করেন।

মেধাসম্পদ দপ্তর সমূহের প্রধানদের সম্মেলন

৪.৬. ০২-১১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সাধারণ অধিবেশনে শিল্পমন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া ও ডিপিডিটি'র রেজিস্ট্রার জনাব মোঃসানোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

০৫. বার্ষি ককর্ম সম্পাদনচুক্তিসম্পাদনঃ প্রতিবারের ন্যায় ডিপিডিটি কর্তৃক শিল্পমন্ত্রণালয়ের সাথে যথাসময়ে বার্ষি ককর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৭-১৮ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

০৬. মেধাসম্পদ সম্পর্কিত কার্য ক্রমঃ

গত ২৬ শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ রমনা হতে প্রেসক্লাব ঢাকা পর্য ন্ত্র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া মেধাসম্পদ বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্ম সূচির আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠান

০৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্য ক্রমঃ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর-কে পূর্ণ াঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক কার্য ক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহায়তায় এই অধিদপ্তরে

একটি ওয়েবভিত্তিক Industrial Property Automation System (IPAS) সফট্ওয়ার ইন্সটল করা হয়েছে। উক্ত সফট্ওয়ার এর মাধ্যমে মেধাসম্পদ বিষয়ক সকল নথির (প্রায় ২.৫ লক্ষ) কার্য ক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার পত্রের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

e-Nothi (www.nothi.gov.bd) সিস্টেম এর মাধ্যমে সকল প্রশাসনিক নথির কার্য ক্রম পরিচালিত হচ্ছে

২ দিন ব্যাপি ই-ফাইলিং (নথি) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্ম সূচি

সম্প্রতি ডিপিডিটি E-GP এর মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করেছে।এ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে (www.dpdt.gov.bd) মেধাসম্পদ সম্পর্কিত সকল আইন-বিধি, ফরম, ফি, আবেদনের নিয়মাবলি, পরিসংখ্যান, সিটিজেন চার্ট ার,সকল সেবা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা এবং FAQ হালনাগাদ করা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওয়েবসাইট হতে আবেদন ফরম Download করে যথাযথভাবে পূরণপূর্ব ক অধিদপ্তরেরHelp Desk-এ জমা দানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ফেসবুকপেইজ (www.facebook.com/dpdt.gov.bd) এর মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সেবা বিষয়ক তথ্য প্রদানসহ উপস্থিত প্রশ্নেরও জবাব প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়েরa2i এরমাধ্যমে Patent Tube প্রকল্পের কার্য ক্রমচলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে আবেদনকারী অনলাইনে আবেদন করতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও একটি কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম ও সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করা যাবে।

রাজস্ব আদায়ঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ডিপিডিটি'র বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫,২৩,০০,০০০/- টাকা যা থেকে ব্যয় হয়েছে ৪,৩৯,৪৮,০০০/- টাকা। বাজেট বাস্তবায়নে অগ্রগতি ৯৪.৪৯ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ডিপিডিটি'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫,৬৩,৭০,০০০/- (পনের কোটি তেষট্টি লক্ষ সত্তুর হাজার) টাকা। তার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৬,৫৪,৬৯,০০০/- (ষোল কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনসত্তুর হাজার) টাকা অর্থ াৎআদায়ের হার ১০৬%।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন

ভূমিকা :

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি দপ্তর। জাতীয় এবং কারখানা পর্য ায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্ম শালা, সেমিনার আয়োজন এবং উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত সহ বহুমুখী কার্য ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এনপিও ১৯৮৯ সাল থেকে কার্য ক্রম পরিচালনা করে আসছে।

রূপকল্প (Vision):

উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান ।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ,পরামর্শ ,গবেষণা , কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্য ক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি ,গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্য ক্রম

ক্রমিক নং	কার্য ক্র	২০১৬-১৭
১।	দেশিয় প্রশিক্ষণ	৫৩ টি
২।	প্রশিক্ষণার্থী	২২০৫ জন
৩।	বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কর্ম শাল	০৩টি
৪।	ই লার্নি ং কোস	০৩টি
৫।	দেশিয় কর্ম শালা	০৩টি
৬।	উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি বিষয়ক প্রতিবেদন	০৮টি
৭।	শিল্প খাতে অবদানের জন্য পুরস্কার এবং স্বীকৃতি	১৮টি
৮।	Consultancy সেবা প্রদান	০৩টি
৯।	জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের সভা	০১টি
১০।	সেক্টর ভিত্তিক উপদেষ্টা কমিটির সভা	১০টি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান

গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে তৃতীয় বারের মত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান করা হয় । উক্ত সনদ প্রদান ও ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এওয়ার্ড প্রদানকরেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম, নির্ব াহী চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ,সভাপতি ,এফবিসিসিআই এবং উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁ ইয়াএনডিসি। এবার ১৮ টি প্রতিষ্ঠানকে ৬ টি ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রীজনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও সিনিয়র শিল্প সচিবমহোদয়

উৎপাদনশীলতা দিবস পালন:

প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও পঞ্চমবারের মত সারাদেশব্যাপী ০২ অক্টোবর, ২০১৬ **"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস"** পালন করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্ম কর্তা/কর্ম চারী, ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক মালিক সমিতির প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ম কর্তা-কর্ম চারী এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বর্ণ াঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় **"টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা অপরিহার্য (Higher Productivity for Sustainable Growth)**। দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে এফবিসিসিআই এর সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার এ.এন.এম.শহিদুল্লাহ , সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলর বিআইএম। উক্ত সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ ও জাতীয় মজুরি ও উৎপাদন কমিশন-২০১৫ এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁন । **"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের"** প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার জনগণের নিকট জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা সম্বলিত Robo- call ও এসএমএস প্রেরণ করা হয় । এছাড়া দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের লেখা সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এপিও) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) এর যৌথ উদ্যাগে ০৩টি আন্তর্জাতিক কর্ম শালা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক কর্ম শালা সমূহ নিম্নরূপঃ

"Workshop on Material Flow Cost Accounting" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্ম শালাটি ২৭-৩০ মার্চ ২০১৭ তারিখে FARS Hotel & Resorts এ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ এশিয়ার ১৫টি দেশ থেকে আগত মোট ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী এ কর্ম শালায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্ম শালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব **জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি** এবং সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব **জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস**। এ কর্ম শালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

"Workshop on Roles of Producers' Association and Farmers' Cooperatives" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্ম শালাটি গত ২৩-২৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে FARS Hotel & Resorts,Purana Paltan, Dhaka-1000 এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্ম শালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব **জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি।** পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ আন্তর্জাতিক কর্ম শালায় এপিও'র বিভিন্ন সদস্যভুক্ত দেশ থেকে ২৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের বিকাশ এ কর্ম শালার অন্যতম উদ্দেশ্য।

"Workshop on **Roles of Producers' Association and Farmers' Cooperatives" কর্ম শালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান**

Workshop on Successful Models of Integrated Farming শীর্ষ ক একটি আন্তর্জাতিক কর্ম সূচি গত ০৭-১১ মে, ২০১৭ ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্ট স এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।উক্ত কর্ম সূচিতে ১৩টি দেশ থেকে মোট ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত কর্ম সূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। এপিও সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্য পাঠ করেন এপিও'র কৃষি বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার Dr. Shaikh Tanveer Hossain। এ ছাড়াও এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

Workshop on Successful Models of Integrated Farming শীর্ষ ক কর্ম শালা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে গোলটেবিল বৈঠক:

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উদযাপন উপলক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন (এনপিও) এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর যৌথ উদ্যোগে গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রি. হোটেল ৭১ এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁন, চেয়ারম্যান, জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫; জনাব মিকাইল শিপার, সচিব, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম ,প্রধান নির্ব াহী কর্ম কর্তা,এনএসডিসি সচিবালয় এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এনপিও উৎপাদনশীলতা বিষয়ক মোট৫৩ টি প্রশিক্ষণ কর্ম সূচির আয়োজন করে। এ প্রশিক্ষণে কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ২২০৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এনপিও কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্রেস্ট প্রদান

পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :

০১। ক্যাটাগরি-এঃ বৃহৎ শিল্প

এওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশলি.	১ম
কর্ণ ফুলী ফর্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	২য়
বেক্সিমকো ফার্ম সিউটিক্যালস লিমিটেড	৩য়

০২। ক্যাটাগরি-বিঃ মাঝারী শিল্প

এওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
এথিক্স এ্যাডভান্স টেকনোলজি লিমিটেড	১ম
ইরা ইনফোটেক লি.	২য়
অলপ্লাষ্ট বাংলাদেশ লি.	৩য়

০৩। ক্যাটাগরি-সিঃ ক্ষুদ্র শিল্প

এওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
ডিভাইন আইটি লিমিটেড	১ম
প্রিন্স কেমিক্যাল কোম্পানি লি.	২য়
মেসার্স রনি এগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং	৩য়

০৪। ক্যাটাগরি-ডিঃ মাইক্রো শিল্প

এওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
বন্ধন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)	১ম
তারা মার্কা	২য়
উইমেন্স ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড	৩য়

০৫। ক্যাটাগরি-ইঃ কুটির শিল্প

এওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
মেক্সিম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং	১ম
অঙ্গনা বিউটি পার্লার এন্ড স্কীন কেয়ার	২য়
প্রতিবেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	৩য়

০৬। ক্যাটাগরি-এফঃ রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প (রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান)

এওয়ার্ডপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
যমুনা ফার্টি লাইজারকোম্পানি লিমিটেড	১ম
প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	২য়
আশুগঞ্জ ফার্টি লাইজার এন্ড কেমিক্যালকোম্পানি লিমিটেড	৩য়

এনপিও এবং নাসিবের মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)স্বাক্ষর:

জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা জোরদারের লক্ষ্যে অংশীদারিত্বে কাজ করতে সম্মত হয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)। গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে দুপক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক(এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয় । শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসির উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে এনপিও'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং নাসিবের পক্ষে সংগঠনের সভাপতি মির্জা নুরুল গনী শোভন স্বাক্ষর করেন । শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্ম কর্তা এবং নাসিব কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন ।

এনপিও এবং নাসিবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি:

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও) এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ৮টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপেদষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত উপদেষ্টা কমিটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য নির্ব াহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দে শনা ও পরামর্শ প্রদান করে। নিম্নেক্টর ভিত্তিক ৮টি উপদেষ্টা কমিটির ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ আলাদাভাবে তুলে ধরা হল

রসায়ন , ট্যানারি ও লেদার শিল্প সেক্টর:

গত ০২-০৮-২০১৬ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও) এর রসায়ন, ট্যানারি ও লেদার শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এ সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল হাই, পরিচালক (অ.দা.) (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি।

চিনি ও খাদ্য শিল্প সেক্টর:

গত ০২-০৮-২০১৬ তারিখ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশনএর চিনি ও খাদ্য শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ৫ম সভা সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব এ. এস. এম. আবদার হোসেন ,পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসএফআইসি এর সভাপতিত্বে এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চিনি ও খাদ্য শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ ও তাদের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন

প্রকৌশল ও আইটি সেক্টর:

প্রকৌশল ও আইটি সেক্টরের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির ১৫ তম সভা গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশ(এনপি) এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত কমিটির সম্মানিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), জনাব কামাল উদ্দিন, (যুগ্ম সচিব)।

সেবা শিল্প সেক্টর:

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও) এর সেবা সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পে ারেশন (বিআরটিসি) এর পরিচালক (কারিগরি) কর্নে ল এআর মোহাম্মদ পারভেজ মজুমদার, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ।

পাট শিল্প সেক্টর:

গত ২৪-০৮-২০১৬ তারিখ, রোজ বুধবার বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও) এর পাট শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজেএমসি'র পরিচালক (উৎপাদন ও পাট) ও উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি জনাব এ, কে, নাজমুজ্জামান ।

বস্ত্র শিল্প সেক্টর :

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পে ারেশন (বিটিএমসি) এর পরিচালক (পরিচালন) পীরজাদা শহীদুল হারুন (যুগ্ম-সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও) এর জন্য গঠিত বস্ত্র সেক্টরের সভা গত ০৬-০৯-২০১৬ তারিখে রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় এনপিও'র প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিল।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টর :

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও)এর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টরের উপদেষ্টা কমিটির সভা গত ২৬-০৯-২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এর পরিচালক (পরিকল্পনা) ,জনাব জীবন কুমার চৌধুরী এর সভাপতিত্বে এনপিও এর প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ।

কৃষি শিল্প সেক্টর:

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গ ানাইজেশন(এনপিও) এর কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভা গত ২৩-১১-২০১৬ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহা-পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান। সভায় উপদেষ্টা কমিটির ৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীণ সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। বয়লার আইন, ১৯২৩ ও এর আওতায় বিদ্যমান বিধি-প্রবিধির আলোকে শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কার্যালয় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

(১) বয়লার চালনার অনুমতি প্রদানের সংখ্যা- ৫০৩৯ টি
(২) নতুন বয়লার রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সংখ্যা- ৬৯৭ টি
(৩) স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত বয়লারের সনদ প্রদানের সংখ্যা- ৩২৩ টি
(৪) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদ প্রদানের সংখ্যা ৪৭৪ জন
(৫) রাজস্ব আয় হয়েছে ৪,৭১,৮৯,০০০/- টাকা।

এছাড়া বয়লার ও বয়লার পরিচারকদের (Attendant) ডাটাবেজ তৈরিপূর্ব কহালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে বয়লারের যে কোন তথ্য প্রাপ্তি ও বয়লার পরিচারকদের সনদের সঠিকতা যাচাই সহজতর হয়েছে। বয়লার ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে ০৭টি সভা করা হয়েছে।

বয়লার ব্যবহার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা।

বয়লারের নিরাপদ ও কার্যকরচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় বিভিন্ন সময়ে বয়লার ব্যবহারকারী (স্টেকহোল্ডার)দের সাথে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে থাকে। যেখানে বয়লার ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক/উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণউপস্থিত থেকে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পান, অন্যদিকে বয়লার সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধিমালাসহ বয়লার অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স সম্পর্কে দিক নির্দেশনালাভ করেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ ধরনের ০৭ (সাত)টি বয়লার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বয়লার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিধি ও প্রবিধি মোতাবেক বয়লারের নিরাপদ চালনার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১ম শ্রেণির বয়লার পরিচারক প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে বিদ্যমান বয়লার পরিচারক বিধিমালা ১৯৫৩ অনুযায়ী গঠিত বয়লার পরিচারক পরীক্ষক পর্ষদ বয়লারের সঠিক অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকল্পে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষানবিশ বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা যাচাইপূর্ব ককৃতকার্য প্রার্থীদের সনদ প্রদান করে থাকে। এর ফলে বয়লার ব্যবহারকারীদের দক্ষ জনবল প্রাপ্তি ও বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত করা সহজতর হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ ধরনের মোট ০৪ (চার)টি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ৪৭৪ জনকে সনদ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মান অবকাঠামো (National Quality Infrastructure), সাজুয্য নিরূপণ পদ্ধতি (Conformity Assessment Procedure) উন্নয়ন দেশিয় পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বি ক উন্নয়নে কার্য করী ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শ ন সংস্থা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী গঠিত হয়।

একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড এ সংস্থা পরিচালনা করে। বোর্ডের সদস্যগণ হলেন; শিল্প, খাদ্য, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, এবং শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ বুৎপত্তিসম্পন্ন মনোনীত ০২ জন প্রতিনিধি, প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপক পদমর্য াদার একজন প্রতিনিধি; বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সার্টি ফিকেশন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত কোন সনদ প্রদানকারী সংস্থা প্রধান;এসোসিয়েশন অব টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত কোন টেস্টিং ল্যাবরেটরির প্রধান এবং এ সংস্থার মহাপরিচালক। বিদ্যমান আইন অনুসারে প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একটি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডে র চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মহাপরিচালক সদস্য- সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ্যাক্রেডিটেশন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষণ, ক্যালিব্রেশন, পরিদর্শ ন বা সনদ প্রদানের মত সুনির্দিষ্ট কর্ম কান্ড- পরিচালনার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা আছে কি না তার স্বীকৃতি। যা আন্তর্জাতিক মানের ভিত্তিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। প্রত্যয়নপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, সক্ষমতা, সততা ও নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সকল শর্ত প্রতিপালন করা একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে সাজুয্য নিরূপণ সংস্থাগুলো দক্ষতা, যোগ্যতা ও মান ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। সেবা গ্রহণকারী নিজেদের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী এ সকল পরীক্ষাগার, পরিদর্শ ন বা সনদ প্রদানকারী সংস্থা বেছে নিতে পারে।

এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ছাড়াও এ বোর্ড সমজাতীয় জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাসহ তথ্যের আদান-প্রদান, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। এ বোর্ড বিভিন্ন আন্ত-রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারষ্পরিক বহুমাত্রিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা (Multilateral Recognition Arrangement) করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কারিগরি বাধা (Technical Barriers To Trade) অপসারণের মাধ্যমে দেশি পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ২০১৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে এবং পরীক্ষণ ও ক্যালিব্রেশনের জন্য ILAC-MRAঅর্জন করে। একই বছরের মে মাসে বিএবি এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC)এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে ও ফেব্রুয়ারি মাসে APLAC MRA স্বাক্ষর করে। বিএবি ২০১১ সাল প্যাসিফিক এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (PAC) এর সহযোগী সদস্য হয়। ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF) এ বিএবি এর সদস্যপদ অর্জনের বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে র প্রধান কার্য াবলী

ক) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শ ন সংস্থা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান, নবায়ন, প্রত্যাখান, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;

খ) ইন্টারন্যাশনাল অর্গ ানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ড াইজেশন(ISO)/ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন (IEC) ১৭০১১ এবং অনুরূপ কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও মান অনুযায়ী এ্যাক্রেডিটেশন কার্য ক্রমের উন্নয়ন;

গ) **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য** এ্যাক্রেডিটেশন চর্চ ার উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে এবং এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়ন;

ঘ) এ্যাক্রেডিটেশন কার্য ক্রমে জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা;

ঙ) বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতির সম্পর্কিত এমআরএ স্বাক্ষর করা;

চ) এ্যাক্রেডিটেশনের ব্যবহার, এ্যাসেসরদের প্রশিক্ষণ, সেমিনার আয়োজন এবং এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানে উৎসাহ প্রদান ও কার্য ক্রম বৃদ্ধি

ছ) বিএবি'র অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্য ক্রম সম্পাদনের সুবিধার্থে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ প্রদান অথবা ইতোমধ্যে নিয়োজিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের এজেন্টকে নিজস্ব এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ দান;

জ) বিএবি'র অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত বাংলাদেশের বাইরের যে কোন ব্যক্তি, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা;

ঝ) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শ ন সংস্থা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে নির্ণ ায়ক ও শর্তসমূহ নির্ধ ারণ এবং উক্ত নির্ণ ায়ক ও শর্তসমুহের মান উন্নয়ন করা

ঞ) এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানকারী দেশিয় বা বিদেশি সম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ট) এ্যাসেসরদের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান সম্পর্কিত কোর্স পরিচালনা করা;

ঠ) চুক্তিভিত্তিক অ্যাসেসর নিয়োগ করা এবং

ড) উপরে বর্ণি ত কার্য াবলীর সাথে প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক অন্য সকলকর্ম কান্ডসম্পাদন করা।

সার্ক এক্সপার্ট গ্রুপ অন এ্যাক্রেডিটেশন (SEGA) এর পঞ্চম সভা

সার্ক এক্সপার্ট গ্রুপ অন এ্যাক্রেডিটেশন (SEGA) এর পঞ্চম সভা ৮-৯ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ঢাকায় বিএবি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে National Awareness Training for Regulators এবং ১১ অক্টোবর Awareness Training Program on HALAL বিষয়ক দু'টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারগুলিতে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং সার্বি কসহযোগিতা প্রদান করেন।

সার্ক এক্সপার্ট গ্রুপ অন এ্যাক্রেডিটেশন (SEGA) এর পঞ্চম সভা

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি(ডিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে গত ০৮ জুন, ২০১৭ তারিখে ডিসিসিআই মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সরকার ২০১৩ সাল থেকে ৯ জুন বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবসকে জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করায় তা যথাযথভাবে উদযাপন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বহুজাতিক কোম্পানি, টেস্টিং ও সার্টি ফিকেশনপ্রতিষ্ঠান এর উর্দ্ধতন কর্ম কর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন উপলক্ষে বিএবি ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি(ডিসিসিআই) এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা।

বিএবি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮ টি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। গত অর্থবছরের পরিচালিত কোর্স গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল Auditing Course on Food Safety Management System (FSMS), Measurement of Uncertainty (MU), Understanding and Assessor Courses on ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17025; এসব কোর্স গুলিতে রিসোর্স পারসন হিসাবে ছিলেন National Accreditation Board Certification Bodies (NABCB), India ও বিএবি'র সহকারী পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ।

বিএবি পরিচালিত ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17025 প্রশিক্ষণ কোর্স।

বাংলাদেশ এ্যাসেসর ফোরামের সাথে মত বিনিময় সভা:

অভ্যন্তরীণ ও বহি এ্যাসেসরদের নিয়ে বিএবি'র এ্যাসেসর পুল গঠিত। এ্যাসেসররা মূলত আইএসও/আইইসি ১৭০২৫ এই মান বিষয়ক: টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি সংক্রান্ত বিষয়াদি এ্যাসেস করে থাকেন। এছাড়াও আইএসও/আইইসি ১৭০২১ ও ১৭০৬৫, আইএসও/আইইসি ১৭০২০, আইএসও/আইইসি ১৭০৪৩ এবং আইএসও ১৫১৮৯ এই বিষয়ক এ্যাসেসর রয়েছেন। এ সব এ্যাসেসররা বিএবি'র অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা মতামত বিনিময়, অভিজ্ঞতা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে বিএবি'কে সার্বক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া এ সকল সদস্যরা নিয়মিত এ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান:

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) নিম্নে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে :

Sl. no.	Name of the CAB	Field/status
Testing Laboratory (ISO/IEC 17025:2005)		
1.	Institute of National Analytical Research Services (INARS), BCSIR ,Dhaka	Withdrawn
2.	SGS Bangladesh Limited, Dhaka	Textile Testing
3.	AAA Corporation-Laboratory-01, Gazipur	Chemical Testing
4.	Interstoff Apparels Ltd. Laboratory(IALL), Gazipur	Textile Testing
5.	Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Laboratory, Savar, Dhaka	Food Testing
6.	Textile Testing Services Ltd., Gazipur	Textile Testing
7.	Testing Laboratory, Dysin International Ltd., Dhaka	Textile Testing
8.	ITS Labtest Bangladesh Ltd., Tejgaon I/A, Dhaka	Textile Testing
9.	Concrete Innovation and Application Centre (CIAC), Holcim Cement (Bangladesh) Ltd., Dhaka	Mech. test of Aggregate and Concrete
10.	Lub-rref (Bangladesh) Ltd. Chittagong	Petroleum Products Testing
11.	Bureau Veritas Consumer Products Services (Bangladesh) Ltd., Savar, Dhaka	Textile Testing
12.	Nestle Sreepur QA Laboratory, Gazipur	Food Testing
13.	Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Laboratory, Chittagong	Food Testing
14.	Fish Inspection and Quality Control (FIQC) Laboratory, Khulna	Food Testing
15.	Modern Testing Services (Bangladesh) Ltd., Savar, Dhaka	Textile Testing
16.	Bureau Veritas Consumer Products Services (Chittagong) Ltd.	Voluntary suspension
17.	ITS Labtest Bangladesh Ltd., Chittagong	Textile Testing
18.	Analytical Chemistry Laboratory, Atomic Energy Centre, Dhaka	Chemical Testing
19.	Central laboratory, Divine Fabrics Ltd., Gazipur	Textile Testing
20.	Petromax Refinery Ltd. Khulna	Petroleum Products Testing
21.	Central Laboratory, Samuda Chemical Complex Limited, Munshiganj	Chemical Testing
22.	TÜV SÜD Bangladesh (Pvt.) Ltd., Dhaka	Textile Testing
23.	Bangladesh Material Testing Laboratory Ltd., Dhaka	Voluntary suspension
24.	Quality Control Laboratory, Julphar Bangladesh Ltd., Gazipur	Pharmaceutical Testing
25.	NUSDAT-UTS, Walton Hi-Tech Industries Ltd., Gazipur	Electrical Testing
26.	PRAN Beverage Laboratory, PRAN Dairy Limited, Narshingdi	Food Testing
27.	Fakir Testing Services Ltd., Narayanganj	Textile Testing
28.	TAHA GIYIM Lab Bangladesh, Dhaka	Textile Testing
29.	SGS Food & Agricultural Testing Laboratory, Dhaka	Food Testing
30.	UL VS Bangladesh Ltd., Dhaka	Textile Testing
31.	Plasma Plus Application and Research Laboratory,	Textile, Food, Pharmaceuticals

	Dhaka	and Environmental testing
32.	Brachi Testing Service (BD) Ltd.,Dhaka	Textile Testing
33.	Amber Textile Services Ltd. , Gazipur	Textile Testing
34.	SGS Bangladesh Limited, Chittagong	Textile Testing
35.	TÜV Rheinland Bangladesh PVT. Ltd., Dhaka	Textile testing
36.	Quality Control Laboratory (Central Laboratory), Renata Limited, Mirpur , Dhaka	Pharmaceutical testing
37.	Quality Control Laboratory (Potent Product Facility), Renata Limited, Mirpur , Dhaka	Pharmaceutical testing
38.	Pesticide Analytical Laboratory (PAL), BARI, Gazipur	Chemical testing
39.	GMS Testing Laboratory, Gazipur	Textile testing
40.	Testing Laboratory, Impess-Newtex Composite Textiles Limited, Tangail	Textile testing
41.	Testing Laboratory, Qtex Solutions Limited, Dhaka	Chemical testing
Calibration Laboratory(ISO/IEC 17025:2005)		
42.	National Metrology Laboratory (NML-BSTI), Dhaka	Calibration (Length, Temperature, Mass, Volume, Pressure, Time and Frequency)
43.	Training Institute for Chemical Industries(TICI), Narshindi	Mechanical
44.	Calibration Laboratory, Dysin International Ltd., Dhaka	Mechanical
45.	OTS (Pvt.) Ltd., Dhaka	Mechanical
46.	Instrumentation Engineering Services Ltd., Dhaka	Mechanical
Medical Testing Laboratory (ISO 15189:2012)		
47.	United Hospital, Pathology Laboratory, Gulshan, Dhaka	Pathological Testing
48.	Labaid Limited, Pathology Laboratory	Pathological Testing
Certification Body (ISO/IEC 17021:2011)		
49.	BSTI, Management System Certification Wing, Dhaka	Management System Certification
50.	United Certification Services Limited, Dhaka	Management System Certification
Inspection Body (ISO/IEC 17020:2012)		
51.	Qtex Solutions Limited, Dhaka	Workplace Environment
52.	Envirotech International Ltd, Uttara, Dhaka.	Workplace Environment

.....